উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৮,১৮০.৭২ (-১০৪.৩৫)

নিফটি : ২৪,৩৯৮.৭০ (-৩১.৬৫)

মমতা আজ পথে, শর্তসাপেক্ষে মিছিল ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৭°	৩১°	২৭°	৩১°	২৭°	৩১°	২৭°

কিং খানে মুগ্ধ বাংলার খরাজ ৭

হোয়াইট হাউসের ফোনেও বাঁচল না আমেরিকা ১০

জিতল বেলজিয়াম

২৩ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 July 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 51

বিদায় মুকুটহীন সম্রাট

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

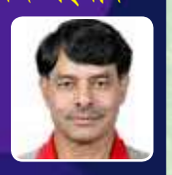

জয় মণ্ডল

ডালাস, ৭ জুলাই : সময় কত নির্মম! ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে ইনজুরি টাইমে স্পেনের মিকেল মেরিনোর আচমকা গোলটা শুধু পর্তুগালকে ছিটকে দিল না, একটা গোটা প্রজন্মের আবেগে যবনিকা টেনে দিল। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দুই চোখ বেয়ে তখন অঝোরে জল নামছে। গত দুই দশক ধরে যিনি নিজের দাপটে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করেছেন, যাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে পাঁচটি ব্যালন ডি'অর, পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আর রেকর্ড ৯৭৬টি গোল, তাঁকে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ট্রফিটা ছাড়াই চিরবিদায় নিতে হল।

৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডো ডালাসে স্পেনের বিরুদ্ধে পুরো নব্বই মিনিট মাঠে ছিলেন। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, তিনি বল ছুঁয়েছেন মাত্র ১৯ বার! শট নিয়েছেন তিনটি, আর সতীর্থদের জন্য সুযোগ তৈরি করেছেন স্রেফ একটি। পর্তুগালের এই হারের পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। বিবিসি-র ফুটবল বিশ্লেষক ও প্রাক্তন ইংরেজ স্ট্রাইকার ক্রিস সাটনের মতে, মার্টিনেজের এই 'তোষণনীতিই' পর্তুগালের বিদায়ের মূল কারণ। সাটনের চাঁছাছোলা আক্রমণ, 'রোনাল্ডো মাঠে একজন দাদুর মতো খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। আজ ওর অবদান শূন্য। গঞ্জালো র‍্যামোসের মতো ফর্মে থাকা স্ট্রাইকারকে বেঞ্চে

এরপর আটের পাতায়

> আমি আমার সেরাটা দিয়েছি এবং অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেক নিয়ে মাথা উঁচু করে বিদায় নিচ্ছি।
> -রোনাল্ডো

ওস্তাদের মার...

খাদের কিনারা থেকে জয়ের সরণিতে মেসিরা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আর্জেন্টিনা-৩ *(রোমেরো, মেসি ও এনজো)*
মিশর-২ *(ইব্রাহিম, জিকো)*

আটলান্টা, ৭ জুলাই : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই দুই হাতে মুখ ঢেকে মাঠের ঘাসে বসে পড়লেন লিওনেল মেসি। বাঁধভাঙা আবেগে তখন অঝোরে জল ঝরছে তাঁর। যে মানুষটা ফুটবল মাঠে প্রায় সবকিছুই জয় করে ফেলেছেন, তাঁর এই কান্না বুঝিয়ে দিচ্ছিল কতটা ভয়ানক স্নায়ুচাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, লুকা মডরিচ, নেইমার জুনিয়ার বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকাদের বিদায়ের পর আশঙ্কা চেপে বসেছিল, বিশ্বমঞ্চে নীল-সাদা জার্সিতে আজই বুঝি মেসিরও শেষ ম্যাচ হতে চলেছে! কিন্তু না, তাঁর কেরিয়ারের আয়ু এখনও বাকি। ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর খাদের কিনারা থেকে একেবারে দাঁড়িয়ে ঘুরে মিশরকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল আর্জেন্টিনা। পরিসংখ্যান বলছে, ফুটবল ইতিহাসে এত কম সময় বাকি থাকতে দুই বা তার বেশি গোলে পিছিয়ে পড়ে, অতিরিক্ত সময় ছাড়াই ম্যাচ জেতার এমন নজির আর নেই।

এবারের বিশ্বকাপ যেন নবজাগরণের! একের পর এক ইন্দ্রপতনের টুর্নামেন্টে নতুন নতুন দেশের উত্থানের আখ্যান লেখা হচ্ছে। এদিন আটলান্টার গ্যালারিতেও ছিল সেই চমক। মাঠের বাইরে আর্জেন্টাইনদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিলেন মিশরীয়রা। নীল-সাদার পাশাপাশি ফারাওদের টুপি আর 'কিং অফ মিশর, আওয়ার মো সালাহ' লেখা ব্যানারের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। আর মাঠে নেমে মিশর যা খেলল, তা গোটা বিশ্বকে চমকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মাত্র ১৪ মিনিটেই মারওয়ান আতিয়ার কর্নার থেকে ইয়াসের ইব্রাহিমের দুরন্ত হেড লিসান্দ্রো মার্টিনেজের মাথার ওপর দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়, আঙুলে চোট থাকা এমিলিয়ানো মার্টিনেজ তখন অসহায়।

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ২০ মিনিটে সমতা

এরপর আটের পাতায়

ভালো খেলেও ছিটকে গেল মিশর

দুই বা তিন বাঘের ডেরা

রয়েল বেঙ্গল ছাড়ার সময় পিছোনোয় শাপে বর বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : মনে হয় বক্সার জন্য এটা শাপে বর। আগামী ২৯ জুলাই বক্সা টাইগার রিজার্ভে একটি বাঘিনী ছাড়ার কথা ছিল। তবে বর্ষায় বিভিন্ন সমস্যা থাকায় এবং জয়ন্তী গ্রাম এখনও স্থানান্তরিত না হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া প্রায় দুই মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত ঠিক হয়েছে, আগামী ২ অক্টোবর জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে। তবে, একসঙ্গে একটি বা দুটি বাঘিনী ও একটি বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন বন দপ্তরের শীর্ষকর্তারা। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির আধিকারিকদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজ্যের বনকর্তারা।

রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বাঘিনী ছাড়ার বিষয়টি চূড়ান্ত। প্রস্তাব এসেছে বাঘ ও বাঘিনী একসঙ্গে ছাড়ার। টেকনিকালি যেটা ঠিক হবে সেটাই করা হবে।' বন দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, '২৯ জুলাই বাঘিনী ছাড়ার দুই মাস পর আরেকটি বাঘ ছাড়ার

কথা ছিল। যেহেতু সময় পিছিয়ে গিয়েছে সেইজন্য এবার একসঙ্গে বাঘ ও বাঘিনী ছাড়া যায় কি না, সেটা দেখা হচ্ছে।'

বনকর্তাদের একাংশের মতে, একটা বাঘ জঙ্গলে ছাড়ার বদলে দুটো বা তিনটে বাঘ-বাঘিনীকে একসঙ্গে ছাড়াই বেশি ফলপ্রসূ। কেননা, সঙ্গিনীর অভাবে বাঘের সমস্যা হতে পারে। এর আগে অন্য ব্যাঘ্র-প্রকল্পে এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। বক্সার জঙ্গলে আগেও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। বনকর্তাদের মতে, যদি জঙ্গলে সঙ্গিনী থাকত, সেক্ষেত্রে পরিযায়ী বাঘও বক্সার স্থায়ী বাসিন্দা হত।

কোথা থেকে এই বাঘ-বাঘিনীদের আনা হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বনকর্তারা। প্রথমে অসমের মানসের কথা ভাবা হলেও পরবর্তীতে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়, প্রথমে একটি বাঘিনীকে আনা হবে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে। তবে, একাধিক বাঘ-বাঘিনীকে যে কোনও একটি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকেই আনা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ প্রথম পছন্দ হলেও বিকল্প হিসেবে মানসের কথা মাথায় রাখা হচ্ছে।

একটি বাঘিনীকে ছাড়ার জন্য বক্সার জঙ্গলে ২৫ মাইল এলাকায় এনক্লোজার তৈরির কাজ এখন শেষের দিকে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে এনক্লোজার তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। ২.২ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ১৫ বিঘা এলাকা নিয়ে ওই এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছে। বন দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রথমে একজোড়া বাঘ-বাঘিনীকে ছাড়া হলে এই এনক্লোজারে সমস্যা হবে না।

এরপর আটের পাতায়

- দুটি বাঘ এলে ১৫ বিঘা এলাকা নিয়ে তৈরি এনক্লোজারে রাখা হবে তাদের
- তিনটি বাঘ এলে এনক্লোজারের এলাকা বাড়াতে হবে
- জঙ্গলে ছাড়ার আগে বাঘদের পরানো হবে রেডিও কলার

বারুইপুরে দেশবিরোধী শক্তি, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুন শুধু নয়, সরকারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে গণপিটুনিতে মৃত্যুও। গণপ্রহারে নিহতকে নির্দোষ বলে ক্লিনচিট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ওই ঘটনায় রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি জড়িত বলে বিষোদ্গার করলেন। সোমবারই তিনি বলেছিলেন, গণপ্রহারের পিছনে 'সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গেল' আছে। মঙ্গলবার বারুইপুরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যাঁরা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, কেউ ক্ষমতা হারিয়েছেন আবার কেউ শূন্য থেকে ১ হয়েছেন- এমন কিছু দেশবিরোধী শক্তি পিছন থেকে উসকানি দিয়েছে।'

তিনি জানান, পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাঁদের কল রেকর্ড সংগ্রহ করেছে। এঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে 'ডাইন' খোঁজা শুরু করেছে সরকার। বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে। তার মধ্যে সরকারের তরফে মৌলবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির হাত থাকার আশঙ্কা ঘটনাটিতে নতুন মাত্রা দিল।

মমতার নির্দেশে সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেন ও প্রতিমা নস্কর। প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল বামেরা। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে তাদেরই নিশানা করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

পদ্মে প্রকাশ? জল্পনা তুঙ্গে

ক্ষোভ বিজেপির অন্দরে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার পদত্যাগী সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক কি এবার গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন? তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন জেলায় আদিবাসী মুখ হিসেবে পরিচিত প্রকাশকে শাসকদল সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পরেই কি রাজনীতির সমীকরণ পালটে যাচ্ছে? রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তাঁর সাম্প্রতিক পদক্ষেপ সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। দিল্লির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগের খবরে রাজনৈতিক মহলে এখন জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বিজেপিতে যোগদানের পর প্রকাশকে পুনরায় রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও নাকি মিলেছে। এই সম্ভাবনা সত্যি হলে যে জেলা বিজেপির অন্দরে অস্বস্তি বাড়বে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতীতে তৃণমূলের যে নেতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁকে দলে নেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব বলে পদ্ম নেতাদের অনেকে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন।

বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেওয়া তৃণমূলের তিন সাংসদকে ফের রাজ্যসভায় ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ ছাড়া বাকি দুজন হলেন সুখেন্দুশেখর রায় ও সুস্মিতা দেব। এই আশ্বাসের সূত্রেই প্রকাশের সঙ্গে দিল্লির শীর্ষ নেতাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। সূত্রের দাবি, দু'তিনদিন আগে দিল্লির দুই শীর্ষ বিজেপি নেতার সঙ্গে বৈঠকে তাঁকে নতুন করে রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত হয়। দিল্লির পাশাপাশি তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের সঙ্গেও নাকি তিনি যোগাযোগ রেখে চলছেন। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ চিকবড়াইক সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আমি রাজনীতি করা পরিবারের ছেলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন পদ্ধতিতে, কাদের সঙ্গে রাজনীতি করব তা কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে।'

এরপর আটের পাতায়

> **আমি রাজনীতি করা পরিবারের ছেলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন পদ্ধতিতে, কাদের সঙ্গে রাজনীতি করব তা কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে।**
>
> **প্রকাশ চিকবড়াইক**

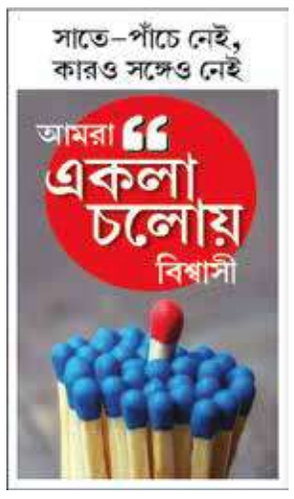

মীনাক্ষীদেরও 'ডিম ও ঢিল থেরাপি'

সিপিএমের মৃত কর্মী মন্টু মিয়াঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে শীতলকুচি বাজারে সিপিএম নেত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ও ঢিল ছোড়া হয়।

শিবশংকর সূত্রধর ও বুল নমদাস

কোচবিহার ও শীতলকুচি, ৭ জুলাই : দু'দিন আগেই পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ডিমের পর ঢিল থেরাপিরও নিদান দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শীতলকুচিতে 'ডিম ও ঢিল থেরাপি'-র ঘটনা ঘটল। তবে কোনও তৃণমূল নেতা নয়, পুলিশের সামনেই এবার সেই থেরাপির শিকার হলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ দলের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব। শীতলকুচিতে মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে মঙ্গলবার দেখা করতে যান তাঁরা। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ও ইট ছুড়ে মারার অভিযোগ ওঠে। এরপর দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রায় তিন ঘণ্টা পুলিশ সুপারের দপ্তরে ধর্নায় বসেন মীনাক্ষীরা। অভিযুক্তদের দুজনকে আটক করা হলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

মীনাক্ষীর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ছে জনতা। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

এদিন শীতলকুচির নগর সিঙ্গিমারিতে সিপিএমের মৃত কর্মী মন্টু মিয়াঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে শীতলকুচি বাজারে সিপিএম নেত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ও ঢিল ছোড়া হয়েছে। মীনাক্ষী সহ গাড়িতে থাকা দলের একাধিক নেতাকে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নামানোর চেষ্টা করা হয়। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। পুলিশের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে মীনাক্ষী অভিযোগ তুলেছেন। তবে প্রথমে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলেও শীতলকুচি থানার পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। সিপিএমের প্রথম সারির নেত্রীর গাড়ির ওপর এ ধরনের হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছে পুলিশও।

শীতলকুচি ব্লকের নগর সিঙ্গিমারির বাসিন্দা মন্টু মিয়াঁ এলাকায় সিপিএম কর্মী হিসেবেই পরিচিত। গত রবিবার বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে চানঘাট এলাকায় স্থানীয় খুটামারা নদীতে মন্টুর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার ও দলের অভিযোগ, মন্টুকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়। একই এলাকার বাসিন্দা আলতাফ মিয়াঁ নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মুম্বইতে মৃত্যু হয়। মৃত দুজনের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে এদিন সকাল দশটা নাগাদ এলাকায় আসেন মীনাক্ষীরা। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ফেরার পথেই শীতলকুচি বাজারে হামলার ঘটনাটি ঘটে। হামলার পর আক্রান্তরা পুলিশ সুপারের দপ্তরে প্রায় তিন ঘণ্টা ধর্নায় বসেন।

মীনাক্ষী বলেছেন, 'এক মন্ত্রী বলেছিলেন ডিমের সঙ্গে ঢিল থেরাপিও হবে। আমাদের ওপর সেটাই করা হল। এখানে আইনের শাসন নেই। একজন নিহত কর্মীর পরিবারকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। সেটাই কি আমাদের অপরাধ? তৃণমূলের আমলেও দুষ্কৃতীরাজ চলত, এখন বিজেপির আমলেও তাই চলছে।'

এরপর আটের পাতায়

সাহিত্য পর্যটনকেন্দ্র সমরেশের জন্মভিটেয়

সমরেশ মজুমদারের জন্মস্থানে বিএনসিসিআই কর্তা। মঙ্গলবার।

গয়েরকাটা, ৭ জুলাই : অবশেষে দিশা পেতে চলেছে কালজয়ী কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য সৃষ্টির আঁতুড় হিসেবে পরিচিত তাঁর জন্মভিটে। গয়েরকাটা চা বাগানের সেই স্টাফ কোয়ার্টারটিকে ঘিরে সাহিত্য পর্যটনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বণিকসভা- বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিএনসিসিআই)। মঙ্গলবার বিএনসিসিআই-এর চেয়ারম্যান ঋত্বিক দাস বাগান পরিচালকদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও সেরে যান। সঙ্গে ছিলেন গয়েরকাটার সমরেশ অনুগামী কৃষ্ণকুমার দাস। ঋত্বিক বলেন, 'এবারে কলকাতায় গিয়ে ডিপিআর তৈরি করা হবে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ডিপিআর তৈরির পর সাহিত্যিকের কন্যা দোয়েল মজুমদারকে নিয়ে ফের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। ডিপিআর পর্যটন দপ্তরকে জমা দেওয়া হবে। অনুমতি মিললেই কাজ শুরু হবে।'

দোয়েল এদিন নিজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে পোস্টও করেছেন। কলকাতা থেকে তিনি বলেন, 'নতুন প্রজন্ম সহ সাহিত্য অনুরাগীদের প্রত্যেকে বাবাকে আরও ভালো করে জানতে পারলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ওই সংগ্রহশালা ডুয়ার্সের একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থানে যে পরিণত হবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

কী করতে চাইছে বিএনসিসিআই? সংশ্লিষ্ট সূত্রেই খবর, কোয়ার্টারের মূল কাঠামো অবিকৃত রেখে সেখানে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। গড়ে তোলা সংগ্রহশালায় থাকবে লেখকের সমস্ত সৃষ্টি ও স্মৃতি ভাণ্ডার। একাজে ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাইজেশন প্রযুক্তিকে। যে কেউ এলেই একলপ্তে পেয়ে যাবেন সাহিত্যিকের সমস্ত স্মৃতিকে। সমরেশ মানেই যেখানে আদিগন্ত ঢেউখেলানো চা বাগান, সেকারণে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সম্ভারও থাকবে সেখানে। কোয়ার্টারটি যে জমির ওপর, তা বাগানের লিজে রয়েছে। ওইটুকু জমি যাতে একাজে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেব্যাপারে এদিন পরিচালকদের সঙ্গে কথা হয়েছে ঋত্বিকের। বাগান কর্তৃপক্ষও কোনও আপত্তি জানায়নি। বরঞ্চ তারাও বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে বলে খবর।

শুধু সমরেশকেন্দ্রিকই নয়, বিএনসিসিআই-এর ভাবনায় রয়েছে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পাহাড়ে ভানুভক্ত, মালবাজারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ নারায়ণ দেবনাথকে নিয়ে উত্তরবঙ্গজুড়ে একটি সাহিত্য পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার। সমরেশ গয়েরকাটায় এলে যাঁদের আত্মীয়তা গ্রহণ করতেন, তাঁদের অন্যতম কৃষ্ণকুমার দাস বলেন, 'এতদিন ধরে আমরা এরকম উদ্যোগের জন্যই হাপিত্যেশ করে বসে ছিলাম।'

বর্তমানে ওই কোয়ার্টারের করুণ দশা। গয়েরকাটা চা বাগানের বড়বাবু জয়দীপ তলাপাত্রর অবসর নেওয়ার পর থেকে কোয়ার্টারটির দেখভাল করার কেউ নেই। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রথমে জয়দীপের বাবা ও পরে তিনি নিজেই এবছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। বাড়িটিকে আগলে রেখেছিলেন নিজের মতো করে। অবসরের পর অন্যত্র চলে যাওয়ায় কোয়ার্টারটি এখন ফাঁকা। ইতিমধ্যেই লোপাট হয়ে গিয়েছে দরজা, জানলা, টিনের গেট, বাথরুমের ভেতরের সামগ্রী, টিউবওয়েলের কাঠামো।

১৯৪২-এর ১০ মার্চ ওই কোয়ার্টারেই জন্ম অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলির মতো হৃদয়ে হিল্লোল তোলা চরিত্রদের জনক সমরেশের। দাদু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ও পরে বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার ওই বাগানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফ্যাক্টরি বড়বাবু পদে থাকা কৃষ্ণদাস তাঁর পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন।

জীবদ্দশায় ওই বাড়িতে সমরেশ বহুবার এসেছেন, রাত্রিযাপন করেছেন। ২০২৩-এর ৮ মে জীবনকে অলবিদা জানানোর আগেও বাড়িটিতে আসার ইচ্ছে ঘনিষ্ঠমহলে প্রকাশ করেছিলেন বহুবার। বাবার হাত ধরে বাবু বাসা লাইনের ওই কোয়ার্টারে পরে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন কন্যা দোয়েলও।

আমার মালদা স্টল

মালদা, ৭ জুলাই : 'আমার মালদা' স্টলের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। মালদার আম থেকে মাখনার বিভিন্ন খাবারদাবার সহ কুটিরশিল্পের সামগ্রী মিলবে এই স্টলে। মালদা সমবায়িকায় জেলা প্রশাসনের তরফে এই স্টল চালু করা হয়। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু ও জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, গৌরচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

F. No. BN/2-R/Auction/Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **41** Nos. of standing green trees of various species at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 21.07.2026** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/ Banker's Cheque for **Rs 33,500/-** (Rupees Thirty three thousand five hundred only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/Hasimara/FT/I/113
Station: Siliguri.
Dated: 07 July, 2026

Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এস/৬৬/০০৭/২৬-২৭, তারিখ : ০৩-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নম্বর : এনজে২৬৫০৯০;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ২৩-০৭-২০২৬।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নম্বর আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭-২০১৮ (সংস্করণ-২.০) বা সর্বশেষ সংস্করণ, ক্রম নং ২.৩ (বি) অনুযায়ী কীপ্যাড বিহীন এবং ডিসপ্লে বিহীন ৫ ওয়াট ভিএইচএফ ডিজিটাল ওয়াকি-টকি সেট সরবরাহ। প্রতিটি সেট নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত হবে: (১) সম্পূর্ণ বক্স প্যাকিংয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাটারি + ব্যাটারি চার্জার + অ্যান্টেনা + উপযুক্ত বেল্ট ক্লিপ সহ এক (১)টি ভিএইচএফ সেট। (২) স্পেসিফিকেশন নম্বর আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ সংস্করণ (২.১) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী ভিএইচএফ সেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ১টি অতিরিক্ত ব্যাটারি। দ্রষ্টব্য ১ : ব্যাটারির ধরন লিথিয়াম-আয়ন হতে হবে। উপরোক্ত আরডিএসও স্পেসিফিকেশনের প্যারা ১.০-এর অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা অ্যানেক্সার-I -এ সংযুক্ত রয়েছে। দ্রষ্টব্য ২ : রেডিও সেটের জন্য ওইএম -এর সামগ্রিক ওয়ারেন্টি সময়কাল সরবরাহের তারিখ থেকে ৫ বছর এবং ব্যাটারি, ব্যাটারি চার্জার ও অ্যান্টেনার জন্য ন্যূনতম ১ বছর হতে হবে। প্রস্তুতকারক (তৈরী): মটোরোলা, এইচওয়াইটি, কেনউড।

পণ্যপ্রাপক : এসএসই/টেলি/আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। **পরিমাণ:** ২০০টি।

দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার নোটিশ এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন। উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D INVITING Tender Notice

Short Notice Inviting Tender Notice by the S.E.(EL)./ NBDD, Vide : NIT-01 (EE/EL) of 2026-27, NIT-02 (SE/EL) of 2026-27, NIT-03 (SL No 01 to 12) (EE/EL) of 2026-27, NIT-04 (SL No. 01 to 07) (SE/EL) of 2026-27. Details of works be seen in the above mentioned NIT in the website : **www.wbnorthbengaldev.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer (Electrical)
North Bengal Development Department

CITATION
In the Court of the Ld. District Delegate (Civil Judge, Senior Division), Balurghat, Dakshin Dinajpur
Misc. Case No. 02/2025 (Probate)

Sri Sayan Mazumder, aged about- 30 years, Son of Bipul Majumder, by Religion- Hindu, by profession- Bank Employee, by Nationality- Indian, residing at vill. 20, Kanailal Dutta Road, P.O. Hakimpara, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, Pin- 734001.
Petitioner.

WHEREAS THE PETITIONER Sri Sayan Mazumder has instituted the above-noted case for getting an order of Probate of the Will executed by his grandmother Juthika Majumder W/o Late Binoy Mohan Majumder of vill. Ghoshpara, P.O. & P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur, since deceased, in respect of the following schedule of property.

NOTICE is hereby given that if any person or persons has/have any objection against such application for Probate of the Will he/she/they must appear on the 10th day of August, 2026 at 10.00 O'clock to submit his/her/their objection, in default therein on the date before mentioned the Probate Case will be heard and determined exparte.

Given under my hand & the seal of the Court, this 2nd day of july, 2026.

Schedule of Immoveable **Property Annexure 'A' bequeathed in the share of Sayan Mazumder & Ayan Kumar Mazumder both Sons of Bipul Kumar Mazumder (mentioned as schedule in the WILL).**

District- Jalpaiguri, P.S. Bhaktinagar, Mouza- Chakiya Vita, J.L. No- 17, Khatian No. 79 & 100(RS), Plot No. 43(RS), Area- 84.0165 decimal

Sheristadar
Civil Judge (Senior Division)
Balurghat, Dakshin Dinajpur

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা প্রারম্ভ হওয়া রেলসমূহে এসএলআর এবং ভিপি লিজিঙের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অগ্রিম ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-২৬-২৬

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এ১/১	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এবি/১	১৯৬১৬-১৯৬১৫-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৬-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৭-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১২.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-এমপিএস-৯-২৬। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) :** ২০-০৭-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়; **দিন:** ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৮-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল।
এএ/২	এমপিএস -এপিডিজে -এইচএসএ-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	হাসিমারা স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস -এপিডিজে -ডিকিউজি-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	ধূপগুড়ি স্টেশনের পিএফ-২ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৬৭-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টি পারপাস স্টল।
এএ/৫	এমপিএস -এপিডিজে-এপিডিজে-এমপিএস-৪৯-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় এমপিএস ইউনিট বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস -এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমপিএস-৪৫-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	দিনহাটা স্টেশনের পিএফ- ১ -এ মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)	ধুবরি স্টেশনের পিএফ- ১ -এ মাল্টি পারপাস স্টলের ব্যবস্থা।
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-৪৬-২৫-১(এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)	ধুবরি স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টি পারপাস স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা।

লট বন্ধের তারিখ ও সময়: ২০-০৭-২০২৬ তারিখ ১১:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নন ক্যাটারিং প্রিমিয়াম স্টলের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নন ক্যাটারিং প্রিমিয়াম স্টলের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অগ্রিম ক্যাটালগ সংখ্যা. সিএপিএনসিবিপিআরএমএসটিএল-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এনসিবি-পিএস-২৪-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রিমিয়াম স্টোরস)	নিউ কোচবিহার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া-সি" অনুসারে লোকনাথ বাবা মন্দিরের সম্মুখ ভাগের নির্ধারিত এলাকায় "পোশাক, ভ্রমণের আনুষঙ্গিক সামগ্রী, জুতা-মোজা" এর সাথে সম্পর্কিত প্রিমিয়াম স্টোরের স্থাপন ও পরিচালনা।
এএ/২	এমএসএস-এপিডিজে-এনসিবি-পিএস-২৩-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রিমিয়াম স্টোরস)	নিউ কোচবিহার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া-বি" অনুসারে লোকনাথ বাবা মন্দিরের সম্মুখ ভাগের নির্ধারিত এলাকায় "পোশাক, ভ্রমণের আনুষঙ্গিক সামগ্রী, জুতা-মোজা" এর সাথে সম্পর্কিত প্রিমিয়াম স্টোরের স্থাপন ও পরিচালনা।
এএ/৩	এমএসএস-এপিডিজে-এনসিবি-পিএস-২৫-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রিমিয়াম স্টোরস)	নিউ কোচবিহার স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া-এ" অনুসারে লোকনাথ বাবা মন্দিরের সম্মুখ ভাগের নির্ধারিত এলাকায় "পোশাক, ভ্রমণের আনুষঙ্গিক সামগ্রী, জুতা-মোজা" এর সাথে সম্পর্কিত প্রিমিয়াম স্টোরের স্থাপন ও পরিচালনা। (নন ক্যাটারিং)

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৭-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১২.৫০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-08/2026-27 and Tender ID No: 2026_PHED_1031105_1 to 2026_PHED_1031105_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 23.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/ corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11845(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-03/2026-27 and Tender ID No: 2026_PHED_1030877_1 to 2026_PHED_1030877_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 21.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/ corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in. Sd/-Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11846(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-04/2026-27 and Tender ID No : 2026_PHED_1031018_1 to 2026_PHED_1031018_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 21.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum /corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11840(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-05/2026-27 and Tender ID No : 2026_PHED_1031047_1 to 2026_PHED_1031047_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 22.07.2026 upto 16:00 Hours. The details /addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11842(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-06/2026-27 and Tender ID No : 2026_PHED_1031079_1 to 2026_PHED_1031079_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 22.07.2026 upto 16:00 Hours. The details /addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11843(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXCUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Racecourse Para,
P.O. & Dist – Jalpaiguri, PIN- 735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com / eemedjal@gmail.com

NOTICE FOR e- TENDER

e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for UH&WC under JALPAIGURI Municipal Area as per the details :Tender ID No. – 2026_MAD_5016262_1. Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/01 (2ND CALL)of EE/MED/JAL/2026-27. Tender ID No. 2026_MAD_5016258_1. Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/30 (3rd CALL)of EE/MED/JAL/2025-26 Tender ID No. 2026_MAD_5016259_1. Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/12 (6th CALL) of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 03/07/2026 Location: Jalpaiguri Municipal Area Area. Bid Submission end date 24.07.2026, up to 10:00AM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte, Govt. of West Bengal ICA-T11826(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near – Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010

NOTICE INVITING e – TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. –NIT 001 / Engg/ 2026–27 of SJDA (2nd Call) Name of Work: Re-Construction of Fulbari Bypass removing existing dilapidated road top from the Toll gate end to Intake Well at Fulbari, Dist. Jalpaiguri Amount put to Tender–Rs. 3,87,71,998.00 Earnest Money- Rs 7,75,440.00 Tender Documents Sale / Download Start Date & Time 08.07.2026 at 4:00 PM and Bid Submission End Date & Time– 31.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals – 03.08.2026 at 11:00 AM Date of opening of Financial Proposals – to be notified after technical evaluation Corrigendum if any will be published in website only All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/-Chief Executive Officer. ICA-T11825(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

I, Kumari Monika Gupta, W/o Vishal Kumar Sha, residing at Jogijhora Barabak, Ethelbari Crossing, Alipurduar, West Bengal - 735204, do hereby declared that I have changed my name from Kumari Monika Gupta to Monika Sha vide affidavit No. 21 sworn before the Notary Public at Alipurduar on 03-07-2026. Henceforth I shall be known as Monika Sha for all purpose. Monika Sha and Kumari Monika Gupta both are same and one identical person. (C/122754)

•

I, Vishal Kumar, S/o Jhalku Prasad Sha, residing at Jogijhora Barabak, Ethelbari Crossing, Alipurduar, West Bengal - 735204, do hereby declared that I have changed my name from Vishal Kumar to Vishal Kumar Sha vide affidavit No. 22 sworn before the Notary Public at Alipurduar on 03-07-2026. Henceforth I shall be known as Vishal Kumar Sha for all purpose. Vishal Kumar Sha and Vishal Kumar both are same and one identical person. (C/122754)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-07/2026-27 and Tender ID No: 2026_PHED_1031095_1 to 2026_PHED_1031095_30 for Regular Operation and Maintenance work of different PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 23.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/ addendum/ corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in. Sd/-Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T11844(3)/2026

কাটিহার মণ্ডলে লিফটের ব্যবস্থা করা

টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪৪_২০২৬/কে/৫৮৫ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা ৪৪_২০২৬। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের অধীনে হরিশ্চন্দ্রপুর, ওল্ড মালদা, আজমনগর রোড, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর, পূর্ণিয়া জংশন, রায়গঞ্জ এবং কাটিহারে স্টেশনসমূহে একগুচ্ছ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত লিফটের ব্যবস্থা করার সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৬,৮৫,৭৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১৩,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এন্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারবাসীদের বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। 8240311982. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ratna Das @ Ratna Kar, D/o Late মহেন্দ্র দাস, W/o শ্রী সুশান্ত কর, ঠিকানা - নর্মদা বাগান, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি - 734003, শিলিগুড়ির 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর অ্যাফিডেভিট বলে গত 4/7/2026 তারিখ থেকে Ratna Kar ও Ratna Das একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/122283)

•

আমি, Dulali Halder আমার কিছু নথিপত্রে আমার নাম এবং পদবী ভুল থাকায়, গত 17/3/2023 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে L.D. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Sompa Halder এবং Dulali Das থেকে সঠিক নাম Dulali Halder নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113841)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20210005917 আমার বাবার নাম Late Bankim Ch Pal নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 07.07.26, E.M, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Bankim Chandra Pal এবং Late Bankim Ch Pal উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Bipul Pal. (C/121484)

•

আমি ঘোষ কৃষ্ণেন্দু কুমার মহেন্দ্র, পিতা - মহেন্দ্র কুমার ঘোষ, A-1, ইন্দ্রপ্রস্থ, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি- 735101, জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট (18738) করে গত 22/05/26 তারিখে কৃষ্ণেন্দু কুমার ঘোষ নামে পরিচিত হলাম ও উভয় পরিচয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলাম। (CA)

•

I, Gajendra Limbu, S/o K.M. Limbu in My Driving Licence my name wrongly mentioned as Gatendra Limbu. On 07/07/2026 vide affidavit before the LD. Notary Public at Siliguri, I declared that Gajendra Limbu and Gatendra Limbu is same and one identical person. (C/122749)

•

আমি Paromita Poddar, আমার পিতা : Late Sunil Kumar Podder, আমার মা : Late Puspa Poddar যার বিয়ের আগে নাম ছিল Puspa Saha Roy. Puspa Poddar আর Puspa Saha Roy যে একই ব্যক্তি সেটা 1st Class Judicial Magistrate আলিপুরদুয়ার দ্বারা অ্যাফিডেভিট করা হল। (C/122052)

আজ টিভিতে

কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে কুমকুমকে কি মুক্ত করতে পারবে ঈশান? **কুমকুম সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কাছের মানুষ, বেলা ১২.৪৫ বাঘ বন্দি খেলা, বিকেল ৪.০০ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.১৫ সিঁদুর খেলা, রাত ১০.৩০ লাভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সন্তান যখন শত্রু, বেলা ১.৩০ বাদশা-দ্য ডন, বিকেল ৫.০০ দাদাঠাকুর, রাত ৮.১৫ গ্রেফতার, ১১.৩০ ওগো বিদেশিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ এক চিলতে সিঁদুর, বেলা ১১.৩০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.০০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ গীত সংগীত, রাত ১০.০০ প্রাণের স্বামী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ন হন্যতে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধূঁয়া

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.২০ ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও, দুপুর ২.২৫ চেক, বিকেল ৫.১৮ সুপ্রিম খিলাড়ি-টু, সন্ধে ৭.৫৫ মরজাওয়াঁ, রাত ১০.৪৯ বাদশা পহেলওয়ান

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩০ ক্ষত্রিয়, দুপুর ২.০৭ মেহরবাঁ, বিকেল ৪.৫৫ জীবন এক সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.৫৫ নসীব, রাত ১০.৪৯ আজাদ

মরজাওয়াঁ সন্ধে ৭.৫৫ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

রক্ত নদীর ধারা দুপুর ২.০০ জি বাংলা সোনার

বেয়ারিং সি গোল্ড রাত ৯.৫২ ডিসকভারি সায়েন্স

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় দারুণ কাটবে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। বৃষ : যে কোনও বিষয়ে সাহস হারাবেন না। শেষপর্যন্ত জিতবেন আপনি। প্রেমের সম্পর্কে আজকের দিনটি খুব একটা সুখকর নাও হতে পারে। মিথুন : ব্যবসার কারণে দূরপাল্লার ভ্রমণের সম্ভাবনা। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কিতে যাবেন না। প্রেমের সম্পর্কে মতবিরোধ হতে পারে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারলেই সমস্যাগুলি মিটে যাবে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। সিংহ : জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ মেটাতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। কন্যা : সংসারে কিছু সমস্যা আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের কাজের চাপ আরও বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলুন। তুলা : সংসারের কঠিন সময়ে স্ত্রীকে পাশে পাবেন। সন্তানের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে আপনার চিন্তা কমবে। বৃশ্চিক : ঋতু পরিবর্তন জনিত অসুস্থতার কারণে কিছু কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হতে পারে। আজ কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। ধনু : আজ ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো, নইলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। মকর : আজ যে কোনও কাজই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শেষ করার চেষ্টা করুন। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে পারেন। কুম্ভ : বিভিন্ন উৎস থেকে আয়ের পাশাপাশি জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্নও সফল হতে পারে। কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ভাইবোনেদের সম্পর্কে উন্নতি। মীন : ব্যবসায়িক বিষয়গুলি সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোন। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে কোনও জটিল বিষয় সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ১৭ আষাঢ়,৮ জুলাই ২০২৬, ২৩ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় বদি, ২২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বুধবার, অষ্টমী দিবা ৭।৩৫। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১২।১৬। অতিগণ্ডযোগ দিবা ৯।৫২। কৌলবকরণ দিবা ৭।৩৫ গতে তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৬।৪৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।১৬ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৭।৩৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৮।২২ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২২ গতে ৩।৪২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ওয়েনাডে সুড়ঙ্গ ধসে মৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ৭ জুলাই : কেরলের ওয়েনাডে ভারী বৃষ্টির জেরে মাটি ধসে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ মালাপ্পুরম ও ওয়েনাড জেলার সংযোগকারী নির্মীয়মাণ 'আনাক্কামপোয়িল-মেপ্পাদি' সুড়ঙ্গ প্রকল্পে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও ১০ জন আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ৬ আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতরা সবাই প্রকল্পে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। দমকল ও এনডিআরএফ-এর ৬০ জন সদস্য উদ্ধারকাজে নেমেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ওই এলাকায় ২৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ওয়েনাড ও কোঝিকোড়ে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী টি সিদ্দিক এটিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে নারাজ। তিনি বলেন, 'এটা কোনও প্রাকৃতিক ভূমিধস নয়, একটি মানবসৃষ্ট ভূমিধস। স্পষ্ট গাফিলতির মামলা।' মন্ত্রী অভিযোগ করেন, গত ২০ জুন জেলাশাসক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোঙ্কন রেলওয়েকে লিখিতভাবে এই এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকির কথা জানিয়ে মাটি সরানোর নির্দেশ দিলেও তারা পদক্ষেপ করেনি।

তেলের দরে ছাড় সৌদির

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে এখন রীতিমতো দড়ি টানাটানি। আর এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে গত ২৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্কের ছাড় ঘোষণা করল সৌদি আরব। অগাস্ট মাসের জন্য আরব লাইট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি একধাক্কায় ১১ ডলার কমিয়েছে তারা।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হতেই ওপেক এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলি উৎপাদন বাড়িয়েছে। ফলে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১.৭ ডলারে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের এই রেকর্ড পতন ভারতের জন্য বিশাল স্বস্তির খবর। লোকসানে চলা তেল শোধনকারী সংস্থাগুলি কিছুটা অক্সিজেন পাবে, কেন্দ্রের বিপুল ভর্তুকির বোঝাও অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি, জ্বালানির দাম কমলে উৎপাদন খরচ কমবে, যা দেশের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বড় অনুঘটকের কাজ করবে।

'শেষের পথে ইউক্রেন যুদ্ধ'

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : ইউক্রেন যুদ্ধ শেষের পথে। ধারণার চেয়ে তাড়াতাড়ি এটা শেষ হবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনালাপের পর এমনই দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সোমবার তিনি বলেন, 'যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টি মানুষের ভাবনার চেয়েও অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন এটি বন্ধ করতে চান, আমি খুব দৃঢ়ভাবেই এটা বলছি।' জেলেনস্কির বিষয়ে তিনি বলেন, 'ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টও এখনই যুদ্ধ শেষ করতে চান।' আঙ্কারায় চলমান ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনার ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। আমি মনে করি, আমরা এটি শেষ করতে পারব।'

ভেনেজুয়েলায় মৃত বেড়ে ৩৫৩৫

কারাকাস, ৭ জুলাই : জোড়া ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় মৃতের সংখ্যা ৩৫৩৫ ছাড়াল। ধ্বংসস্তূপ থেকে একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে দিন কাটছে প্রায় ১৮ হাজার সর্বস্বান্ত মানুষের। মার্কিন সংস্থা ইউএসজিএস বলছে, চূড়ান্ত প্রাণহানি ১ লক্ষে পৌঁছাতে পারে। ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকটের মুখে ত্রাণশিবিরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ।

সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদি।

ব্রহ্মস কিনছে ইন্দোনেশিয়া

মোদিকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান

জাকার্তা, ৭ জুলাই : প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে গেল ভারত-ইন্দোনেশিয়া। মঙ্গলবার জাকার্তায় বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। তারপরেই ২০০ মিলিয়ন ডলার দামের দুটি ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি ইন্দোনেশিয়ার হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে ভারত। ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামের পর ইন্দোনেশিয়া হল তৃতীয় দেশ যাদের অস্ত্র ভাঁড়ারে যুক্ত হতে চলেছে ভারতে তৈরি ব্রহ্মস।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, ব্রহ্মসের পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'অস্ত্র' এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেমও আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। সম্প্রতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এ এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অভাবনীয় সাফল্যের পর জাকার্তা এই সিদ্ধান্ত নেয়। বৈঠকে দু-দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তর, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ প্রায় এক ডজন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালীর কাছে অবস্থিত 'সাবাং বন্দর' যৌথভাবে উন্নয়নের বিষয়ে দু-দেশ একমত হয়েছে।

মোদি জানান, ইন্দোনেশিয়ার পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হবে ভারতের ইউপিআই, যা বাণিজ্য ও পর্যটনকে আরও সহজ করবে। এছাড়া আইআইএম ব্যাঙ্গালোর ইন্দোনেশিয়ায় একটি ক্যাম্পাস তৈরি করবে। সেদেশে ইস্পাত ও নিকেল উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে ভারত।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'বিন্তাং আদিপূর্ণা' পদকে ভূষিত করেন প্রেসিডেন্ট প্রাবোও। মোদি বলেন, '২০১৮ সালে আমাদের যে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, আজ তা এক নতুন উড়ান নিল। এখন থেকে ভারত-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কের এক সোনালি অধ্যায়ের সূচনা হল।'

অনুব্রতর অফিসে তালা বিজেপির

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ৭ জুলাই : একসময় বোলপুরের তৃণমূলের কার্যালয়ে বসেই বীরভূম জেলার দাপিয়ে বেড়াতেন অনুব্রত মণ্ডল। মঙ্গলবার তাঁর সেই দপ্তরেই তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পার্টি অফিস থেকে তৃণমূল কর্মীদের বের করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে তালা ঝুলিয়ে চাবি নিয়ে চলে যান বিজেপি নেতা অরুণ দাস। তৃণমূল পার্টি অফিসের থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে বোলপুর থানা। তাও বিজেপি কর্মীদের তালা ঝোলাতে বাধা দিতে দেখা যায়নি পুলিশকে। জানা গিয়েছে, এদিন পার্টি অফিসে তালা ঝোলানোর সময় নীচুপট্টিতে নিজের বাড়িতেই ছিলেন কেষ্ট।

বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অরুণ দাস বলেন, 'আমরা বোলপুর পুরসভায় এসেছিলাম, কারণ সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছিল না। তখন এসে জানতে পারি এখনও এই পুরসভা চলছে অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয় থেকে। তাই আমরা কেষ্ট-চন্দ্রনাথের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।

দিনের পর দিন অন্যায় হয়েছে এই কার্যালয়ের নির্দেশে। মানুষ কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়নি। সবার ক্ষোভ রয়েছে। বোলপুর যুব মোর্চার পক্ষ থেকে তালা ঝোলানো হল তৃণমূল পার্টি অফিসে।' বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'কী ঘটেছে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে তৃণমূল কি কারও পার্টি অফিসে কখনও তালা দেয়নি নাকি? এক সময় ওরাও অনেক অত্যাচার করেছে। সে সময় পুলিশও হাত গুটিয়ে বসেছিল।'

শুধু অনুব্রতর অফিসেই নয়, চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ের সিটু দপ্তরেরও দখল নিয়েছে বিজেপি। জিটি রোডের পাশে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠনের ওই দপ্তরটি ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর তৃণমূল দখল করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের কার্যালয়ও করা হয়েছিল সেটি। কিন্তু ১৫ বছর পর ২৭ মে ওই দপ্তরটি স্থানীয় সিটু নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অসিত। বিজেপি জমানায় ওই দপ্তরে ফের উড়েছিল লালঝান্ডা। কিন্তু মঙ্গলবার আরও একবার দপ্তরটির 'রং বদল' হল।

এই ঘটনায় স্থানীয় বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, 'এই ধরনের কাজ করতে দল বারণ করেছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। যাদের পার্টি অফিস তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

তৃণমূলের তহবিল

পাঁচ জায়গায় তল্লাশি ইডি'র

কলকাতা, ৭ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় তহবিল সংক্রান্ত মামলায় এবার ময়দানে নামল ইডি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মধ্য কলকাতা, সল্টলেক সহ পাঁচ ঠিকানায় হানা দিয়েছে ইডি আধিকারিকরা। দলের অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে বলে এদিনের তল্লাশি অভিযান। বিভিন্ন ভ্রমণ ও বিমান পরিষেবা সংস্থার মাধ্যমে ১৫০ কোটি টাকার বেশি বেআইনি লেনদেন হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এদিন সকালে লালবাজার সংক্রান্ত রাধাবাজার এলাকা, নিউটাউনের আকাঙ্ক্ষা, সল্টলেকেরও একটি এজেন্সিতে হানা দেন তাঁরা। তাঁদের নজরে রয়েছে কেয়ার ওয়েল অ্যাভিয়েশন নামক একটি সংস্থা। এর মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভিন্ন ভিভিআইপিদের চার্টার্ড বিমান ভাড়া দেওয়া হত। তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কেয়ার ওয়েল অ্যাভিয়েশন সংস্থার অধীনে আরও অনেকগুলি ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। ইলেক্টোরাল ট্রাস্টের দপ্তরেও অভিযান চালিয়েছে ইডি। তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে, বর্তমান সিগনেটরি কে রয়েছেন তাও ইডির নজরে। গত ১৫ দিন ধরে এই বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছিল ইডি। দলীয় তহবিল নিয়ে আদালতে মামলা চলছে কালীঘাট তৃণমূল ও বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কদের মধ্যে। অ্যাকাউন্টগুলিতে শিক্ষা দুর্নীতির টাকাও ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এদিন তৃণমূলের দলীয় তহবিল সংক্রান্ত মামলা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হলে তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'একদিনে আকাশ ভেঙে পড়বে না।'

মমতা আজ পথে, শর্তসাপেক্ষে মিছিল

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : কারা আসল তৃণমূল সেই তর্কের মীমাংসার দায়িত্ব এখন নির্বাচন কমিশনের হাতে। সামনেই ২১ জুলাই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান। তার আগে সংগঠনের অবস্থা একপ্রকার ঝালিয়ে দেখতে তৎপর 'কালীঘাট' তৃণমূল। বুধবার বারুইপুর সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের ব্যানারে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তাতে থাকার কথা তৃণমূল সুপ্রিমোরও। কিন্তু পুলিশ প্রথমে অনুমতি দিতে চায়নি। তার জবাবে মিছিল করার অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল। তাঁদের আর্জি শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য শর্তসাপেক্ষে তৃণমূলকে মিছিলের অনুমতি দেন।

হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বুধবার দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা মোড়ে শেষ করতে হবে। তবে রাস্তার একপাশ জনস্বার্থে খোলা রাখতে হবে। ১০০০ জনের বেশি এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'অধিকারের দাবিতে দেশের যে কোনও মানুষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে।' বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার আচমকাই মোমবাতি হাতে পথে নেমেছিলেন মমতা। তবে বুধবার ঠিক কী কারণে ওই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়নি। তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেকথা সওয়াল পর্বে জানাননি।

সূত্রের খবর, ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে এই কর্মসূচি আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ মিছিলের অনুমতি না দেওয়ায় আয়োজনকারীদের তরফে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেনরা আদালতের দ্বারস্থ হন।

এদিকে বারুইপুর কাণ্ডে মমতার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে জ্বালিয়ে দিয়েছিল সিপিএম। সেই সময় কি বুদ্ধবাবু গিয়েছিলেন? তৃণমূলের বিজয় মিছিল

- দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বালিগঞ্জ ফাঁড়ি-হাজরা মোড়ে শেষ করতে হবে
- রাস্তার একপাশ জনস্বার্থে খোলা রাখতে হবে
- ১০০০ জনের বেশি এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না

থেকে ছোড়া বোমায় তমান্না মারা গেল, তখন কি মমতা গিয়েছিলেন? এখন নাটক করার দরকার নেই।' মমতার বারুইপুর যেতে না দেওয়ার অভিযোগকে ভুয়ো ব্যাখ্যা বলে কটাক্ষ করেছে সিপিএমও। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'উনি সারাদিন পুলিশের হাতে ঘেরাও হয়ে বসে থেকে সন্ধ্যায় একটি মোমবাতি মিছিল করলেন। যেটা দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। আসলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ করার ভাবনাটাই শুরু হয়েছিল দিনের শেষে।'

এদিকে এদিন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দল বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া সাংসদ সায়নী ঘোষ ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারও গিয়েছিলেন বারুইপুরে। ঋতব্রতকে দেখে 'বালিশ চাটা' ও 'চোর চোর' বলে স্লোগান দেওয়া হয়। বিক্ষোভের মুখে পড়েন সায়নী ঘোষও। তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'গদ্দার' স্লোগান দিতে থাকেন স্থানীয়রা। বাধার মুখে পড়তেই কাকলিদের থেকে ভিন্ন হয়ে যায় ঋতব্রত তৃণমূল।

বুধবারের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে এদিন নিজের বাড়িতে একটি বৈঠকে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা এখনও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সেই নেতারাই এদিন তৃণমূলনেত্রীর বৈঠকে ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

'কালীঘাট পন্থী' তৃণমূলের অন্দরের খবর, হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সরব হয়েও মমতা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। এবার বারুইপুর ইস্যুকে ধরে নিজের লড়াকু ভাবমূর্তিকে ফের উজ্জ্বল করতে চাইছেন তিনি। তবে অতীতে কলকাতায় রাজপথে তৃণমূলনেত্রীর মিছিলে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ছাড়াও সমাজের বিদ্বজ্জনেদের একটা বড় অংশের পাশাপাশি টলিউডের এক ঝাঁক কলাকুশলীরাও পা মেলাতেন। পালাবদলের বাংলায় তাঁরা ফের মমতার পাশে দাঁড়ান কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অরূপের মুখে শুভেন্দু-স্তুতি

কলকাতা, ৭ জুলাই : প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাসের মুখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা। বারুইপুর কাণ্ডে বর্তমান সরকার ভালো কাজ করছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। মঙ্গলবার মেসি কাণ্ডে হাজিরা দিয়ে বেরোনোর সময় অরূপ বলেন, 'সরকার প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভালো কাজ করছেন।' এদিন মেসি কাণ্ডে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তৃতীয়বার হাজিরা দেন তিনি। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদিন হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবী কিশোর দত্ত অভিযোগ করেন, খুনের চেষ্টা করা হচ্ছে অরূপকে।

জর্জ টেলিগ্রাফে কর্মসংস্থান মেলা

কলকাতা, ৭ জুলাই : 'প্লেসমেন্ট ফেয়ার ২০২৬'-এর আয়োজন করল দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে শিয়ালদায় প্রতিষ্ঠানের মূল ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে তিনদিনের কর্মসংস্থান মেলার। রিলায়েন্স জিও, মারুতি সুজুকি, স্যামসাং, ডাইকিন, ভোল্টাস সহ শতাধিক সংস্থা এতে যোগ দিয়েছে। এদিন প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় নিয়োগপত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক সজল ঘোষ এবং বিভিন্ন সংস্থার কর্তারা।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠানের ১০৬ বছর ধরে সফলভাবে এগিয়ে চলা উল্লেখযোগ্য। স্টেনোগ্রাফি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের বদলে নেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের বড় শক্তি।' তাপস রায় বলেন, 'শিল্প, বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার স্বার্থক মেলবন্ধনের উজ্জ্বল প্রতিফলন এই চাকরির মেলা।'

আজীবন নিখরচায় চিকিৎসার ঘোষণা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জুলাই : দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের শুধু এককালীন টাকা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা নয়, এবার তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে তারাতলার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মোট ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার সময় এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্ঘটনায় মৃত ১৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহত ১৭ জনকে ১

তারাতলায় নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

নিহতদের পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। -রাজীব মণ্ডল

লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, টাকা দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয় না।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে নতুন সরকার।

ক্ষতিপূরণ মঞ্চ থেকেই কলকাতার পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেনরিচ ও তিলজলার পুরোনো দুর্ঘটনাগুলির প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন তৃণমূল সরকার ও পুরবোর্ডের 'চূড়ান্ত গাফিলতি' ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি দাবি করেন, তাঁর সরকার রাজ্যবাসীকে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ, পুরসভা, দমকল, এনডিআরএফ এবং সেনাকে নামিয়ে ১৭ জনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে উদ্ধারকারীদের প্রশংসা করলেও ১৬ জনের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এই পরিবারগুলির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষায় শ্রম দপ্তরের ১% 'সেস ফান্ড' থেকে প্রতি মাসে স্থায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, কলকাতা পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে, শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ও শ্রমসচিবকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করবে। পাশাপাশি মৃত শ্রমিকদের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেবে পুরসভা ও পুলিশ এবং আহতদের আজীবন নিখরচায় ওষুধ দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে একটি 'বিশেষ সেল' গঠন করা হয়েছে।

অভিষেককে প্রশ্ন কোর্টের

কলকাতা, ৭ জুলাই : কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবারই বিধাননগরের নিম্ন আদালতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার কথা রয়েছে। কিন্তু তার আগে মঙ্গলবার হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েও ফিরতে হল অভিষেককে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যঅভিষেকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনি তো রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তার পরেও কেন যাচ্ছেন না। কেন তদন্তের সহযোগিতা করছেন না। কণ্ঠস্বরের নমুনা দিন তদন্তকারীদের।'

রাজ্যের তরফেও এদিন অভিযোগ করা হয়, রক্ষাকবচের অর্থ তদন্তে সহযোগিতা করা। কিন্তু তা করছেন না অভিষেক। যদিও অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, ওই কণ্ঠস্বর নিজের বলেও স্বীকার করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

মিলবে বকেয়া

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা পুরসভা এলাকার রাষ্ট্রায়ত্ব ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের জন্য বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) নিয়ে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের পেনশন শাখার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের রোপা মেয়াদের আনুমানিক বকেয়া ৫০ শতাংশ সরাসরি পেনশনারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। তবে শুধু কেএমসি এলাকার পেনশনারদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মীদের বাদ দেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠন। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডলের কথায়, 'নবান্নের দেওয়া নির্দেশে কেবল কেএমসি এলাকার ব্যাঙ্ক থেকে যাঁরা পেনশন পান, তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলে বাকিদের কী হবে?'

তাজমহলে কি শিব মন্দির, কেন্দ্রের জবাব তলব কোর্টের

প্রয়াগরাজ, ৭ জুলাই : তাজমহল কি আদতে শিব মন্দির 'তেজো মহালয়'? হিন্দু ভক্তদের দীর্ঘকালীন এই দাবির প্রেক্ষিতে এবার কেন্দ্র ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হলফনামা তলব করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

আগ্রা আদালতের সমীক্ষার আবেদন খারিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি রোহিত আগরওয়ালের এজলাসে মামলাটি ওঠে। মামলাকারীদের দাবি, ১১৫৫-'৫৬ সালে রাজা পারমার্দি দেব এই মন্দির তৈরি করেন, যা পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান স্মৃতিসৌধে রূপান্তরিত করেন। পিটিশনে বলা হয়েছে, গম্বুজের ওপর কলস ও পদ্মফুলের কারুকার্য সহ প্রায় ১০৯টি স্থাপত্যরীতি মন্দিরেরই অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে পুজো করার অধিকার চেয়ে আইনজীবী হরিশংকর জৈন জানান, 'স্মৃতিসৌধটির অভ্যন্তরে ফোটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করানো মামলার সঠিক নিষ্পত্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন।' নিম্ন আদালতের রায়ে অসংগতি রয়েছে দাবি করে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে।

ম্যাক্রোঁর হোটেলের কাছে ২ বিস্ফোরণ

দামাস্কাস, ৭ জুলাই : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সিরিয়া সফর চলাকালীন জোড়া বিস্ফোরণে কাঁপল রাজধানী দামাস্কাস। ম্যাক্রোঁ ফোর সিজন হোটেলে রয়েছেন। মঙ্গলবার সেই হোটেলের কাছেই দু'টি বিস্ফোরণে ১৮ জন আহত হয়েছেন। বহু দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। দেখা গিয়েছে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া। ম্যাক্রোঁ তখন হোটেলে ছিলেন না। সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে গিয়েছিলেন। তিনি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাননি। তিনি ভালো আছেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, যে দু'টি বোমা থেকে বিস্ফোরণ হয়, তার একটি বোমা রাখা ছিল গাড়ির ভিতর। অন্যটি একটি আবর্জনার পাত্রে লুকিয়ে রাখা ছিল।

'ককরোচ'-এর এক্স মুক্তি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র এক্স হ্যান্ডল পুনর্বহালের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। মে মাস থেকে ওই অ্যাকাউন্টটি ব্লক করে রেখেছিল কেন্দ্র। মোদি সরকারের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে যে পিটিশন করেছিলেন সেটি মেনে নিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

কেন্দ্রের কৌসুলি সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, ২১ জুন নিটের পুনর্পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে যাতে কোনওপ্রকার বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় সেজন্যই সিজেপির এক্স হ্যান্ডল ব্লক করে দেওয়া হয়। এর জবাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে গিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা বলেন, 'নিট ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজেই আপনাদের ভয়ের কারণের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।'

সেন্সাস ডিউটিতে শিক্ষকরা, পঠনপাঠন নিয়ে চিন্তা

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যের সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে ফের একবার চরম কর্মীসংকটের মেঘ ঘনিয়েছে। লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই এবার প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রবীণ শিক্ষকদের ঘাড়ে এসে পড়েছে জনগণনা বা সেন্সাসের গুরুদায়িত্ব। আর এতেই ঘুম উড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের। বহু শিক্ষক ইতিমধ্যেই সেন্সাসের ডিউটি থেকে রেহাই চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের মূল যুক্তি, ভোটের সময় থেকে বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে বহু শিক্ষক এখনও নিযুক্ত রয়েছেন, তার ওপর সেন্সাসের ডিউটি পড়লে স্কুলে ক্লাস নেবে কে?

একদিকে যখন শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় অনেক স্কুল ধুঁকছে, তখন এই নতুন নির্দেশে কার্যত মাথায় হাত শিক্ষকদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রধান শিক্ষক জানান, 'স্কুলে এমনিতেই শিক্ষক কম। আমাকে যদি সেন্সাসের কাজে দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে কাটাতে হয়, তবে গোটা স্কুলের কাজকর্ম শিকেয় উঠবে।' কলকাতার শহরতলি অঞ্চলের পদার্থবিদ্যার এক শিক্ষকের কথায়, 'আমাকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের তৈরি

প্রবীণদের অব্যাহতির আর্জি

করতে হয়। এই অ-শিক্ষামূলক কাজের জন্য দিনের পর দিন বাইরে থাকলে, ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্টে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে জনগণনার জন্য ৮০ হাজারেরও বেশি সুপারভাইজার ও এনাম্যারেটরের প্রয়োজন। আর এর অর্ধেকেরও বেশি নেওয়া হচ্ছে স্কুলগুলো থেকে। মজার বিষয় হলো, রাজ্যে বর্তমানে ৮০,৬৮১ জন বিএলও রয়েছেন, যাঁর প্রায় ৮০ শতাংশই সরকারি স্কুলের শিক্ষক। বিএলও-র কাজ আর সেন্সাস, এই জোড়া ফলায় রাজ্যের ৫.৮ লক্ষ শিক্ষকের একটা বড় অংশ এখন স্কুলের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে সোনারপুরের এক সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানালেন, মাত্র ৯ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালাতে গিয়ে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন সেকশন একসঙ্গে মিলিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে। সেন্সাস ওয়ার্কার্স ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল ইতিমধ্যেই সেন্সাস ডিরেক্টরের কাছে চিঠি পাঠিয়ে প্রবীণ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের এই ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জোরালো আর্জি জানিয়েছেন।

হরিয়ানার জুডোকা থেকে হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী!

চণ্ডীগড়, ৭ জুলাই : ২০০৬ সালে হরিয়ানার জুডো টিমে সোনা জয়। আর আজ, হার্ভার্ডের গবেষক হিসেবে সোজা মার্কিন পেন্টাগনের অ্যাডভাইসারি বোর্ডে! পানিপথের জটাল গ্রামের ৩৭ বছরের বিজ্ঞানী ডঃ দেবেশ নন্দলের এই অবিশ্বাস্য উত্তরণের গল্প যে কোনো অনুপ্রেরণামূলক সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, তাঁর নতুন কাজ— ভিনগ্রহীদের অস্তিত্ব বা আনআইডেন্টিফায়েড অ্যানোমালাস ফেনোমেনা নিয়ে হোয়াইট হাউসকে পরামর্শ দেওয়া।

হার্ভার্ডের সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষক দেবেশকে সম্প্রতি 'ইউএপি সায়েন্স অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল'-এ বেছে নিয়েছেন প্রখ্যাত অধ্যাপক আভি লোয়েব। এই প্যানেলে মূলত সেইসব তরুণ এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের রাখা হয়েছে, যাঁরা আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালিসিসে অত্যন্ত দক্ষ। দেবেশের কাজ হবে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আকাশে ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনার (যাকে নাসা অজানা প্রাকৃতিক ঘটনা বা ভিনগ্রহীদের যান বলে সন্দেহ করে) বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিশ্লেষণ করা।

বাবা ডঃ সুমের সিং নন্দল দীর্ঘ ২৭ বছর হরিয়ানার জুডো কোচ

ভিনগ্রহীদের খুঁজবেন দেবেশ

দেবেশ নন্দল। -ফাইল ছবি

ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ১০ বছর বয়সে ম্যাটে নামা দেবেশের। কিন্তু ১৭ বছর বয়স হতেই জুডো ছেড়ে তাঁর মন মজে তারাদের দুনিয়ায়। মা অধ্যাপিকা শকুন্তলা নন্দল জানান, অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই স্টিফেন হকিংয়ের প্রেমে পড়ে দূরবীন কিনে আকাশ দেখতে শুরু করেছিল ছেলে। এরপর ব্রিটেনের লিডস ইউনিভার্সিটি হয়ে সোজা হার্ভার্ডে। দেবেশের কথায়, 'আমাদের ছায়াপথেই এত কোটি কোটি তারা, সেখানে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব থাকার গাণিতিক সম্ভাবনা প্রবল। আমি বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সেই অজানা রহস্যেরই সমাধান করতে চাই।'

রাস্তার কাজে গতি নেই

বীরপাড়া, ৭ জুলাই : ২ কোটি ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৯৬ টাকায় মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে ফালাকাটার পাঁ চমাইল পর্যন্ত বেহাল ১৪ কিমি রাস্তাটি ১৫ মার্চ সংস্কারের কাজের সূচনা হয়। ভোটের আবহে টানা দু'মাস কাজ বন্ধ থাকে। জুনের প্রথম সপ্তাহে আর্থমুভার দিয়ে রাস্তার এবড়োখেবড়ো অংশ সমান করার কাজ শুরু হলেও ৩-৪ দিন পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হলে কয়েক জায়গায় বালি ফেলা হয়। কিন্তু সংস্কারের মূল কাজ শুরু হয়নি এখনও। কাজে গতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এ বিষয়ে জবাব মিলছে না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে।

হাতির হানা

শামুকতলা, ৭ জুলাই : সোমবার রাতে হাতির হানায় প্রায় দশটি সুপারি গাছ ভাঙল। ঘটনাটি বড় চৌকিরবস গ্রামের। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা দ্রুত ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের তারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। দাবি উঠেছে নজরদারির।

আলিপুরদুয়ারে ঘুরে দেখল স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ দল

মেডিকেলের জন্য তিনটি জমি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে যে এবার মেডিকেল কলেজ হচ্ছেই, তাতে সিলমোহর পড়েছিল সরকার বদল হওয়ার পরই। মেডিকেল কলেজের জন্য জমির খোঁজ শুরু করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে জায়গার খোঁজ চলছিল।

স্বাস্থ্য দপ্তরের যেরকম জায়গা প্রয়োজন সেইমতো কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটিডের জেনারেল ম্যানেজার অভিরূপ বসু সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি বিশেষ দল জমিগুলো পরিদর্শন করে। এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা ও বীরপাড়ায় দুটো জায়গা পরিদর্শন করা হয়।

ওই দলের সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারাও। ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাসও। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, জেলা হাসপাতালের ১০ কিমির মধ্যেই মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিধায়ক বলেন, 'আলিপুরদুয়ারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। মেডিকেল কলেজ হচ্ছেই। এদিন আধিকারিকরা জায়গা দেখে গিয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। এরপর আরেকটি দল আসবে নির্মাণকাজের পরিকল্পনা করতে।'

এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের ওই দল তপসিখাতায় আয়ুষ হাসপাতালের পাশের জমি পরিদর্শন করে। সেখানে আয়ুষ বিভাগের প্রায় ২৫ একর জমি রয়েছে। এছাড়া আরও কিছু সরকারি জমি রয়েছে। জমির কী অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা কীরকম, জমির সীমানা কতটা, সেসব দেখানো হয় বিশেষ দলকে। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকায় রত্নেশ্বর ঝিলের পাশে সেরিকালচার বিভাগের যে জমি রয়েছে সেটাও ঘুরে দেখে বিশেষ দল। জমির কোন অংশ মেডিকেল কলেজের জন্য নেওয়া যেতে পারে সেটা নকশা দেখে চিহ্নিত করা হয়।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'জমি পরিদর্শন করে ওই বিশেষ দল রিপোর্ট দেবে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের জায়গা চিহ্নিত হবে।'

এদিন তপসিখাতা, বীরপাড়ায় দুটো জায়গা দেখা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তর আরেকটি জমিও চিহ্নিত করেছে। জেলা শহর সংলগ্ন দমনপুর এলাকায় যেখানে এক সময় দমনপুর রেলস্টেশন ছিল, সেই জায়গাতেও মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে। যদিও সেই জায়গা রেলের। অন্য দুটো জায়গা রাজ্য সরকারের অধীনে। দমনপুরের জায়গার জন্য রেলের কাছে এনওসি চাওয়া হতে পারে।

তিনটি জায়গার মধ্যে কোন জায়গায় এখন মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠে, সেদিকে তাকিয়ে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা।

মেডিকেল কলেজের জন্য জমি পরিদর্শনে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ দল।

- এদিন তপসিখাতা, বীরপাড়ায় দুটো জায়গা দেখা হয়েছে
- দমনপুর এলাকাতেও অন্য একটি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে
- জেলা হাসপাতালের ১০ কিমির মধ্যেই মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা

কুমারগ্রাম বিডিও অফিসে বিক্ষোভ। -নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম-বারবিশা সড়ক অবরোধ

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ

কুমারগ্রাম ও শামুকতলা, ৭ জুলাই : অন্নপূর্ণা যোজনার টাকার দাবিতে মঙ্গলবার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলারা। এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত ৩ হাজার টাকা দ্রুত তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের দাবিতে এদিন বিডিওর চেম্বার ঘেরাও করেন তাঁরা। ওই মহিলারা কথা বলার জন্য বিডিওর চেম্বারে ঢুকতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিডিও অফিস চত্বর। ঘণ্টাখানেক তুমুল বিক্ষোভ চলে। ব্যাহত হয় অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম। পরিস্থিতি সামলাতে বিক্ষোভকারীদের ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদলকে বিডিওর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক। সবকিছু শুনে বিডিও সন্দীপ ধাড়া প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। এতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

ব্লক প্রশাসনের তরফে সেল্ফ ডেক্ল্যারেশন ফর্ম বিলি করা হয়। ফর্ম নেওয়ার সময় বিক্ষোভকারী শতাধিক মহিলার মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। অনেকে স্ব-ঘোষণাপত্র দ্রুত পূরণ করে বিডিও অফিসে জমা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবার ফর্ম হাতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন একাংশ মহিলা। তাঁদের বক্তব্য, 'প্রথমে ১২ পাতার ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছি। তারপর নির্দেশমতো অনলাইনে ফের আবেদন করেছি। এখন আবার আরও একটি ফর্ম ধরিয়ে দিয়ে পূরণের কথা বলা হচ্ছে। কী নিশ্চয়তা আছে যে এই ফর্ম পূরণ করে জমা দিলে প্রকল্পের সুবিধা মিলবে? আমরা কি হাওয়ায় ভেসে এসেছি?' এসব প্রশ্ন তুলে তাঁরা সেল্ফ ডেক্ল্যারেশন ফর্ম ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। একদল মহিলা আবার বিডিও অফিসের সামনে কুমারগ্রাম-বারবিশা সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনার জেরে যাত্রীবাহী বাস, প্রাইভেট কার, পণ্যবাহী যানবাহন এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভুটানের কয়েকটি গাড়ি আটকা পড়ে। বেগতিক বুঝে কুমারগ্রাম থানা থেকে আরও মহিলা পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ার এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। মিনিট দশেকের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পথ অবরোধ তুলে দিতে সমর্থ হন পুলিশকর্মীরা।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুষ্পা দাস বলেন, 'এত তথ্য দেওয়ার পরও আমরা টাকা পেলাম না। এই স্ব-ঘোষণাপত্র পূরণ করে কী হবে? ব্লক প্রশাসন আমাদের বোকা বানাচ্ছে। চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলন গড়ে তুলব।' কুমারগ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মী সরকারের অভিযোগ, 'মুখ চিনে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা এসব পক্ষপাতিত্ব মানব না। আমরাও ভোট দিয়ে সরকার গড়েছি। নিয়ম মেনে সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছি। তারপরও আমরা বঞ্চিত থাকব কেন?'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে আলিপুরদুয়ার-২ বিডিও অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় দুশো মহিলা এদিন বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, অনেক আগে আবেদন করেও তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি। এরপর বিডিও সন্দীপ ঘোষ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। কী কী কারণে এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ওই মহিলাদের জানান তিনি। তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে বলেন। যোগ্যরা সবাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, কেউ বঞ্চিত হবেন না। এই আশ্বাসের পরপরই মহিলারা বাড়ি ফিরে যান।

> মুখ চিনে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা এসব পক্ষপাতিত্ব মানব না। আমরাও ভোট দিয়ে সরকার গড়েছি। নিয়ম মেনে সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছি। তারপরও আমরা বঞ্চিত থাকব কেন?
>
> **লক্ষ্মী সরকার**
> *বাসিন্দা, কুমারগ্রাম*

রসমতী বনাঞ্চলে পর্যটনের ভাবনা

পুণ্ডিবাড়ি, ৭ জুলাই : বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ মঙ্গলবার কোচবিহার জেলার পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাগড়িবাড়ি রসমতী বনাঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গী হন কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার রায়, মাথাভাঙ্গা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুশীল বর্মন ও জেলা প্রশাসন এবং বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক।

বনমন্ত্রী এদিন রসমতী বনাঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ওয়াচটাওয়ার, তোর্ষা নদীর তীর, গন্ডারের জন্য নির্ধারিত গ্রাসল্যান্ড এবং বনাঞ্চল সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে তিনি জনপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে কীভাবে এই এলাকাটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মনোজ বলেন, 'রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এই সরকার উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তরবঙ্গ এখন সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ডুয়ার্সেরই ছেলে। রসমতীকে নিয়ে আমাদের বড় পরিকল্পনা রয়েছে। অতীতে গন্ডারের বিচরণভূমি তৈরির যে উদ্যোগ থমকে গিয়েছিল, আমরা সেই কাজ নতুনভাবে শুরু করার পরিকল্পনা করেছি। খুব দ্রুত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।' বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের সমতা বজায় রেখেই এই অঞ্চলকে একটি আদর্শ ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ।

বনমন্ত্রী এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অসিত সরকার বলেন, 'বনাঞ্চল সংলগ্ন লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর হানা রুখতে দ্রুত বৈদ্যুতিক ফেন্সিংয়ের কাজ শুরু করা হোক।'

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য জীবন দাস বলেন, 'বনমন্ত্রীর এদিনের সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জীবজন্তু দেখার জন্য সাফারি তৈরি হবে নাকি এই এলাকায় পিকনিক স্পট তৈরি করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পরেই নেওয়া হবে।' কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'সরকার গঠনের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই বনমন্ত্রীর এই পরিদর্শন এই এলাকার উন্নয়নের প্রতি সরকারের আন্তরিকতার প্রমাণ।' তাঁর দাবি, আগামীদিনে রসমতী সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বন সংরক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে এই সরকার কার্যকর পদক্ষেপ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ।। *কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।*

মায়ের বকুনি, উদ্ধার নাবালকের ঝুলন্ত দেহ

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম সুজয় রায় (১৪)। সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। কিশোরের বাবা অমল রায় ভুটানে কাজ করেন। এদিন সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা গ্রামে শোকের ছায়া।

পরিবার সূত্রে খবর, এদিন সকালে মা সন্তোষী রায় চা তৈরির জন্য সুজয়কে দোকান থেকে দুধ কিনে আনতে বলেন। এতে ছেলে রাজি হয়নি। এনিয়ে মা একটু বকা দেয়। তারপর সন্তোষী নিজেই দোকানে দুধ আনতে যান। সেই দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন, ঘরের দরজা বন্ধ। তারপর ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতেই দেখতে পান ছেলের ঝুলন্ত দেহ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীদের ভিড় বাড়ে। ঘটনার কথা শুনে সকলেই হতবাক। নাবালকের ঠাকুরদা যোগেশ রায় বলেন, 'সুজয়কে ওর মা একটু বকাবকি করেছিল। এতে যে এতবড় ক্ষতি হয়ে যাবে তা কল্পনাও করিনি।' নাতিকে হারিয়ে অঝরো কাঁদছিলেন দিদা মাধবী রায়। বলছিলেন, 'সামান্য বিষয় নিয়ে যে এত বড় ঘটনা ঘটে যাবে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

ওই নাবালক সিধাবাড়ির ঠাকুর পঞ্চানন বিদ্যাপীঠে পড়ত। স্কুলেও শোকের আবহ। এদিন স্কুলে কোনও পঠনপাঠন হয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলাদ্রি নাথের কথায়, 'এই বয়সে এমনিতেই বাচ্চাদের রাগ, মেজাজ কিছুটা বেশি থাকে। দোষ করলে বাবা, মায়েরা বকা দেবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাচ্চারা অত্যধিক মেজাজের কারণে 'বকুনি' পজিটিভলি গ্রহণ করতে পারে না। সেভাবে তার কোনও দোষ নেই। বরং যে বকা দিচ্ছে দোষ তারই। ওই নাবালকের ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটে থাকতে পারে। অত্যধিক রাগের কারণে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে ওই নাবালক।' সোনাপুর ফাঁড়ি জানিয়েছে, নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দেহব্যবসায় প্রভাবশালী-যোগ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : উদ্ধারের পর ৪১ জনের ঠাঁই হয়েছে রায়গঞ্জে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সেফ হোমে। প্রত্যেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করছে না। তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখছেন চিকিৎসকরা। প্রথম দিন যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার হওয়া এক নাবালিকার সন্তান রয়েছে। দ্বিতীয় দিনে পাওয়া ২২ জনের মধ্যে একজন গর্ভবতী।

অধিকাংশের পরিবারের আর্থিক দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। বিক্রি করা হয়েছিল তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকায়। ধৃত ছয় দালালের বাড়ি ইসলামপুরে। এদের মূল কাজ ছিল পাচার হওয়া মেয়েদের কখন শহরে আনা হবে, তাদের কোথায় রাখা হবে, কতদিন এখানে থাকবে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। অভিযোগ, দিনে গড়ে ১০ থেকে ১২ জন যৌন হেনস্তা চালাত মেয়েগুলির ওপর। লেনদেন মূলত হত ওই দালালদের হাত ধরেই। মেয়েদের কপালে জুটত দু'বেলার খাবার। তাতেও কোপ পড়ত মাঝেমধ্যে আর কথার অমান্য হলেই মারধর।

কোটি কোটি টাকার নারী পাচারচক্রের কেন্দ্র হয়ে ওঠা ইসলামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায় এসেছেন। বখরার টাকা পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছেন আরও অনেকে। অভিযোগ, ইসলামপুর যৌনপল্লির নিয়ন্ত্রণ ছিল জোড়াফুল শিবিরের এক প্রভাবশালী নেতার হাতে। এই কারবারে অন্যতম শাগরেদ তাঁরই

ইসলামপুর

এক আত্মীয়। সেই ব্যক্তির দোকান রয়েছে ওই এলাকায়। দলের বড় মাথারাও এসব বিলক্ষণ জানতেন। পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'আমরা তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেছি। এই অনৈতিক কাজে যে বা যারা যুক্ত থাকুক, সে যে রাজ্যেরই হোক না কেন, ছাড় পাবে না।'

গত সপ্তাহে নেপাল সীমান্তে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছিল এসএসবি। ধৃত উত্তর দিনাজপুর জেলারই বাসিন্দা। ইসলামপুরকে ট্রানজিট পয়েন্ট বানিয়ে ভিনরাজ্য থেকে পাচার করা নাবালিকাদের অন্য জায়গায় পাঠানো হয় কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে 'সবটাই তদন্তের আওতায়' বলেছেন পুলিশ সুপার। উদ্ধার অভিযানে পুলিশের সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ঋষি কান্তর কথা, 'মেয়েগুলির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আরও অনেকটা সময় লাগবে।'

এই যৌনপল্লির সিংহভাগ অংশ ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে। বছরের পর বছর ধরে চলা অবৈধ কারবার সম্পর্কে তিনি অন্ধকারে রইলেন কীভাবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। তবে কি 'কাছের লোক'-কে বাঁচাতে চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখেননি তিনি? কানাইয়ার অবশ্য দাবি, 'যারা দোষী, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে, এটুকু বলতে পারি।'

এদিকে রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসের যুক্তি, 'সরকার বদল হতেই নারী পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। ইসলামপুর সহ জেলাজুড়ে পাচারচক্র ভাঙতে বিভিন্ন এজেন্সি কাজ করছে। তৃণমূলের নেতারা এসবে যুক্ত থাকলে তাদের জেলে যেতেই হবে।' *(চলবে)*

বাড়ি ফেরা।। *দমনপুরে মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

শিশুবাড়ির মন্দিরে চুরিতে ক্ষোভ

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ জুলাই : দোকান, ব্যাংকের পর মন্দিরে হানা চোরের। মাদারিহাট থানার শিশুবাড়ি চৌপথির হরি মন্দিরে সোমবার রাতে চুরি হয়। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা খবর দিলে তদন্তে নামে পুলিশ। মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক রামপদ করের কথায়, 'শ্রীকৃষ্ণের রুপোর বাঁশি, রাধার স্বর্ণালংকার এবং প্রণামির বাক্স ভেঙে জমা পড়া টাকা লুট করেছে দুষ্কৃতীরা।' ওই মন্দিরে বছরভর প্রণামির টাকা জমা হয় বাক্সে। রথযাত্রার পর বাক্স খোলা হয়। অর্থাৎ, গোটা বছর ধরে জমা টাকা লুট করল দুষ্কৃতীরা। এদিন এনিয়ে মাদারিহাট থানায় লিখিত অবিযোগ জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় কৌশিক দত্তের বক্তব্য, 'এর আগে হনুমান মন্দিরেও চুরি হয়েছিল। আমরা তদন্ত দাবি করছি।' স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে একটি চাদর উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের সন্দেহ, নিজেকে চাদরে ঢেকে মন্দিরে হানা দেয় চোর।

আরেক বাসিন্দা সঞ্জীব দাসের অভিযোগ, 'শিশুবাড়িতে মাঝে মাঝেই চুরির ঘটনা ঘটছে। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ না করলে সাধারণ মানুষ চোর ধরতে পথে নামবে।'

১৫ জুন রাতে শিশুবাড়ি হাটে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দরজার তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা করা হয়। ২২ মে শিশুবাড়ি হাটে তালা ভেঙে এবং বেড়া কেটে ২টি দোকানে চুরি হয়।

শিশুবাড়িতে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন হাট। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে পাঁচদিন খালি পড়ে থাকে হাটের জায়গা। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাটশেড এবং বন্ধ দোকানের বারান্দায় সন্ধ্যার পর থেকে মদের আসর বসে। নেশার আসরের সঙ্গে এলাকায় অসামাজিক এবং বেআইনি কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়া সম্পর্কিত বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

মন্দিরে চুরির ঘটনার পর মঙ্গলবার স্থানীয়রা শিশুরবাড়িতে পুলিশি নজরদারি দাবি জানান। তদন্ত করে মন্দিরে চুরির দ্রুত কিনারা এবং এলাকায় নজরদারির আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

পচাগলা দেহ

পলাশবাড়ি, ৭ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলতোর্ষা নদীর ধারে একটি পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। ঘাটপাড়ের উত্তরদিকে এই নদীর চর থেকেই মহাসড়কের জন্য ডাম্পারে করে মাটি সংগ্রহ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এদিন ডাম্পারের চালকরাই নদীর ধারে ওই দেহটি দেখতে পান। খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এলাকায় পৌঁছোয়। তারপর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, দেহ শনাক্ত করা যায়নি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

র‍্যাশন ডিলারকে ঘিরে উত্তেজনা ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : একবার, দু'বার নয়, অনেকবার নিম্নমানের র‍্যাশনের চাল দিয়েছিলেন ডিলার। এলাকার লোক বলে প্রত্যেকবারই কিছু বলেননি ফালাকাটা পুরসভার যাদবপল্লির বাসিন্দারা। তারপরও ওই র‍্যাশন ডিলার 'শোধরাননি'। মঙ্গলবার খাওয়ার অযোগ্য চাল বিলি করছিলেন ডিলার যমুনা তালুকদারের ছেলে বিকাশ তালুকদার। ক্ষুব্ধ স্থানীয় মহিলারা তাঁকে ঘিরেই বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। যদিও এদিন উপভোক্তারা নিম্নমানের চাল আর নেননি।

স্থানীয় বয়েজ ক্লাবের মাঠে দুয়ারে র‍্যাশনের শিবির হয়েছিল এদিন। সেখানে র‍্যাশন সামগ্রীর অবস্থা দেখে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। এলাকার বাসিন্দা দীপালি বিশ্বাস বললেন, 'এর আগেও ওই ডিলার নিম্নমানের চাল সহ র‍্যাশন সামগ্রী দিয়েছিল। আমরা তাঁকে ভালোভাবে সতর্ক করে দিই। কিন্তু তার পরেও এদিন খাওয়ার অযোগ্য চাল বিতরণ করছিলেন। এলাকার মহিলারাই প্রতিবাদ করেন। আমরা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ করেছি। আমাদের দাবি, উন্নত গুণগতমানের চাল দেওয়া হোক।'

একই কথা বললেন আরেক উপভোক্তা বিউটি সাহা গোপ। তাঁর দাবি, 'সরকারি স্লিপে লেখা ৪২ টাকা কেজির চাল আমাদের দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওই চালের দাম কেজিপ্রতি ২০ টাকাও হবে না। যতদিন না ভালো মানের চাল দেওয়া হবে, ততদিন আমরা র‍্যাশন সামগ্রী নেব না।'

স্থানীয় উপভোক্তারা জানিয়েছেন, এরকমটা শুধু এদিন হয়েছে, তা নয়। এর আগেও একাধিকবার নিম্নমানের চাল দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি র‍্যাশন ডিলারকে জানানোর পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বিষয়টি বিডিও, খাদ্য দপ্তর সব জায়গায় জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি।

বাধ্য হয়ে এদিন তাঁরা দুয়ারে র‍্যাশন দোকানের সামনেই বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করে। পুলিশের তরফে জানানো হয় তাদের লিখিত অভিযোগ জমা করতে। পুলিশের কথামতো উপভোক্তারা শান্ত হলেও এদিন তাঁরা র‍্যাশন সামগ্রী নেননি। বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা ব্লক খাদ্য আধিকারিক পিন্টু ঘোষকে ফোন করা হলেও তিনি তোলেননি। ফলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অন্যদিকে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ডিলার অসুস্থ রয়েছেন, তাই এদিন র‍্যাশন বিলি করেন তাঁর ছেলে। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দায় অস্বীকার করে বলেন, 'ডিস্ট্রিবিউটার যে ধরনের চাল দিয়েছে, সেটাই বিলি করেছি। কারও চালের মান নিয়ে অভিযোগ থাকলে খাদ্য দপ্তরে জানাক।'

নিম্নমানের র‍্যাশন সামগ্রী নিয়ে বিক্ষোভ ফালাকাটায়।

- এর আগেও ওই ডিলার নিম্নমানের চাল সহ র‍্যাশন সামগ্রী দিয়েছিল
- উপভোক্তারা তাঁকে একাধিকবার সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি
- এদিন নিম্নমানের চাল বিলি করা হলে প্রতিবাদ জানান মহিলারা

টোটো চুরিতে পুলিশের জালে তিন

মাদারিহাট, ৭ জুলাই : পুলিশের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে একটি টোটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাদারিহাট থানার পুলিশ। প্রত্যেককে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত বাসুরা মুন্ডা, সঞ্জীব মুন্ডা এবং শুক্রা মুন্ডা মাদারিহাটের পূর্ব খয়েরবাড়ি হলং রেলগেট এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে আগেই শিশুবাড়ির কাছে মিল চৌপথির একটি গলি থেকে চুরি যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

গত ৩ জুলাই খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা আশিস দাস তাঁর বাবার টোটো নিয়ে মাদারিহাটে

তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মাদারিহাট থানার পুলিশ।

এসেছিলেন। অভিযোগ, এশিয়ান হাইওয়ের ওপরে কেন টোটো চালানো হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে আশিসের পথ আটকান দুজন। এরপরই তাঁরা এক হাজার টাকা জরিমানা দাবি করেন। জরিমানা না দিলে টোটো থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। জরিমানা মেটানোর জন্য আশিস টোটোটি দাঁড় করিয়ে টাকা জোগাড় করতে যান। ফিরে এসে দেখেন টোটোটি আগের জায়গায় নেই। আশিস তাঁর বাবা বিপ্লব দাসকে পুরো বিষয়টি জানালে তিনি মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

অন্যদিকে, সোমবার রাতে মাদারিহাট থানা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে টোটোপাড়া মোড়ের কাছে জোড়া চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি হওয়া টাইলসের দোকানের মালিক চন্দন বণিকের দাবি, ‘টিনের চাল কেটে দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।’ এদিকে, চুরি যাওয়া মুদির দোকানের মালিক প্রবীর দাস জানিয়েছেন, তাঁর দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্সে থাকা বেশ কয়েকটি ভুটানের কারেন্সি নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি মাদারিহাট এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে নেশায় আসক্ত হয়ে, নেশার সামগ্রী কেনার টাকা জোগাড় করতেই অনেক তরুণ চুরির পথ বেছে নিচ্ছে।

চারদিনের হেপাজত বিশুর

দিনহাটা, ৭ জুলাই : শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের তিনদিনের জেল হেপাজত শেষে মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। এদিন বিচারক তাঁকে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রথমে মালদা থেকে গ্রেপ্তার হন বিশু। তখন আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হেপাজতে নেওয়ার পর থেকেই তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল, তারপর কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি চিকিৎসার জন্য ৭ দিন সেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এরপর বিচারক বিশুর শারীরিক অবস্থার ব্যাপারটি বিবেচনা করে তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন সেই মেয়াদ শেষ হলে বিচারক তাঁর চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দ্যাখো আমিও পারি।। মঙ্গলবার কোচবিহার শহর লাগোয়া তোর্ষা নদীতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

হাতির তাণ্ডবে তছনছ সবজিখেত

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : এবার হাতির তাণ্ডব শুরু হল ফালাকাটার কুঞ্জনগরে। সোমবার রাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চলের প্রায় দশটি দাঁতালের একটি পাল কুঞ্জনগরে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। এতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় সবজি চাষের। বিঘার পর বিঘা জমির পটল, গ্যারা, ঝিঙেখেত লন্ডভন্ড হয়েছে। এখন বর্ষাকাল। জল জমায় অনেকের সবজিখেত নষ্ট হচ্ছে। তার মধ্যেও কুঞ্জনগরের কৃষকদের একাংশ সবজিখেত রক্ষা করছিল। চাহিদা থাকায় সবজির বাজারদরও ভালো। কিন্তু হাতির হানায় যেন বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল কৃষকদের।

চিন্তায় কৃষকরা

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত সবজিখেত। ফালাকাটার কুঞ্জনগরে।

জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগর বিটের জঙ্গল থেকেই হাতিগুলি গ্রামে ঢোকে। বন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিটের এক আধিকারিক বলেন, ‘হাতির একটি পাল লোকালয়ে ঢুকেছিল। সেই পালে প্রায় দশটির মতো হাতি ছিল। এমনিতে ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়নি। কিছু সবজিখেতের ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দেখে আসা হয়েছে। কৃষকরা আবেদন জমা দিলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের কুঞ্জনগরে সবজির চাষ হয়। এখানকার সবজি ফালাকাটা কৃষক বাজারেই বিক্রি করেন চাষিরা। বর্ষায় সবজির বাজারদরও ভালো থাকে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে হাতির হানায় সবজিখেতের ক্ষতি হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা। হাতির হানায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দীনেশ সেনের। তার দু'বিঘা পটল ও দু'বিঘার মতো গ্যারাখেত লন্ডভন্ড হয়েছে। এসব সবজির চাষ করা হয় মূলত বাঁশের মাচায়। দীনেশের কথা, ‘আমরা কৃষিকাজ করেই চলি। আমার পটল ও গ্যারাখেতের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তো বন দপ্তর দেবে না।’

সুশান্ত ঘোষের দেড় বিঘা জমির ঝিঙে, সুবোধ বিশ্বাসের এক বিঘা জমির ঝিঙে ও এক বিঘা জমির গ্যারা, সুভাষ দত্তের এক বিঘা জমির পটলখেতেও হাতির পাল তাণ্ডব চালায়। বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রশ্ন তুলেছেন। সুশান্তের অভিযোগ, ‘জঙ্গল থেকে যখন হাতি বের হয় তখনই যদি আটকে দেওয়া যায় তাহলেই তো আমাদের এত বড় ক্ষতি হয় না। বনকর্মীদের গাফিলতির জন্যই এই ক্ষতি হল।’ এই এলাকায় আগেও হাতির আনাগোনা ছিল। তাই গ্রামবাসীদের দাবি, এখানে হাতির প্রতি নজরদারির জন্য বন দপ্তরের তরফে একটি ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হোক। ক্ষতিগ্রস্ত আরেক চাষি সুবোধের বক্তব্য, ‘জঙ্গল লাগোয়া অনেক গ্রামেই বন দপ্তর কংক্রিটের ওয়াচটাওয়ার তৈরি করে দেয়। তাই আমাদের এখানেও ওরকম টাওয়ার তৈরির দাবি দীর্ঘদিন থেকেই করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও সেই দাবি পূরণ হয়নি। টাওয়ার থাকলে আমরাই রাত জেগে পাহারা দিয়ে হাতির ওপর নজরদারি রাখতে পারব।’ বন দপ্তর অবশ্য টাওয়ারের দাবির বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

বড় মাথারা নয় কেন, প্রশ্ন বিজেপিতে

গ্রেপ্তার শুধু চুনোপুঁটিরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ভোটের আগে বিজেপি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, তারা ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিতে জড়ানো তৃণমূলের বড় মাথাদের গ্রেপ্তার করা হবে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন জায়গায় সেইমতো গ্রেপ্তারি চলছেও। কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলায় ছবিটা আলাদা। এখানেও গ্রেপ্তারি চলছে বটে, তবে দেখা যাচ্ছে ঘাসফুল শিবিরের বড় মাথারা নয় বরং চুনোপুটিরাই জালে ধরা পড়ছে বেশি। এসব নিয়েই এখন জোর জল্পনা চলছে বিভিন্ন আড্ডার ঠেকে। চায়ের কাপে তুফান উঠছে।

‘উদয়ন গুহর পরিস্থিতি তো খারাপ। আমাদের আলিপুরদুয়ারের নেতাদের কী হবে? আদৌ কি ধরা পড়বে কেউ? যারা দুর্নীতি করল তাদের কী হবে?’ মঙ্গলবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড়ে একটি প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানের বাইরের আড্ডায় এই আলোচনাই চলছিল। দোকানদারও তাতে টুকটাক মন্তব্য করছিলেন। একজনের তত্ত্ব, যেহেতু অন্যান্য জেলার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপির ফল বেশি ভালো, তাই এই জায়গায় ধরপাকড় হবে সবার শেষে। আরেকজনের সরস মন্তব্য, ‘জেলে এত ভিড় যে আর নেতাদের রাখার জায়গা নেই। তাই হয়ত কাউকে ধরছে না।’ তবে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, বিজেপির নীচুতলার কর্মীদের মধ্যেও কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন চলছে।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কিংবা অঞ্চল ও বুথ স্তরে কিছু গ্রেপ্তারি হয়েছে জেলায়
- প্রকাশ চিকবড়াইক, সঞ্জিত ধর, প্রসেনজিৎ কর, সৌরভ চক্রবর্তীর মতো নেতাদের নামে আগে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে
- বড় নেতারা বাদ পড়ায় কেউ কেউ সেটিংয়ের তত্ত্ব তুলছেন

একটু সময় দিন। যাঁরা দুর্নীতি করেছে তাঁরা ধরা পড়বেন এবং শাস্তি পাবেনই। কাউকে রেয়াত করা হবে না। কেউ যদি ভেবে থাকেন পদ ছেড়ে বা দল ছেড়ে বেঁচে যাবেন সেটা হবে না।

মনোজ টিগ্গা সাংসদ, আলিপুরদুয়ার

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কিংবা অঞ্চল ও বুথ স্তরে কিছু গ্রেপ্তারি হয়েছে জেলায়। বড় নেতারা বাদ পড়ায় কেউ কেউ সেটিংয়ের তত্ত্ব তুলছেন। তৃণমূলের বেশিরভাগ বড় নেতাদের নামে কোনও অভিযোগই হয়নি বলে খবর। কয়েকজন নেতাদের নামে অভিযোগ হলেও তাঁরা ধরা পড়ছেন না।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার কথায়, ‘একটু সময় দিন। যাঁরা দুর্নীতি করেছে তাঁরা ধরা পড়বেন এবং শাস্তি পাবেনই। কাউকে রেয়াত করা হবে না। কেউ যদি ভেবে থাকে পদ ছেড়ে বা দল ছেড়ে বেঁচে যাবেন সেটা হবে না। শাস্তি পেতেই হবে।’

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতার নামে অভিযোগ করা হচ্ছে এবং গ্রেপ্তারি শুরু হয়েছে নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর থেকেই। কারও নামে নতুন করে অভিযোগ করা হচ্ছে, কারও নামে আবার পুরোনো অভিযোগগুলো খুঁজে বের করা হচ্ছে। বিজেপির নেতাদের কথাতেই যে বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে ওই কাজ হচ্ছে সেটা স্পষ্ট। তবে প্রশ্ন উঠছে যে নির্বাচনের আগে বা তৃণমূল সরকার থাকার সময় বড় বড় নেতাদের নামে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে, সেসবের কী হবে?

তৃণমূল বড় নেতাদের মধ্যে প্রকাশ চিকবড়াইক, সঞ্জিত ধর, প্রসেনজিৎ কর, বিপ্লব নার্জিনারি, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, অনুপ দাস, সৌরভ চক্রবর্তী, দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন দে, সঞ্জয় দাস, সাজিদ আলম সহ বিভিন্ন নেতার নামে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন বিজেপির নেতারা। বিভিন্ন সরকারি কাজে দুর্নীতি, টেন্ডারে প্রভাব খাটানো, পিএফ-এ দুর্নীতি, তোলাবাজি বা তাতে মদত দেওয়া, মারামারি, মিথ্যা মামলা দেওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। তারপরেও কেউ ধরা না পড়ায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সেসব ভুয়ো অভিযোগ ছিল?

‘মাথায় বন্দুক’

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : এক পুলিশকর্মীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠল পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী প্রকাশ রায়ের অনুগামী নান্টু রায় সহ সাতজনের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সাল থেকে ঘটনার সূত্রপাত। মঙ্গলবার সেই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ করেন শুভঙ্কর রায় নামে ওই পুলিশকর্মী।

তাঁর অভিযোগ, ‘তৃণমূলের কয়েকজন প্রভাবশালী আমাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখাত। এতদিন পেশাগত কারণে চুপ ছিলাম। তবে এখনও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই আমার ও আমার পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় অভিযোগ করেছি।’ আগ্নেয়াস্ত্র সহ প্রকাশ রায়কে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। এপ্রসঙ্গে মূল অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিহত নেতার পরিবারের সদস্যরা।

গণপ্রহারে জখম তৃণমূল নেতার মৃত্যু

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ জুলাই : ভোটপরবর্তী হিংসার জেরে মহিষকুচি-২ অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সহ সভাপতি জাহানউদ্দিন আহমেদ প্রাণ হারালেন। ১৭ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মঙ্গলবার ভোরে নিজের বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে জড়িত থাকার অভিযোগে মাসখানেক আগে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। গত ২১ জুন স্থানীয় একটি পাম্পহাউস থেকে টেনে বের করে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, পাম্পহাউস থেকে জাহানউদ্দিনকে টেনেহিঁচড়ে বের করে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা পুলিশের সামনেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ প্রথমে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ওই তৃণমূল নেতাকে তুফানগঞ্জ, কোচবিহার এবং পরে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসার বিপুল খরচ জোগাতে না পেরে সোমবার রাতে ওই তৃণমূল নেতাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। মঙ্গলবার ভোরে বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবার অভিযোগ দায়ের করলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিজেপি অভিযোগ মানতে চায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকলা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জাহানউদ্দিনের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও বাড়ি ভাঙচুরের মতো গুরুতর অভিযোগ ছিল। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যে জমিতে সরকারি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) পাম্পহাউসটি অবস্থিত, সেটি একসময় জাহানউদ্দিনেরই ছিল। তাঁর দুই ছেলেকে চাকরি দেওয়ার শর্তে রিজার্ভার তৈরির জন্য ওই জমিটি তিনি সরকারি দপ্তরে দান করেছিলেন। পাম্পহাউসের দুটি ঘরের একটিতে যন্ত্রপাতির কাজ চলত এবং অন্যটিতে কর্মীরা থাকতেন। গা-ঢাকা দেওয়ার জন্য তিনি এই জায়গাটিকেই নিরাপদ মনে করেছিলেন। সেখানে কোনও চৌকি না থাকলেও ওই তৃণমূল নেতা সেখানে মাদুর পেতে ঘুমাতেন। বেশ নিভৃতেই তাঁর দিন কাটছিল। স্থানীয়দের দাবি, জাহানউদ্দিনের স্ত্রী রোজ বালতিতে করে গোরুর খাবার হিসেবে খোল বিচালি নিয়ে যেতেন। দীর্ঘদিন কেউ বিষয়টি টের পাননি। তবে কয়েকদিন আগে জাহানউদ্দিনের স্ত্রীকে বালতি হাতে পাম্পহাউসের দিকে যেতে দেখে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ জাগে। সেই সূত্রেই একদল মানুষ ২১ জুন ও পাম্পহাউসে হানা দেয়। অভিযোগ,

- তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সহ সভাপতি জাহানউদ্দিন আহমেদ গণপ্রহারের শিকার হয়েছিলেন
- সরকারি পাম্পহাউসে লুকিয়ে থাকার সময় ২১ জুন তিনি গণপ্রহারের শিকার হন
- মঙ্গলবার তিনি মারা যান, পরিবার বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেও পদ্ম শিবির মানতে চায়নি

পাম্পহাউসের তালা ভেঙে তাঁকে বাইরে বের করে আনার পর পুলিশের উপস্থিতিতেই ওই তৃণমূল নেতাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়।

মৃতের স্ত্রী মোসলেমা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির কর্মীরা বাড়িতে এসে হামলা চালিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি সংলগ্ন পাম্পহাউসে আশ্রয় নিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। স্বামীকে সেই পাম্পহাউস থেকে বের করে বিজেপি কর্মীরা মারধর করেছে। ওদের শাস্তি চাই।’ মৃতের দাদা রসিমউদ্দিন আহমেদ বললেন, ‘ভাই কোনও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিল না। প্রাণ দিয়ে তৃণমূলকে ভালোবাসত। আমরা খুনের অভিযোগ দায়ের করব।’

তাদের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠলেও পদ্ম শিবির তা মানতে চায়নি। দলের তুফানগঞ্জ বিধানসভা ইনচার্জ উজ্জ্বলকান্তি বসাকের কথায়, ‘যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে তৃণমূল নেতা জাহানউদ্দিন আহমেদ ২০২১ সালে বিধানসভায় ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মীদের মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত ছিলেন। জনরোষের হাত থেকে বাঁচতে উনি পাম্পহাউসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি জনরোষেরই শিকার হন।’

পরপর দুর্ঘটনা ৩১সি জাতীয় সড়কে

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ৩১সি জাতীয় সড়ক যেন দিন-দিন ‘মৃত্যু সরণি’ হয়ে উঠছে!

মঙ্গলবার ভোররাতে একটি চারচাকার গাড়ি জাতীয় সড়কের পাশে, পুঁটিমারি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় প্রদীপকুমার সিং নামে এসএসবি-র এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীব বর্মন বলেন, ‘ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই জওয়ানের।’ জানা গিয়েছে অসমের রঙ্গিয়া থেকে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন প্রদীপকুমার সহ আরও তিনজন। গুরুতর আহত অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে এই নিয়ে একাধিকবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৩১সি জাতীয় সড়কে। ফেব্রুয়ারি মাসে পুঁটিমারি এলাকাতেই দ্রুতগতির একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারালে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন চার বন্ধু। ঘটনাস্থলে তাঁদের মধ্যে তিন তরুণের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একজনের চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার বিনয় পাল নামে বছর তেইশের ওই তরুণেরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

এছাড়াও পুঁটিমারি সংলগ্ন হাই রোড চৌপথি এলাকায় রবিবার শিবচতুর্দশীর রাতে হরিকান্ত বর্মন নামে আরেক তরুণের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। সোমবার রাতে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে। জয়ন্তী থেকে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে ওই এলাকাতেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে তরুণের মৃত্যু হয়েছিল।

রাজ্যপালকে দাবি উপাচার্যর

কোচবিহার, ৭ জুলাই : ডুয়াল ডিগ্রি কোর্স চালু, ব্লেন্ডেড লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের আধুনিকীকরণ, ছাত্রীদের হস্টেল সমস্যার সমাধান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবিকে জানালেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু।

সম্প্রতি রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেই বৈঠকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মনোন্নয়ন, শূন্যপদে নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে জানান উপাচার্য। তিনি বলেন, ‘রাজ্যপাল আমাদের বৈঠকে ডেকেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান, গবেষণা ক্ষেত্রে সাফল্য এবং সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরেছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ব্লেন্ডেড লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব থাকলেও তার পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন প্রয়োজন। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুয়াল ডিগ্রি কোর্স চালু করার বিষয়েও আবেদন জানান তিনি। তবে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মীসংকটে ভুগছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সবমিলিয়ে প্রায় ৩০ জন আধিকারিক থাকার কথা থাকলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, ডিন স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, গ্রন্থাগারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারের মতো একাধিক প্রশাসনিক পদে আধিকারিক নেই।

বারবার স্বামীর কবরের পাশে

বুল নমদাস

শীতলকুচি, ৭ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে। কিছুক্ষণ আগে থেকেই আকাশের মুখ ভার। ঘন কালো মেঘে চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই তাঁর নেই। মৃত স্বামীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেই যাচ্ছিলেন আসেদা খাতুন। স্বামী মন্টু মিয়াঁর এভাবে মৃত্যু যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন জনাকয়েক প্রতিবেশী। তাঁদেরই একজন জয়নাল আবেদিনের কথায়, ‘মন্টু এভাবে চলে যাওয়ায় আসেদার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। ঘরে ওর মন টিকছে না। দিনে যে কতবার স্বামীর কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থা কীভাবে কাটিয়ে উঠবে তা ওপরওয়ালাই জানেন।’ ভেজা গলায় আসেদা শুধু বললেন, ‘সব শেষ হয়ে গেল।’

শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর সিঙ্গিমারি বুথের বাসিন্দা মন্টু মিয়াঁ পেশায় গোরুর ডাঙ্গোয়াল ছিলেন। এলাকায় সিপিএম কর্মী হিসাবে পরিচিতি ছিল। হাটে হাটে কেনা গোরু মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যা আয় হত তা দিয়েই কোনওরকমে দিন কাটত পরিবারের। গত শনিবার দিনভর নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে চানঘাট এলাকায় খুটামারা নদী থেকে তাঁর

স্বামীর কবরের পাশে স্ত্রী আসেদা। শীতলকুচির নগর সিঙ্গিমারিতে।

মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যদের ধারণা, এটা জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা নয়। তাঁকে খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

স্ত্রী ও সাড়ে আট বছরের এক কন্যাসন্তানকে নিয়ে মন্টু শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। মন্টুর শ্বশুর তড়িৎ মিয়াঁ ও শ্যালক আসিদুল মিয়াঁর বক্তব্য, মুখ ও শরীরের একাধিক অংশে সন্দেজনক লক্ষণ নজরে পড়েছে। তাঁকে কেউ খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবে কারা এ কাজ করতে পারে সেব্যাপারে তাঁদের কোনও ধারণাই নেই। প্রতিবেশী আলিমুদ্দিন মিয়াঁও মনে করছেন, ‘মন্টুর মৃত্যু জলে ডোবার কারণে হয়নি। তাকে খুন করা হয়েছে।’

বিশেষভাবে আসেদারও দাবি, তাঁর স্বামীকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বামীর মৃত্যুর কারণ খুঁজে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন আসেদা। একই দাবি স্থানীয় আরও অনেকেরই।

মন্টু নিখোঁজ হওয়ার পর শনিবার থেকেই কার্যত ওই বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। মঙ্গলবার ওই বাড়িতে এসেছিলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ দলের একাধিক নেতা। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে মীনাক্ষী বলেন, ‘পরিবারের সদস্যরা মনে করছেন মন্টুকে খুন করা হয়েছে। সরকার পালটালেও পশ্চিমবঙ্গে খুন ও ধর্ষণের রাজনীতি বন্ধ হয়নি।’

শীতলকুচি বাজার থেকে পশ্চিমদিকে পাকা রাস্তা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একাধিক বাঁকা মাটির কাদা রাস্তা পেরিয়ে একেবারে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মন্টু মিয়াঁর বাড়ি। কয়েক হাত দূরেই কাঁটাতারের বেড়া। ঢিলছোড়া দূরত্বেই বিএসএফের ফুলবাড়ি সীমান্তচৌকি। কাঁটাতারের বেড়ার সামান্য দূরেই এখন মন্টুর কবরস্থান। সেখান থেকেই নজরে পড়ছে বাংলাদেশের বাড়িঘর ও শস্যখেত। এদিন বিকালে বারান্দায় বসে তামাক পাতার আঁটি বাঁধছিলেন মন্টুর শ্বশুর। বাড়িতে কয়েকজন প্রতিবেশী ছিলেন। কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরেই স্বামীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর চোখের জল। সবমিলিয়ে, নীরবতা ও নিস্তব্ধতা যেন ভারী করে তুলেছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাতাস।

গো-হাটের হাল ফেরাতে বিধায়ককে আর্জি

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৭ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের ফলের আগে থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম বড় হাট অর্থাৎ সোনাপুর গো-হাটের ব্যবসায় কোপ পড়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে হাটে ব্যবসার অবস্থা খারাপ। এমনকি গাড়িতে গোরু নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নজরদারি শুরু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে থাকা এই হাটে কয়েক মাস আগেও রমরমা ব্যবসা হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। বিক্রিবাটা না হওয়ায় ব্যবসায়ীদেরও পকেটে টান পড়েছে।

এই অবস্থা বদল করতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাসের দ্বারস্থ হলেন ব্যবসায়ীরা। এদিন হাটের একটি ঘরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিধায়কের বৈঠক হয়। ব্যবসা কীভাবে ঠিক করা যায় সেই বিষয়টি দেখার

শেড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ।

জন্য বিধায়ককে অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আবার গো-হাটের বিভিন্ন শেড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগের কথাও বিধায়কের কাছে তুলে ধরে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার হাটের দিন হলেও হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র ব্যবসায়ী গোরু নিয়ে হাটে এসেছিলেন। জহিরুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘গোরু-মোষ পাচার বন্ধের জন্য প্রশাসন কড়া হয়েছে। তবে হাটে বৈধভাবে গোরু-মোষ বেচার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। এ বিষয়ে ভুল বার্তা গিয়েছে মানুষের মধ্যে। সবাই ভেবেছে হাটও মনে হয় বন্ধ।’ গো-হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবুল মিয়াঁ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছানো দরকার। সেজন্য বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।’

শেড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগে নালিশ

ব্যবসায়ীরা চাইছেন হাটের আগের ছবি ফিরুক। বৈঠকের পর বিধায়ক পরিতোষ বলেন, ‘গোরু একটি বড় সম্পদ। দীর্ঘদিন থেকে গোরু কেনাবেচা হয়ে আসছে এই হাটে। বৈধভাবে হাট চলতেই পারে। মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাওয়ায় হাটের অবস্থা খারাপ। সেটা কীভাবে ঠিক করা যায় তা দেখা হবে। হাটের উপর গ্রামের অর্থনীতি নির্ভর করে।’ এদিকে, সোনাপুর গো-হাট চলুক— সেটা যেমন অনেকেই চাইছেন, তেমনই হাটকে কেন্দ্র করে যেন গোরু-মোষ পাচারচক্র না চলে সেইদিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অনেকে। আগে এই হাটকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে অনেক পাচারকারী অবৈধ কারবার চালাত। আবার হাটের রশিদ দিয়ে পশু পাচার করাও হয়েছে। এই বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা হলে হাট নিয়ে কোনও আইনি জটিলতা তৈরি হবে না বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির উদ্যোগে ওই হাট সংস্কার করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি শেড তৈরি করার পাশাপাশি রাস্তা নির্মাণ ও সোলার লাইট লাগানো হয়। তবে সেই কাজগুলি নিয়ম মেনে হয়নি বলে এদিন বিধায়কের কাছে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা। দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

ডিম প্রসঙ্গে

এখন চর্চার কেন্দ্রে ডিম। পুষ্টিগুণের আলোচনাকে ছাপিয়ে ডিম হয়ে উঠেছে হেনস্তার হাতিয়ার। বাংলা অভিধানে যেন 'ডিম্বাস্ত্র' শব্দটি স্থান পেয়েই গেল। কত যে ডিমের অপচয় হচ্ছে এভাবে, তার হিসেব নেই। অপছন্দের লোকের ওপর হামলা চালাতে ডিম হয়ে উঠেছে কিছুটা নরম অস্ত্র। এতে তেমন আঘাত লাগে না। ক্ষতবিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ডিমে মাখামাখি হয়ে চরম অস্বস্তি হয়। প্রকাশ্যে মর্যাদাহানি তো হয়ই।

বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে এই বহুল ব্যবহারে ডিম ব্যবসায়ীদের ভাগ্যে লক্ষ্মীলাভ। ডিমের দাম একধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে। গরিবের পাতে ডিম পড়া কঠিন হয়ে উঠছে দামবৃদ্ধির কারণে। শাসক শিবির ও উত্তেজিত জনতার কাছে কদর বাড়ার বিপরীতে স্কুলের মিড-ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের খাদ্যতালিকা থেকে ডিম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সরকার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করলেও স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনের মন্তব্যে সেই আশঙ্কা অমূলক নয়।

তিনি ডিমের চেয়ে রাজমা, সয়াবিনের বেশি পুষ্টিগুণের পক্ষে সওয়াল করেছেন। সরকার না বললেও ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ায় মিড-ডে মিলে ডিম বাদ পড়ার জল্পনা শুরু হয়েছে। ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুধু কলকাতায়। যেটা পাইলট প্রজেক্ট বলা হচ্ছে। সফল হলে গোটা রাজ্যে কাজটা করবে ইসকন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠান ইসকন যে ডিম রান্না করে খাওয়াবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, পুষ্টির ক্ষেত্রে ডিমের বিকল্প আছে। নিরামিশাষীরা সেই বিকল্পগুলি গ্রহণ করে পুষ্টির সংস্থান করেন। তবে এই নিয়ে আলোচনার আগে একটা প্রশ্ন ওঠে- ভারত যেহেতু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ফলে সেখানে স্কুলের পড়ুয়াদের পুষ্টি বিধানের দায়িত্ব কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত! এধরনের প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কর্মসূচি থাকে। সেগুলিকে সামাজিক স্বার্থে স্বাগত জানাতে হয়।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্কুল পড়ুয়া ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ডিম বাদ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের খাদ্যাভাস, শিশুদের খাদ্যের ধরন, পছন্দ ইত্যাদি বিবেচনা করা উচিত। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি থেকে স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ির খাদ্যতালিকা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। গত বাজেটে রাজ্য সরকার মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়েছে। যা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এই সিদ্ধান্ত সাধুবাদযোগ্য। এতে সপ্তাহে ডিম বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়ানো ও সামগ্রিক খাদ্যের গুণ বৃদ্ধি করা যায়।

বাঙালি সংস্কৃতিতে ডিম একটি অত্যন্ত উপাদেয় খাবার। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে তো বটেই। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেদিন মিড-ডে মিলে ডিম দেওয়া হয়, সেদিন স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। সরকারি স্কুলে গরিব, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বেশি পড়ে। তাদের কাছে ডিম অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বরং রাজমার সঙ্গে তাদের তেমন পরিচিতি নেই। সয়াবিন অনেকের পছন্দের তালিকায় নেই। শিশুরা এসবের চেয়ে ডিম অনেক বেশি পছন্দ করে।

স্কুল শিক্ষামন্ত্রী যতই সওয়াল করুন, বাংলার শিশুরা রাজমা বা সয়াবিনের চেয়ে ডিমের প্রতি বেশি আসক্ত। উত্তরবঙ্গে চা বাগানে ও আদিবাসী এলাকায় গরিব পরিবারে ডিম অত্যন্ত মহার্ঘ। স্কুলে সেই ডিম খাওয়ার জন্য শিশুরা মুখিয়ে থাকে। এই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে শিশু ও স্কুলপড়ুয়াদের প্রতি অবিচার করা হবে। হেনস্তার জন্য ডিম ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে তাই পড়ুয়াদের পুষ্টি বিধানে নজর দেওয়া জরুরি। সেই পুষ্টির ব্যবস্থা করার জন্য শিশুদের পারিবারিক রীতি, ঐতিহ্য, নির্দিষ্ট খাদ্যের প্রতি আসক্তিকে বিবেচনায় রাখা উচিত।

সেই বিবেচনা না থাকলে মিড-ডে মিলের মূল উদ্দেশ্য ধাক্কা খেতে পারে। ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে রাজ্য সরকারের যদি ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

বাংলা কথাসাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা

প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে উপেক্ষা করে আজীবন নিজস্ব কক্ষপথে মগ্ন ছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার।

উর্বী মুখোপাধ্যায়

'...সাহিত্য, একটি কৌমের অবচেতনে অবগাহন করে জাতিসত্তাকে উদ্ধার করে বর্তমানের মানুষকে তার শিকড় দেয়।'

সালটা ২০০১ এর ৮ জুলাই। দক্ষিণ কলকাতার মেডিভিউ নার্সিংহোমে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রায় নীরবেই চলে গেলেন কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার। অশীতিপর অমিয়ভূষণ পাঠকের জন্য রেখে গেলেন এক বিপুল সাহিত্য সম্ভার। কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত হলেও নাটক দিয়েই লেখালেখির জগতে পদার্পণ। ১৯৪৪-এ মন্দিরা পত্রিকায় প্রকাশ পায় 'দ্য গড অন মাউন্ট সিনাই'। একই সময়ে লিখে ফেললেন 'প্রমীলার বিয়ে'র মতো গল্প। সে লেখা যে কেউ ছাপবে এমন আশা তাঁর খুব একটা ছিল না। কিন্তু সেটি প্রকাশিত হল ১৯৪৬-এ পূর্ব্বাশা পত্রিকায়। সময়কে অতিক্রম করে যাওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। একাধিক গল্প উপন্যাসে ধরা আছে তাঁর সেই আধুনিকতার ছাপ। কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন নিভৃত সাহিত্য সাধনায়। 'পপুলার' হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করেননি কোনওদিনই।

অবিভক্ত বাংলায় কোচবিহারে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের বেশ কিছুটা সময় কেটেছে পাবনার পৈতৃক বাড়িতে। এরপর জেনকিন্স স্কুল হয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স। ছোট থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য আগ্রহ। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে তাঁর রচনায়। পোস্ট মাস্টারের চাকরি গ্রহণের কিছু পরেই গৌরীদেবীকে বিবাহ করে এক প্রকার সংসার জীবনকেই রপ্ত করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পাচ্ছিলেন না মানসিক স্বস্তি। একটা অভাব তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। শুরু করলেন লেখালেখি। তাঁর একাধিক আত্মকথনমূলক রচনায় সেসব দিনের কথা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক সাহিত্যিক ট্রমা থেকে পলায়ন করতে সাহিত্য রচনা করে থাকেন। এই ট্রমা থেকে উদ্ধার পেতেই অমিয়ভূষণের 'অধিদৈবত' বা জীবনদেবতা সাহিত্য নির্মাণ করে। সাহিত্যের সংরূপ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে গিয়েছেন নিরন্তর। উপন্যাস হোক বা গল্প, তার বিষয়-ভাবনা থেকে প্রকাশভঙ্গি সবেতেই নিজস্বতার ছাপ সুস্পষ্ট।

বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগজুড়েই তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন। মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক অমিয়ভূষণ। গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু নাটক লিখেছেন, সেগুলো স্থানীয় পরিসরে অভিনীতও হয়েছিল। লিখেছেন একাধিক প্রবন্ধ, যেখানে ধরা আছে তাঁর সাহিত্যচিন্তা। সাহিত্য সৃজনের পাশাপাশি তিনি ভালোবাসতেন ছবি আঁকতে। রংতুলির নিখুঁত ব্যবহার ধরা আছে তাঁর একাধিক ছবিতে। তাঁর কথায় 'যখন লিখি না তখন ছবি আঁকি', কিন্তু ছবি শুধুই অবসর যাপন নয়, তাঁর ছবি কথা বলে- সব গল্পের দিদিমা, পাকদণ্ডি কিংবা হট অ্যাট তাসিলা যেন মূর্ত করে তোলে এক একটি কাহিনীকে।

কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধারাকে প্রবলভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন অমিয়ভূষণ। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্প প্রকাশ পেয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়। 'পূর্ব্বাশা' ও 'চতুরঙ্গ' ছাড়া তেমন কোনও নামী পত্রিকায় তাঁকে লিখতে দেখা যায় না। জীবদ্দশায় অনেক লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অসমাপ্ত অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায় আজও। অমিয়ভূষণের জন্মশতবার্ষিকী অতিক্রান্ত। সামান্য কিছু আলাপ আলোচনা ও কয়েকটি সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যা বাদ দিলে অমিয়ভূষণের সাহিত্য আজও অনেকাংশে উপেক্ষিতই। তবে মৃত্যুর পর তাঁর রচনাসমগ্র (এগারো খণ্ডে, দে'জ পাবলিশিং থেকে) প্রকাশিত হওয়ায় বিদ্যায়তনিক স্তরে অমিয়ভূষণ-চর্চা খানিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আত্মাভিমানী এই সাহিত্যিক আজীবন কোচবিহারে নিজ বাসভবনেই নিরলস সাহিত্যচর্চা করে গিয়েছেন। একরোখা রাশভারী এই মানুষটির কাছে পৌঁছোনো খুব সহজ ছিল না কোনওদিনই। একাধিক সাক্ষাৎকারে ধরা পড়ে তাঁর সেই আভিজাত্য বোধ। প্রকাশ হয়ে পড়ে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাঁর উদাসীনতা, যা সবসময় যে খুব সুখপাঠ্য এমন নয়। মাঝেমধ্যেই তা জন্ম দেয় একাধিক বিতর্কের। তবু তিনি সবার মধ্যে আলাদা। সবকিছুর উর্ধ্বে অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, যা পাঠকের মনে সঞ্চার করে এক গভীর বিস্ময় বোধ। তাঁর প্রতিটি বাক্য, শব্দচয়ন সুচিন্তিত। বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটতে দেখা যায় তাঁর রচনায়। পাঠককে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যখন সে দেখে সমাজের নীচুতলার ব্রাত্য সান্দার গোষ্ঠীর মেয়ে সুরো, কৃষক রামচন্দ্র আর ভগ্ন জমিদারির বাহক সান্যাল মশায়ের মতো চরিত্রদেরকে গড় শ্রীখণ্ড নামক উপন্যাসে এক ছাতার তলায় এনে উপস্থিত করলেন। দেশভাগের পটভূমিতে প্রকাশিত হল প্রথম উপন্যাস 'গড় শ্রীখণ্ড'। পাঠকমাত্রই আকৃষ্ট হলেন সে লেখার বাঁধুনির প্রতি। এরপর আর থেমে থাকেনি তাঁর কলম। লিখে ফেললেন 'নয়নতারা' ও 'রাজনগর'-এর মতো উপন্যাস। পাঠক আবারও স্তম্ভিত হয়ে দেখল কী অনবদ্য সে নির্মাণ। উনিশ শতক, পরাধীন ভারত, ইংরেজ শাসনের প্রেক্ষাপটে দেশীয় ভূস্বামীদের অবস্থান তাঁর চেতনার জগৎ পাঠককে নিয়ে যায় এক অন্য লোকে। 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার, সমতট পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন লেখক। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্কিম পুরস্কার প্রদান করে। কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে।

'উপন্যাস হল কালচারড ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি যে অধুনা ঘর হারিয়েছে'- এহেন ভাবনা যাঁর সাহিত্যের ভিত্তি, তাঁর সাহিত্য যে পৃথক ঘরানার জন্ম দেবে এ আর নতুন কী! বহু চিন্তা-চেতনা ও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার এক নিখুঁত দৃশ্যপট পাঠক উপহার পেল। সূচনা পর্ব থেকেই অমিয়ভূষণ তাঁর লক্ষ্যে অবিচল। তাই রচনাকৌশল থেকে শুরু করে ভাষাবোধ, চরিত্রের উপস্থাপনা কোথাও একবিন্দু শিথিল হতে দেখা যায় না। উদ্বাস্তু জীবন ও উদ্বাস্তু মনের ছবি ফুটে উঠল 'নির্বাস'-এর পাতায়। নদী যেমন তাঁর নিজের ছন্দে বয়ে চলে, অমিয়ভূষণের উপন্যাস ও গল্পের চরিত্ররাও যেন সেভাবেই উপস্থিত হয় আখ্যানে। ভাষা দিয়ে দৃশ্যপট নির্মাণের অদম্য উৎসাহ প্রত্যক্ষ করল পাঠক। কোথাও একবিন্দু উচ্চকিত নয় তার প্রকাশ।

বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনায় অমিয়ভূষণ মজুমদার এক ব্যতিক্রমী ও কালজয়ী নাম। কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক লেখনীধারাকে উপেক্ষা করে আজীবন কোচবিহারে বসেই নিভৃত সাহিত্যসাধনা করে গিয়েছেন এই আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চা, ভাষা ও সংস্কৃতি যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা অনন্য। তবে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত এই প্রবাদপ্রতিম স্রষ্টা বহুলাংশে উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছেন। আজ তাঁর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বিদ্যায়তনিক স্তরে এবং মননশীল পাঠকসমাজে নতুন করে অমিয়ভূষণ চর্চার বিস্তার, গভীরতর বিশ্লেষণ এবং সঠিক মূল্যায়ন আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি হয়ে পড়েছে।

উত্তরবঙ্গ তাঁর বিচরণভূমি। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মানুষের জীবনযাপন, তাঁদের চাওয়াপাওয়া, ভাষা-সংস্কৃতির নানা রূপ ধরা পড়ল 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'দুখিয়ার কুঠি' কিংবা 'বিনদনি'র মতো উপন্যাসে। পাঠক চমকে উঠলেন 'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী' কিংবা 'বিবিক্তা'র মতো উপন্যাসের বিষয় ভাবনায়। 'মদু সা সাতিশয় হারামজাদা ছিল'- এমন বাক্যে যে উপন্যাসের সূচনা, সেই মধু সাধুখাঁ নদীপথে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই বহমান নদীর স্রোতে ইতিহাসের গল্প বলে যায়। পাঠক বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে মধু সা-কে। স্থানীয় ভাষার ধল্লা নদী বা ধরলা পেরিয়ে মধু পাড়ি দেয় কামতাপুরের উদ্দেশে। এটাই তার প্রথম নৌকাযাত্রা নয়; ছবির মতো ভেসে ওঠে মধুর নৌকাযাত্রা- ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র হয়ে ধরলা, মানসাই, তোর্সা, চিলাপাতার বাঁধানো খাল বেয়ে বহুবার এগিয়ে গিয়েছে মধুর নৌকা। এ যেন এক টুকরো উত্তরবঙ্গ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু উপন্যাস কেন গল্পের প্লট নির্মাণেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ বহন করে একাধিক গল্প- 'তাঁতীবউ', 'দুলারহিনদের উপকথা' কিংবা বিদেশের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' বা 'অ্যাভলনের সরাই' পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে এক সম্ভ্রমের বোধ।

সমাজসচেতন অমিয়ভূষণ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সবকিছু বলে চলেন। কোথাও কোনও বাড়তি কথা নেই। রাজনীতি এসেছে তাঁর উপন্যাসে, কিন্তু তা আখ্যানে প্রবাহিত হয়েছে ফল্গুধারার মতো। নরনারীর প্রণয়, যৌনতা কোথাও উচ্চকিত নয়, বরং তার প্রকার, তার উপস্থাপন অনেক বেশি আধুনিক। তাঁর ভাষা চয়ন অত্যন্ত সংযত, দৃঢ়। অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা, আধুনিকমনস্ক। উপন্যাস তার ভাষা সঙ্গে নিয়েই জন্মায়- এই বোধে উত্তীর্ণ হন তাঁর রচনার পাঠক। সচেতন মনোজ্ঞ পাঠক তাঁর রচনার গভীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে; একাধিক পাঠের মধ্য দিয়ে পরতে পরতে উন্মোচিত হয় তার আখ্যানভাগ। বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী সাহিত্যধারার একজন হিসেবে অমিয়ভূষণ নিজের জায়গা সুনিশ্চিত করতে পেরেছেন। আজ তাঁর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে একজন অমিয়-গবেষক হিসেবে আমি আশাবাদী, আগামীদিনে অমিয়ভূষণ চর্চা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাঁর রচনাশৈলী চিন্তন সাহিত্য পাঠককে ভাবিয়ে তুলবে, উন্মোচিত হবে গভীরতর পাঠ-বিশ্লেষণ।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক)

আজ

১৯১৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৭২

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মেছিলেন আজ।

আলোচিত

লাল রং বিপদের প্রতীক। নীল-সাদা চুরির প্রতীক। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। আমরা রাষ্ট্রবাদী। তাই দেশের কথা ভেবে ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া রংকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে যত সরকারি বাস কেনা হবে, তার রং গেরুয়া। এখন অ্যাপলও গেরুয়া রংয়ের মোবাইল বিক্রি করছে। বুঝতে পারছেন তো! রামরাজ ফির আয়েগা, গেরুয়াধারী আয়েঙ্গে।

- অর্জুন সিং

ভাইরাল/১

ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে দর্শনের ইচ্ছা ছিল তামিলনাড়ুর বৃদ্ধার। তাই ১১৬ বছর বয়সে ৩,৫৫০টি সিঁড়ি ভেঙে ১১ কিলোমিটার পথ হেঁটে মন্দিরে পৌঁছোন। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য বিশেষ ভিআইপি দর্শনের ব্যবস্থা করেছিল।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে ট্রাকচালকের কাছে লিফট চেয়েছিলেন এক সাব-ইনস্পেক্টর। টোল প্লাজায় নেমে যান পুলিশকর্মী। পরে চালক টের পান তাঁর ২০ হাজার টাকা উধাও। ১৩ কিলোমিটার তাড়া করে ওই অফিসারকে উত্তমমধ্যম দিয়ে টাকা উদ্ধার করেন।

জনমন

জনমত

ফ্রি বাস পরিষেবায় খামতি অনেক

নতুন রাজ্য সরকার মহিলাদের সরকারি বাসভাড়া ফ্রি করে দেওয়ার পর ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কোচবিহার-তুফানগঞ্জের নিত্য বাসযাত্রীদের।

এক, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাসের সাংঘাতিক অপ্রতুলতা। আগে ১৫ মিনিট অন্তর বাস মিলত। এখন প্রায় আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট অন্তর একটা বাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে যে সময় নিত্যযাত্রীরা অফিসে যান এবং ফেরেন এবং বিভিন্ন কাজে মানুষকে বেরোতে হয়, ঠিক সেই সময়ই বাসের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। স্বভাবতই সেই বাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়। উপরন্তু এই সময়ে কিছু যাত্রী (প্রধানত পুরুষ- তুফানগঞ্জ আইটিআই-এর ছাত্র এবং আরও কিছু যাত্রী) তাঁদের ব্যাগ আগে থেকেই বাসের জানলা দিয়ে ছুড়ে সিট দখল করে রাখেন। মহিলারা, বরিষ্ঠ নাগরিকরা, অসমর্থ মানুষজন বা যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম- তাঁরা একপ্রকার লড়াই করে বাসে ওঠার পর বাসস্ট্যান্ড থেকেই বসার জায়গা পান না। আশ্চর্যের বিষয়, কোচবিহার-তুফানগঞ্জ রুটের কোনও বাসেই সিট সংরক্ষণ নেই। আর এই অন্যায়ভাবে সিট দখল করার বিষয়ে বাসের সহকারীরাও নিশ্চুপ, হয়তো অপরাগ। এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী মহিলাদের প্রতি তির্যক মন্তব্য যে, তাঁরা বিনামূল্যে যাতায়াতের সঙ্গে সিটে বসার অধিকারও চান। অনেক ক্ষেত্রেই অন্তঃসত্ত্বা এবং অসমর্থ মহিলাদের পুরো রাস্তা দাঁড়িয়েই যেতে হয়।

রাজ্য সরকার এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের প্রতি কিছু অনুরোধ রইল- কোচবিহার-তুফানগঞ্জের মধ্যে সরকারি বাস চলাচল নিয়মিত করা, অন্তত পক্ষে অফিসের

সময়টা, আবশ্যিকভাবে মহিলা, বরিষ্ঠ নাগরিক, অসমর্থ মানুষ এবং যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম তাঁদের জন্য বাসের কিছু সিট সংরক্ষণ করা, কারণ তাঁরা একজন সুস্থ সবল পুরুষের থেকে শারীরিকভাবে দুর্বল।

সেবন্তী রায়চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

চেনা গণ্ডির বাইরে অচেনা পাঠ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সৃজন ও মনন মিলেমিশে অনন্য এক দৃষ্টান্ত গড়েছে।

সাহানুর হক

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি কেবল তথ্য মুখস্থ করা, নাকি মানুষের মধ্যে প্রশ্ন করার সাহস, কল্পনা করার ক্ষমতা এবং নিজস্ব চিন্তার জন্ম দেওয়া? খুব সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০২৬ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এই মৌলিক প্রশ্নটিকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই প্রশ্নপত্রের প্রতিটি বিষয়ে যেন বর্তমান সময়ের যান্ত্রিক ও ক্লান্তিকর শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যসমৃদ্ধ উত্তরের পেছনে ছুটতে ছুটতে শিক্ষার্থীরা যে প্রাণহীন হয়ে পড়ছিল, এই প্রশ্নপত্রটি সেই অসারতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এখানে পুঁথিগত উত্তরের চেয়েও শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাবনা ও স্বাধীন সত্তাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইদানীংকালের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রায়শই সিলেবাস, নোট ও সাজেশননির্ভর প্রস্তুতির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখে। ঠিক সেই গণ্ডিকে চ্যালেঞ্জ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে উঠে এসেছে ছোটবেলার ইচ্ছে, প্রিয় সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠি, উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তুলনা, ঈশ্বরের কাছে জানতে চাওয়া কিছু প্রশ্ন, বনভূমি উজাড়ের ফলে পাখিদের কথোপকথন এবং পথের পাঁচালীর দুর্গার সঙ্গে কাল্পনিক ট্রেন সফরের মতো বিষয়। এমন অদ্ভুত অথচ গভীর প্রশ্নগুলি কোনও পরীক্ষার্থীর কেবল বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেয় না, বরং তার অনুভূতির জগৎকে নাড়িয়ে দেয়। প্রতিটি প্রশ্ন যেন একজন শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, সাহিত্যবোধ ও

এআই

বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে একসঙ্গে যাচাই করার এক অনন্য প্রয়াস।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর কোনও গাইড বই থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে শিক্ষার্থীর জীবনানুভব, ভাষাবোধ ও চিন্তার স্বাধীনতায়। সৃজনশীলতায় ভরপুর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য শুধু মুখস্থবিদ্যা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন গভীর জীবনবোধ ও কল্পনাশক্তি। ডিজিটাল যুগে তথ্য এখন হাতের মুঠোয়, একটি স্মার্টফোনের মাধ্যমে সেকেন্ডের মধ্যে হাজারো তথ্য পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ আর জ্ঞান অর্জন কখনোই এক নয়। তথ্যের পাহাড় গড়ে তোলা সহজ, কিন্তু সেই তথ্যকে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিজস্ব মতামত তৈরি করা বড়ই কঠিন। তথ্য মানুষকে জানতে সাহায্য করে, কিন্তু সৃজনশীলতা মানুষকে ভাবতে শেখায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশ্নপত্র সেই সৃজনশীলতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

এই প্রশ্নপত্রের সবচেয়ে বড় অর্জন হল, এখানে শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে দেখা হয়েছে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী পরীক্ষার্থী হিসেবে নয়। উত্তরের চেয়েও এখানে অনুভব, যুক্তি ও কল্পনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা যখন প্রাণহীন যান্ত্রিকতা পেরিয়ে প্রাণের স্পন্দন খোঁজে, তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়টির এই উদ্যোগ আসলে গভীর মানবিক শিক্ষারই আধুনিক রূপ, যা ব্যাকরণ শেখানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষায় নিজের পৃথিবী নির্মাণ করতে শেখায়। শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের এমন সাহসী পদক্ষেপ প্রমাণ করে, বিদ্যা অর্জন কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রতিনিয়ত জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার এক নিরন্তর প্রক্রিয়া।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবল চাকরি পাওয়া নয়, বরং মানুষের ভেতরের গভীর ঔৎসুক্যের বিকাশ ঘটানো, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। পুঁথিগত বিদ্যার সীমানা অতিক্রম করে এই ধরনের উদ্যোগ যদি উত্তর থেকে দক্ষিণ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতের প্রজন্ম কেবল তথ্যসমৃদ্ধ নয়, বরং চিন্তাশীল ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। যে শিক্ষা মুখস্থ উত্তর নয়, নতুন প্রশ্ন করতে শেখায়, সেই শিক্ষাই ভবিষ্যতের সমাজ গড়তে পারে। আগামীদিনে এমন প্রশ্নপত্র হয়তো নিয়মিত চর্চার অংশ হয়ে উঠবে, যেখানে সিলেবাসের চেয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার দাম বেশি দেওয়া হবে। শিক্ষার এই নতুন ভাষ্যই বাংলার শিক্ষা ও সমাজ চিন্তার আশাব্যঞ্জক দিগন্ত হয়ে উঠুক, এই স্বপ্ন দেখতে দোষ কী!

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯১

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা ৫। বাঁকা, কুটিল ৬। নবাব-এর পুত্র ৮। মঙ্গল বা কল্যাণ, কল্যাণকর ৯। চক্রাকার বস্তু, চক্র ১১। তালুকের মালিক, জমিদার ১৩। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ১৪। জয়পরাজয়।

উপর-নীচ : ১। চালচলন, কার্যকলাপ ২। পর্যন্ত, অবধি ৩। তোবা-এর রূপভেদ ৪। দুর্গাদেবী, সরস্বতী ৬। আকাশ ৭। বড়ি বা গুলি ৮। স্তন্যপায়ী জলজন্তুবিশেষ ৯। বাঁশের সাঁকো বা পুল, মাছের খাবার ১০। কলকল শব্দ, কোলাহল ১১। সমগ্র, সম্পূর্ণ ১২। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ১৩। তিনফোঁটার তাস।

সমাধান ■ ৪৪৯০

পাশাপাশি : ১। বকবক ৩। বেগম ৫। উপরচালাক ৬। কাহিনি ৭। শল্যক ৯। উপসংহার ১২। চীবর ১৩। সমীচীন ।

উপর-নীচ : ১। বকাঝকা ২। কলাপ ৩। বেলচা ৪। মড়ক ৫। উনি ৭। শর ৮। কণ্ঠলীন ৯। উদীচী ১০। সমীর ১১। হাউস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পোশাক বিতর্কে ভাইরাল জিতু

আবার সমাজমাধ্যমে ভাইরাল জিতু কমল। এমনিতে সমাজমাধ্যমে তাঁর ফ্যান ফলোয়ারের সংখ্যা যথেষ্ট। জিতু যা-ই করেন, সবই তিনি অনুরাগীদের জানান। এবারও বেশ কিছু ছবি আপলোড করেছিলেন জীতু।

তা দেখে একজন লিখেছেন, 'একই শার্ট-প্যান্ট পরতে-পরতে রং চটে গিয়েছে! একটু নিজের মধ্যে নতুন পোশাক কেনার আগ্রহ আনো। কোনও রুচি নেই তোমার। অন্যরা কত স্টাইলিশ, তোমার বয়সী অভিনেতারা। আর পুরো ইন্টাস্ট্রিতে তোমার কোনও শখ নেই নতুন পোশাকের প্রতি, পেশাদার ফোটোশুটের প্রতি।'

এমন মন্তব্যের উত্তর না-ও দিতে পারতেন অভিনেতা জিতু কমল। সমাজমাধ্যমে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা প্রচুর। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মত প্রকাশ করে থাকেন। তবে এই কথা শুনে যে বড়সড় জবাব দিয়েছেন জিতু, তা নায়কের অনুরাগীদের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। জিতু লিখেছেন, 'আমি আপনাকে ম্যাম বলব না স্যার, সেটা জানি না। রুচি কাপড়ে থাকে না, রুচি থাকে মনে। জানেন, আমার মা এক শাড়িতে বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছিল, সেই পরিবারেই আমার বড় হওয়া।

অভিনয়ের জন্য রুচি পরিবর্তন যখন দরকার হয়, তখন করি। অভিনেতা মানেই প্রত্যেকদিন নতুন পোশাক পরে নতুনভাবে জেল্লা দিয়ে বেরোতে হবে, তার কোনও মানে নেই। যা আমার সাধ্যে কুলোয় সেটাই আমি পরি। বস্ত্র পরি লজ্জা নিবারণের জন্য। খাওয়াদাওয়া করি ক্ষুধা নিবারণের জন্য। যা পাচ্ছি তার জন্য ভগবানের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। আর প্রত্যেকদিন যদি আমি পোশাক পরিবর্তন করি, তা হলে তো আপনি আমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারবেন না। কারণ আই অ্যাম দ্য বেস্ট। একটা ভালো ডিপি দেবেন কেমন।'

শাহরুখে মুগ্ধ খরাজ

কিং নিয়ে ব্যস্ত শাহরুখ খান। ছবিতে মেয়ে সুহানা খানও আছেন, বেশ জমজমাট ব্যাপার। সেই ছবিতেই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন বাংলার খরাজ মুখোপাধ্যায়। দুই পর্যায়ে তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে শুটিং করেছেন মুম্বাইয়ে। অভিভূত অভিনেতার কথায়, 'অসাধারণ অভিজ্ঞতা। দারুণ মানুষ শাহরুখ খান। যতক্ষণ সেটে আছেন কাজ ছাড়া কোনও আলোচনা করেন না। জোরে কথা বলেন না। তাই অন্যরাও চুপচাপ কাজ করে। মাঝে সামান্য কিছু খেয়ে নেন। ওঁর শুটিং শুরু হয় দুপুর দুটো থেকে রাত দুটো পর্যন্ত। সেটা আমার পক্ষেও খুব ভালো হয়েছিল।'

খরাজ বলছেন বাবা শাহরুখের সঙ্গে মেয়ে সুহানার সম্পর্কের কথা। তিনি বলেছেন, 'মেয়ের ছবি বলে তাঁকে পুরোপুরি গাইড করেছেন। খুব কেয়ারিং। মেয়েকে অভিনয় করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। একটা শুয়ে থাকার দৃশ্য ছিল সুহানার, শাহরুখ শুয়ে দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে মাথা হেলে থাকবে। বাবার সত্ত্বা তো কাজ করছেই, কিন্তু অভিনেতা হিসেবে সুহানার যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, সবটা দেখিয়ে দিচ্ছেন তিনি। সুহানার সঙ্গেই আমার বেশি দৃশ্য ছিল, শাহরুখজির সঙ্গেও দৃশ্য ভাগ করেছি। তিনি প্রশংসা করছেন আমার, এটাই প্রাপ্তি। শেষদিন ওঁকে গিয়ে বলি, আপনি চরিত্রের লুকে আছেন, তাই ছবি তোলা যাবে না। তবে একটা অটোগ্রাফ দেওয়া যাবে? তাহলে স্মৃতিটুকু রেখে দেব। নিজেই এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, অবশ্যই। অটোগ্রাফ দিলেন। ছবির চিত্রনাট্যকার সুজয় ঘোষ আমার কথা শাহরুখকে বলেছিলেন। শাহরুখ আমাকে বললেন, আপনার অভিনয়ের প্রশংসা শুনেছি। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, খুব ভালো অভিজ্ঞতা হল। আরও কাজ করার ইচ্ছা রইল আপনার সঙ্গে। আপনার সঙ্গে কাজ করছি, এটা তো অনেকের স্বপ্ন। এরপর আমি না তাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে যাই। উনি এতটাই বিনয়ী, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না না, একেবারেই তা নয়।'কিং মুক্তি পাবে ২৪ ডিসেম্বর।

একনজরে সেরা

নায়ক হয়ে

ভোলাবাবা পার করেগার সিদ্ধার্থ সেন শুভেন্দু চক্রবর্তী পরিচালিত দহন সিরিজের নায়ক হচ্ছেন। সঙ্গে পূজা, অ্যানমেরি টম ও শিশুশিল্পী শুভশ্রী। সিরিজের বিষয় পুনর্জন্ম এবং বিয়ের পর সিদ্ধার্থর জীবনের বদল। ১৬ জুলাই প্রদর্শিত হবে সিরিজ। ভোলেবাবার শুটিংয়ে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থ এই সিরিজ দিয়েই আবার অভিনয়ে ফিরছেন।

সমালোচিত অমিতাভ

ফ্রান্স প্যারাগুয়েকে হারিয়ে শেষ ষোলোয়। ম্যাচ দেখে মতামত দিতে গিয়ে অমিতাভ বচ্চন লেখেন, ফ্রান্সের ১১ জনের মধ্যে ১০ জন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ। এখানেই কালো মানুষের শক্তি। তারপরই বর্ণবিদ্বেষী বলে তাঁর সমালোচনা শুরু হয়। কেউ লিখেছেন, দলের সাফল্য খেলোয়াড়দের গায়ের রঙের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। কারও মতে, এটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

নাম বদল

প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ছবি আইসিইউ-র নাম বদলে হল ভুতু আয়া ভাগো। মঙ্গলবার ছবির পোস্টার প্রকাশিত হল। অভিনয়ে শ্রীমা ভট্টাচার্য, শ্রীলেখা মিত্র, দেবরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরিচালনায় সৌভিক দে। কয়েকজন তরুণের প্র্যাঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একেবারে অঘটনের চেহারা নিলে কী হয়, তাই নিয়েই ছবি।

সুদীপ্তা নয়

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভের সঞ্চালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী শো ছাড়ছেন। তাঁর কথায়, টানা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই সাময়িক একটা ব্রেক চেয়েছি। শো-এর পরিচালক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করেননি। সুদীপ্তার জায়গায় কে আসবেন, ঠিক হয়নি। সন্দীপ্তা সেন বা পায়েল দে-র নাম উঠে এলেও তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

ধর্মেন্দ্রর কথা

ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিচারণায় হেমা মালিনি বলেছেন, ধরমজি সব সময় বলতেন, যত বেশি সম্ভব সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাও। বেশি করে পরিবারের সঙ্গে থাকো। আজকাল এমন হয় না বলেই ধরমজি বলতেন পরিবার সবার আগে। ধরমজি সানি আর ববিকে নিয়ে ভাবতেন। কিন্তু আমাদের দুই পরিবারে কোনও বিরোধ নেই। মানুষ হিসেবে সানি আর ববিও খুব ভালো।

বিয়েই মেলাল কাপুর পরিবারকে

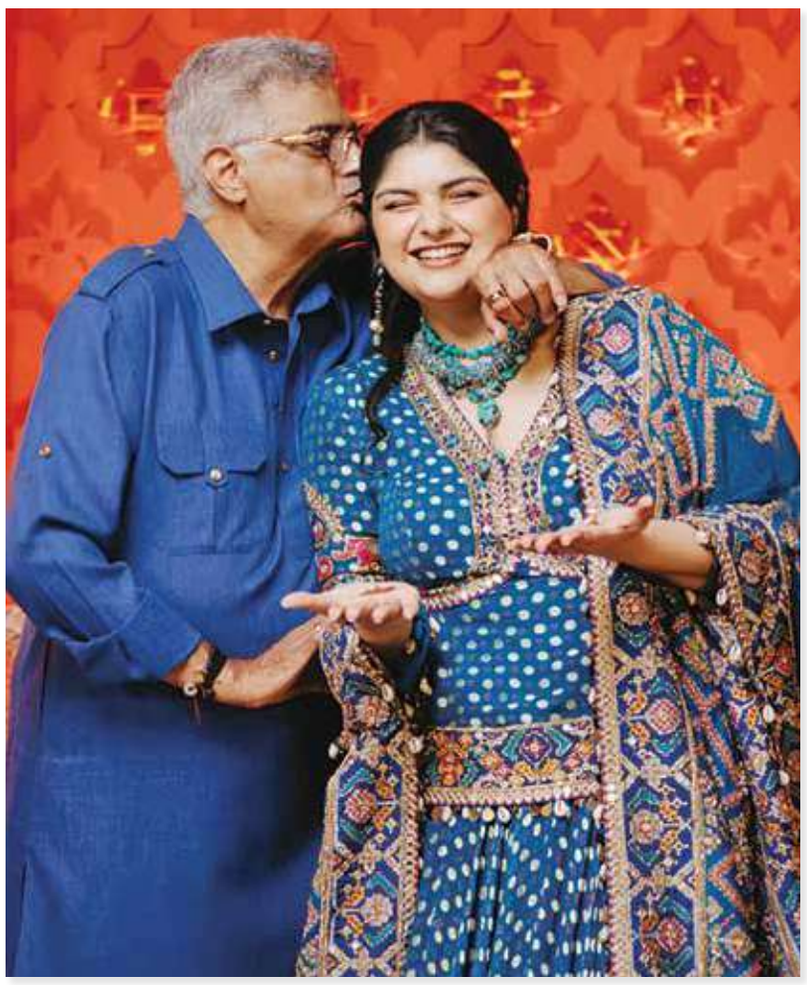

এ কাপুর পরিবার রাজ কাপুরের নয়, বনি কাপুরের। তাঁর মেয়ে অনশুলা কাপুরের বিয়ে হল রোহন তাঁর হলদি অনুষ্ঠানের অনেক ছবি নেটে ঘুরছে। সুখী পারিবারিক ছবি। বনির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মোনা কাপুরের সন্তান এই অনশুলা। অভিনেত্রী শ্রীদেবীকে বিয়ে করার পরই প্রথম পক্ষের পুত্র অর্জুন ও অনশুলার সঙ্গে বনির দুরত্ব ক্রমশ বাড়ে। শুধু ছেলেমেয়ে নয়, ভাই অনিল ও সঞ্জয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। শ্রীদেবী নাকি ভাই, বোন, বা পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বনি সম্পর্ক রাখুন, চাইতেন না।

বনিও মেনে নিয়েছিলেন। এবার অনশুলার বিয়েতে ছবিটা বদলায়। শ্রীদেবীর মেয়ে জাহ্নবী ও খুশি, দিদির বিয়েতে সেজেগুজে আনন্দ করেছেন, অর্জুন তো আছেনই। অভিনেত্রীর মৃত্যুর পরই চার ভাইবোন ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে, বনির সঙ্গেও সম্পর্ক সহজ হয়েছে। অনিল, সঞ্জয়, তাঁদের স্ত্রী সুনীতা, মাহিপ ছাড়াও পরিবারের অন্যরা বিয়েতে শামিল এবং আনন্দে মশগুল। সম্পর্কের বাঁধন যে শক্তপোক্তই ছিল, এই ছবিগুলো তার প্রমাণ।

কনফেডারেশন নেই, জানালেন রূপা

সরকার বদলের পর কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ফেডারেশনের পর কনফেডারেশন গড়ে উঠেছে—এমন দাবি করেছিলেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। ৭০০ টাকা দিয়ে তার ফর্মও বিলি করা হয়। এরকম সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি রুদ্রনীল ঘোষ বা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এবার বিধায়ক ও অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এই সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছেন, 'রাজ্য সভাপতি যখন বলেছেন এরকম কোনও সংগঠনের কথা বিজেপির জানা নেই, তখন কয়েকজন মিলে সংগঠন তৈরি করলেই তো হবে না। তাছাড়া এই সংগঠন সম্বন্ধে আমার তেমন কোনও ধারণা নেই।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমার অনুরোধ, আগের ফেডারেশনই থাকুক, শুধু যোগ্য কাউকে সভাপতি হিসেবে বসানো হোক।

এবার আদিত্য, প্রভাসের ধুরন্ধরি

ধুরন্ধর ছবির পর আদিত্য ধর কী করবেন, তার ছবির নায়ক কে, বিষয় কী—এ নিয়ে চর্চা ক্রমশ বড়ছে। ধুরন্ধরের মতো সফল ছবির পর তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশাও বাড়ছে। শোনা গিয়েছিল আদিত্য আর দক্ষিণের প্রভাস এবার হাত মেলাচ্ছেন। জুনের গোড়াতেই এই খবর পাওয়া গিয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, হায়দরাবাদে আদিত্য প্রভাসের বাড়িতে এই নিয়েই কথা বলেছেন। প্রভাস আদিত্যর কাছ থেকে ছবির গল্প শুনে মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন। এটি লার্জার দ্যান লাইফ অ্যাকশন ফিল্ম হবে এবং প্রভাসের প্যান-ইন্ডিয়া ইমেজের সঙ্গে তা মিলে যায়।

ফেলে যাওয়া প্রেমের সামনে তাব্বু

পুরনো প্রেম সামনে ফিরে এলে, তা কি আবারও সেই ফেলে আসা স্মৃতিকে উসকে দিতে পারে? এখন বেশ কিছুদিন বাইরের অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন তাব্বু, তবে নিজের ভেতরে জমে থাকা কথাগুলোর দায় তিনি এড়াবেন কী করে?

দক্ষিণের মহাতারকা নাগার্জুনের সঙ্গে একসময় তুমুল প্রেম ছিল তাঁর। নাগার্জুন অবশ্য তখনও মহাতারকা হননি। নাগার্জুন ও তাব্বু প্রথম একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ১৯৯৬ সালের তেলুগু রোম্যান্টিক-ড্রামা ছবি 'নিন্নে পেল্লাদাতা'-তে, যা বড় সাফল্য পেয়েছিল। পরে তাঁদের 'সিসিন্দ্রি' এবং 'আভিডা মা আভিডে' ছবিতে একসঙ্গে দেখা যায়।

এরপর দীর্ঘ সময় তাঁরা আর কোনও ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেননি।

শোনা যায়, এই সময়ই তাঁদের দুজনের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল প্রেম। সেই প্রেমের টান এত বেশি ছিল যে, নাগার্জুনের জীবনেও বেশ তোলপাড় ওঠে আর দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রির তো কথাই নেই। আসলে নাগার্জুন তখন বিবাহিত। কাজেই তাব্বুর সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক টেকেনি, কিন্তু শোনা যায় যে, সেই সম্পর্কের জন্যেই নাকি তাব্বু বিয়ে করেননি। তার সত্যিমিথ্যে অবশ্য কেউ জানে না।

এখন, প্রায় তিন দশক পরে তাঁরা আবার দুজনে এক ছবিতে ফিরে আসছেন। তাঁরা অভিনয় করছেন আসন্ন ছবি 'কিং ১০০'-তে। শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে তাব্বুকে দেখা যাবে খলনায়িকার চরিত্রে। কয়েক দিন আগে তাব্বু তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছবির শুটিং সেটের একাধিক ছবি শেয়ার করেছিলেন। ছবিগুলিতে তাঁকে টিমের সদস্যদের সঙ্গে বেশ হাসিখুশি মুডে দেখা যায়। যদিও তাঁদের দুজনকেই যে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এটা আর কারও অজানা নয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

হাতের মাপের গুবরেপোকা

পোকামাকড় সাধারণত ছোট হয়। কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে থাকা গোলিয়াথ গুবরেপোকা আস্ত একটি মানুষের হাতের তালুর সমান বড় হতে পারে। এদের ওজন প্রায় একশো গ্রামের কাছাকাছি হয়। বিশাল আকারের জন্য এরা ওড়ার সময় ছোট খেলনা হেলিকপ্টারের মতো প্রচণ্ড শব্দ করে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, এরা পচা ফল খেতে ভালোবাসে এবং ছোটবেলায় লার্ভা অবস্থায় এরা আরও বেশি বড় এবং ভারী থাকে।

মানুষের শরীরে আগুন

উনিশশো একান্ন সালে ফ্লোরিডার মেরি রিসার নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে এক বিশাল ধাঁধা হয়ে আছে। তাঁর বসার ঘরে কেবল তাঁর ভস্মীভূত দেহাবশেষ পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর শরীর সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেলেও ঘরের অন্য কোনও আসবাবপত্রে একটুও আগুন লাগেনি। এমনকি তাঁর একটি পা এবং মাথার খুলি অক্ষত ছিল। কোনও বাহ্যিক আগুন ছাড়া মানুষের শরীর নিজে থেকে এমনভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে স্পনটেনিয়াস হিউম্যান কম্বাশন বলা হয়।

বনের সবচেয়ে সাহসী

প্রাণীদের মধ্যে সিংহ বা বাঘকে সাহসী মনে হলেও, গিনেস বুকের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী প্রাণী হল হানি ব্যাজার। এই ছোট প্রাণীটি নিজের চেয়ে বহুগুণ বড় সিংহ বা চিতাবাঘের সঙ্গেও বিনা ভয়ে লড়াই করতে পারে। এদের চামড়া এতই মোটা যে তিরের ফলা বা মৌমাছির হুল সহজে ঢোকে না। এমনকি মারাত্মক বিষাক্ত কোবরা সাপের কামড় খেয়ে এরা কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলেও, পরে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সেই সাপটিকেই খেয়ে ফেলে।

রহস্যময় গভীর গর্ত

নব্বইয়ের দশকে আমেরিকার ওয়াশিংটন রাজ্যে মেল নামের এক ব্যক্তি দাবি করেন যে তাঁর জমিতে একটি অদ্ভুত গর্ত আছে। তিনি গর্তটির গভীরতা মাপার জন্য সুতো বেঁধে প্রায় আশি হাজার ফুট লম্বা তার ভিতরে নামিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও তল পাননি। তিনি দাবি করেন, এই গর্তের ভেতর মৃত পশু ফেলে দিলে তা জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসে এবং এর ভিতর থেকে অদ্ভুত সব রেডিও সংকেত শোনা যায়। পরে এই গর্তটির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ওস্তাদের মার...

প্রথম পাতার পর

ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। বক্সে নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকোকে ফাউল করেন মিশরের হাইসেম হাসান। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। কিন্তু চরম স্নায়ুচাপের মুহূর্তে স্পট কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন খোদ মেসি। এদিন যেন জীবনের সেরা ফর্মে ছিলেন মিশরের গোলকিপার মোস্তাফা শোবেইর। তিনি আগেই বাঁদিক দেখিয়ে দেওয়ার পরও মেসি সেদিকেই শট নেন এবং দুরন্ত দক্ষতায় তা রুখে দেন শোবেইর। বিশ্বকাপে আটটি পেনাল্টির মধ্যে চারটিতেই মিস, আর একই আসরে দু'বার পেনাল্টি নষ্ট করার এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঐতিহাসিক রেকর্ডও গড়ে ফেললেন তিনি।

মেসির এই হৃদয়বিদারক ভুলের পর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম নেয় এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় ভিএআর বিতর্ক। মাঠের একপ্রান্ত থেকে প্রতিআক্রমণে উঠে এসে বল জালে জড়িয়েছিলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তির নামাঙ্কিত মিশরের তারকা জিকো। কিন্তু ভিএআরের সাহায্যে সেই গোল বাতিল করেন রেফারি। কারণ হিসেবে দেখানো হয়, গোল হওয়ার অনেকটা আগে অন্য প্রান্তে লিসান্দ্রোর পায়ে পা দিয়েছিলেন আতিয়া। ফাউলটি এতটাই সামান্য ছিল এবং তা এতক্ষণ আগে ঘটেছিল যে, গোল বাতিলের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তে মিশর শিবির স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতেও রেফারির এই সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। তবে এই চরম হতাশার ঠিক সাত মিনিট পর (৫৪ মিনিটে) মহম্মদ সালাহর একক দক্ষতায় তৈরি হওয়া একটি অনবদ্য আক্রমণ থেকে ঠিকই গোল তুলে নেন জিকো। ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ২-০।

কাতার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলা হুলিয়ান আলভারেজ বা এনজো ফার্নান্ডেজরা এবারের আসরে খানিকটা নিষ্প্রভ, ফলে মেসির ওপর চাপ ছিল পাহাড়প্রমাণ। খেলা শেষ হওয়ার ১১ মিনিট আগে পর্যন্তও পিছিয়ে থাকা বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা অবশ্য ঠিকই খাদের কিনারা থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল। ৭৯ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর দুর্ধর্ষ হেডে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম ইঙ্গিত দেয় আর্জেন্টিনা। এরপর ৮৩ মিনিটে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ স্বয়ং মেসি। নেপথ্য কারিগর লওটারো মার্টিনেজ। তাঁর ভাসানো লম্বা বল নিখুঁত দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোলমুখে পাঠান অধিনায়ক। বল ক্রসবারে ধাক্কা খেয়ে জালে জড়িয়ে যায়। এই গোলের সুবাদেই ইতিহাস গড়লেন মেসি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ছয়টি নকআউট ম্যাচে গোল করার অনন্য নজির গড়লেন তিনি। এবারের আসর তিনি শুরু করেছিলেন ১৩টি গোল নিয়ে, এখন তাঁর গোলসংখ্যা ২১। বৃহস্পতিবার মরক্কোর বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলা ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের (১৯ গোল) চেয়ে তিনি আপাতত দুই গোলে এগিয়ে, আর 'গোল্ডেন বুট'-এর দৌড়েও এককভাবে সবার ওপরে।

এরপর সংযোজিত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত জয়সূচক গোল। বক্সের বাঁদিক থেকে লওটারোর মাপা ক্রস হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে আসে ডানদিকের পোস্টে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এনজো দুরন্ত হেডে বল জালে জড়িয়ে দলকে অবিস্মরণীয় এক জয় এনে দেন।

পেনাল্টি মিসের হতাশা আর সব সমালোচনা যেন ওই জয়সূচক গোলের পর মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিল চওড়া হাসি। ম্যাচ শেষে আটলান্টার মাঠে তখন অভাবনীয় দৃশ্য। ঘাম আর আবেগে ভেজা অধিনায়ককে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলেন এমিলিয়ানো, লিসান্দ্রো, লওটারোরা। সতীর্থদের হাতে শূন্যে ভাসতে থাকা মেসির সেই হাসিমুখ যেন গোটা দলের স্বস্তিরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

১১ জুলাই কানসাস সিটিতে কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়া বা সুইৎজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। আটলান্টার এই রাত প্রমাণ করে দিয়ে গেল- বিশ্বমঞ্চে যতক্ষণ একজন মেসি আছেন, আর্জেন্টিনার চিত্রনাট্যে 'শেষ' বলে কিছু হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়ে নড়াচড়া নেই

কমিশন হয়েছে, তদন্ত থমকে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : কমিশন গঠন করা হয়েছে মাসখানেক আগে। কিন্তু গোটা জুন মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত বিন্দুমাত্র এগোয়নি। ঘটনায় বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের নেতৃত্ব উষ্মা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও। প্রশ্ন উঠছে, আদপে কি দুর্নীতির তদন্ত হবে? নাকি শুধুই চমক দিতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন গঠন করা হয়েছে? যদিও এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও নোটিফিকেশন হয়নি। নোটিফিকেশন হলেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।'

রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার গঠন হতেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ইস্যুতে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতি প্রসঙ্গে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামনকে সেই কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি করা হয়েছে। কমিশন গঠনের পরেই রাজ্যের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছিল, জুন মাসের ১ তারিখ থেকেই কমিশন তদন্ত শুরু করবে। কিন্তু জুলাইয়ের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনও তদন্তই শুরু হয়নি।

তদন্ত শুরু না হওয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির তদন্তে সদর্থক কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'এখন তো চমকের রাজনীতিই চলছে। হতে পারে এটাও তারই অংশ।'

■ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়েছিল

■ রাজ্য পুলিশের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামনকে সেই কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি করা হয়েছে

■ জুন মাসের ১ তারিখ থেকেই কমিশনের তদন্ত শুরু করার কথা ছিল

তবে বিরোধীদের মন্তব্যে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত অবশ্যই হবে।'

সেই কমিশনের শাখা অফিস শিলিগুড়িতে খোলার কথা। ইতিমধ্যে হিমাঞ্চল বিহারে মাটির সাথী প্রকল্পের একটি ভবন প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেই ভবনটি পরিদর্শনও করেছেন। তবে এনিয়ে অবশ্য এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কমিশনের শাখা অফিস জলপাইগুড়ি জেলায় খোলা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন গঠন হতেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র ২০০ কোটির দুর্নীতি চর্চায় চলে এসেছিল। মনে করা হচ্ছিল, কমিশন শুরুতেই এসজেডিএ'র সেই দুর্নীতির ফাইল খুলবে। যদিও সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় তদন্ত এখনও শুরু হয়নি।

কালিয়াপ্পান জয়রামন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার পদে থাকাকালীনই ২০১৩ সালে এসজেডিএ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছিল। সেসময় তিনি তদন্তের জাল অনেকটাই গুটিয়ে এনেছিলেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গোদালা কিরণকুমারকে। এরপরই তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হয়েছিল। বর্তমানে পদোন্নতি পেয়ে জয়রামন এডিজি পদের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই এবার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত হবে। সেক্ষেত্রে এসজেডিএ'র দুর্নীতির ফাইল খুললে কোন রাঘব বোয়াল সর্বপ্রথম কমিশনের আতশকাচের তলায় আসবেন, তা এখন দেখার বিষয়।

রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের সমাধির সামনে মঞ্জু বর্মনের কান্না।

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান দুই মা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

দাড়িভিট, ৭ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিচারের আর্জি জানাতে চান দাড়িভিটে ছাত্র আন্দোলনে নিহত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের মা। মঙ্গলবার দাড়িভিটে গিয়ে রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সেখানেই রাজেশের মা ঝর্ণা সরকার ও তাপসের মা মঞ্জু বর্মন প্রতিমন্ত্রীর কাছে এই আর্জি জানান। দাড়িভিট কাণ্ডের বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন বিরাজ। এদিকে, দীর্ঘদিন পর বিরাজকে চোখের সামনে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দুই সন্তানহারা মা।

আজও দাড়িভিট দোলনচা নদীর তীরে সমাহিত আছে রাজেশ ও তাপসের দেহ। এদিন সেখানে গিয়ে রাজেশ ও তাপসের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিরাজ। সেখানে রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস বলেছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী কথা দিয়েছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম দিকেই রাজেশ এবং তাপসের বিচার হবে। সেই মোতাবেক ওই দুই ছাত্রের মৃত্যুর পেছনে যেসব কেউটেগুলোর হাত রয়েছে, তাঁদের গর্ত থেকে বের করার প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে। এক মাসের মধ্যেই রেজাল্ট চলে আসবে। তবে রাজেশ এবং তাপসের মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়েছেন। আমি তাঁদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রী কাছে পৌঁছে দেব।'

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দাড়িভিটে আন্দোলন চলাকালীন গুলিতে নিহত হয় দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। গত মাসের ১৬ জুন ইসলামপুরের ট্রাকস্ট্যান্ডে জনকল্যাণ শিবিরে এসেছিলেন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সেখানেই ২০১৮ সালের দাড়িভিট কাণ্ডে জড়িতদের কেউটে বলে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি নিহত রাজেশ ও তাপসের পরিবারের সঙ্গে খুব শীঘ্রই দেখা করার কথা বলেছিলেন। সেই সেই মোতাবেকই এদিন ওই দুই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিমন্ত্রী।

দাড়িভিট কণ্ডে নিহত তাপস বর্মনের মা মঞ্জু বর্মনের কথায়, 'বিরাজ আমার ছেলের মৃত্যুর বিচারের জন্য সামনের সারিতে থেকে আন্দোলন করেছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, আমার ছেলের মৃত্যুর বিচার হবে। আমি তাঁর ওপর ভরসা করি। তাঁর কাছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ছেলের বিচারের বিষয় নিয়ে দেখা করার আবেদন জানিয়েছি। এবার বিজেপি সরকার এসেছে। এবার বিচার পাব।'

একইভাবে রাজেশের মা ঝর্ণা সরকারও বিরাজের প্রতি আস্থা রাখছেন।

> **দুই ছাত্রের মৃত্যুর পেছনে যেসব কেউটেগুলোর হাত রয়েছে, তাঁদের গর্ত থেকে বের করার প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে। এক মাসের মধ্যেই রেজাল্ট চলে আসবে।**
>
> **-বিরাজ বিশ্বাস**
> প্রতিমন্ত্রী, আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

হরমুজে হামলা

তেহরান, ৭ জুলাই : এখনও স্বাক্ষর হয়নি ইরান-আমেরিকা শান্তিচুক্তি। তার আগেই হরমুজ প্রণালীতে হঠাৎ হামলা তিন জাহাজে। ব্রিটিশ মেরিটাইম এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তিনটি ট্যাংকারে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে ওমানের উপকূলে আল রেকাইয়াত নামে ভারতগামী একটি ট্যাংকারে হামলা চালানো হয় বলে ওই ব্রিটিশ সংস্থার দাবি। যদিও এই হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও পক্ষ। হামলার নিন্দা করে ওমানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি বলেন, 'কাতারের মালিকানাধীন ভারতগামী জাহাজে এই হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। শান্তি আলোচনার নির্লজ্জ লঙ্ঘন এই হামলা।' ঘটনার আগেই ইরানের তরফে হরমুজে যাতায়াতের সবুজ সংকেত দিয়েছিল।

পদ্মে প্রকাশ

প্রথম পাতার পর

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসকে এ বিষয়ে জানতে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তারও কোনও উত্তর দেননি।

এদিকে, প্রকাশকে ঘিরে শীর্ষ নেতৃত্বের এই আগ্রহের মুখে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি এখন মহাফাঁপরে পড়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ সামলাতে স্থানীয় নেতারা রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন। জেলা বিজেপির অন্দরে গত কয়েকদিনে আয়োজিত একাধিক বৈঠকে প্রকাশের প্রসঙ্গ উঠতেই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। এক জেলা নেতার কথায়, 'ভোটের আগে যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম, যাঁর বিরুদ্ধে স্ত্রী নিগ্রহ সহ দুর্নীতির নানা অভিযোগ আছে, ভোটের পর সেই প্রকাশ চিকবড়াইককেই দলে নেওয়া হবে? এটা কি দলের একেবারে বুথ স্তরের কর্মীরা মেনে নেবেন? এমনটা হলে আমরা বড় আন্দোলন করব তা মিটিংয়ে জানিয়ে দিয়েছি।' যদিও এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক মোহন শর্মার বক্তব্য, 'প্রকাশ চিকবড়াইককে দলে নেওয়া হবে কি না তা শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবে। এক্ষেত্রে জেলার স্বার্থে শীর্ষ নেতৃত্ব যেটা ঠিক করবেন সেটাই আমাদের মেনে নেওয়া উচিত।'

দীর্ঘ সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রকাশ জেলার তথা ডুয়ার্সের আদিবাসী মুখ হিসেবে পরিচিত। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। সাংসদ থাকাকালীন তিনি তেমন কোনও কাজ করতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০২৩ সালে জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেড়েছে। বর্তমান বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ অতীতে প্রকাশের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন। এখন সেই প্রকাশই বিজেপির 'গুড বুকে' জায়গা করে নিয়েছেন বলে খবরে আলিপুরদুয়ারের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে।

'ডিম ও ঢিল থেরাপি'

প্রথম পাতার পর

এদিন ঘটনার সময় মীনাক্ষীর সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন সিপিএম নেতা অলোকেশ দাস এবং জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। অপর একটি গাড়িতে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রসেনজিৎ সরকার, মকসেদুল ইসলাম সহ অন্যরা। প্রসেনজিতের অভিযোগ, 'বিজেপি কর্মীরা আচমকাই আমাদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও ডিম ছুড়ে মারা হয়। মীনাক্ষী সহ দলের নেতাদের গাড়ি থেকে নামানোর চেষ্টা করা হয়। পেছনের দরজা খুলে কয়েকজন নেতাকে মারধরও করা হয়।' প্রসেনজিতের আরও অভিযোগ, 'শীতলকুচির ঘটনা পরিকল্পিত খুনের চেষ্টা।'

শীতলকুচির বিজেপির বিধায়ক সাবিত্রী বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'মন্টু মিয়াঁর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার জন্য এলাকায় গেলে সিপিএম নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। ওই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিম ছোড়ার পর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে 'ডিম থেরাপি'। এরপর রাজ্যজুড়ে প্রচুর তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধি এর শিকার হয়েছেন। তবে সিপিএম নেতৃত্বের গাড়িতে ডিম ও ঢিল ছোড়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে সাড়া পড়েছে।

রাস্তা বন্ধ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই অবস্থায় রাস্তা সংস্কারের জন্য সিকিমে তিনদিন পাঁচ ঘণ্টা করে রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানিয়েছে, আগামী ১১ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই ভোর ৫টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে।

তিন বাঘের ডেরা

প্রথম পাতার পর

তবে, দুটি বাঘিনী ও একটি বাঘ ছাড়া হলে এনক্লোজারের এলাকা বাড়াতে হবে। তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বাঘেদের এনক্লোজারে রেখে নজরদারি চালানো হবে যাতে তারা বক্সার জঙ্গলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এছাড়া, জঙ্গলে ছাড়ার আগে তাদের রেডিও কলার পরানো হবে। বাঘেদের নিরাপত্তা ও গতিবিধির ওপর নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা।

দেশবিরোধী শক্তি

প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অবশ্য রাখঢাক না করেই বলেন, 'আসল ঘটনা হল সংখ্যালঘু সমাজের ওপর হাত পড়েছে, তাই গা গরম হয়ে গিয়েছে। হিন্দু মহিলারা যখন নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তো যেতে দেখিনি। মুসলমানদের ওপর হাত পড়েছে, তাই গা পুড়ে যাচ্ছে তোমাদের।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় উত্ত্যক্ত করা হলে সেটা আরও বিপজ্জনক হবে। পুলিশ ও প্রশাসন যেন বিজেপির আইটি সেলের ফাঁদে পা না দেন।' শুভেন্দু যাওয়ার আগে মঙ্গলবার দিনভর বারুইপুরে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আনাগোনা। বিরোধী দল বলতে গিয়েছিল এনসিপিআই ও ঋতব্রতপন্থীরা। তাঁরা আবার আলাদা আলাদাভাবে বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এনসিপিআই সাংসদ সায়নী ঘোষকে 'গদ্দার' স্লোগান শুনতে হয়।

তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্র এলাকায় ওই ধর্ষণ-খুন ঘটলেও তিনি তিনদিন পর সেখানে যাওয়ায় প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। সায়নীর সঙ্গী কাকলি ঘোষদস্তিদারকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। সায়নী সম্পর্কিত প্রশ্নে বিব্রত ঋতব্রতপন্থী বিধায়ক শিউলি সাহা 'আমরা তো আলাদা' বলে মন্তব্য করতে শোনা যায়। তিনি বিক্ষোভকারী স্থানীয়দের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা এভাবে আমাদের বাধা দিতে পারো না। আমরাও অপরাধীদের শাস্তি চাই।'

ঋতব্রতকে লক্ষ্য করে ছুটে আসে 'বালিশ চাটা' বলে বিদ্রুপ। সায়নী প্রসঙ্গ উঠতে তিনিও 'আমরা আলাদা এসেছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। চলো...' বলে বিক্ষোভের মাঝে দ্রুত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে গাড়িতে উঠে নির্যাতিতার বাড়ি ছেড়ে যান। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষের ব্যাখ্যা দেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী। তাঁর কথায়, 'অভিমান থাকলে একশোবার বলতে পারে আমাকে। যেমন এক মিনিটের জন্য আটকাবে, তেমন আধ ঘণ্টা ভিতরে ঢুকে কথা বলবে।'

মঙ্গলবার সকালে প্রথমে নির্যাতিতার বাড়ি যান পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ও বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভাপতি। অথচ সায়নীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁরা গিয়েছিলেন। তিনিও শুভেন্দুর সুরে এর পিছনে বড় র‍্যাকেট আছে বলে মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, 'আসল বিষয় হল, গোড়া থেকে এই র‍্যাকেটকে উৎখাত করতে হবে।' অগ্নিমিত্রা বলেন, 'নাবালিকার বাবা-মায়ের পাশে আমাদের সরকার আছে।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারের দাবি তোলেন।

বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বলেন, 'গণপিটুনিতে যাঁকে মারা হয়েছে, সেই ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল সম্পূর্ণ নির্দোষ। এটা আমার কথা নয়। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর সেটাই জানিয়েছে।' শুভেন্দু জানান, ভিডিও দেখে ওই ঘটনায় ২০০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, যাঁরা তাণ্ডব চালিয়েছে, তাঁদের কাউকে ছাড়া হবে না।'

তাঁর কথায়, 'এক সপ্তাহ পর আমি আবার আসব। সরকার কী করল, সব জানতে পারেন।' এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। নয়াদিল্লিতে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে দুই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও কীর্তি আজাদ একই অভিযোগ করেছেন। শুভেন্দুর ভাষায়, 'তদন্তে যদি দেখা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশের কোনও আধিকারিকের ১ শতাংশও গাফিলতি বা শিথিলতা ছিল, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তাঁর সরকার ইতিমধ্যে আরজি কর মামলায় তিনজন আইপিএস-কে সাসপেন্ড করেছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের তদন্তের জন্য তিনি পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন। ডিজি অবশ্য মেনে নেন, 'পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন আছে। দেরিতে রেসপন্স করার অভিযোগ। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শুধু বারুইপুর নয়, গোটা রাজ্যে এধরনের ঘটনা রোধ করতে চান শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'রাজ্য পুলিশের কর্তাদের একথা বলেছি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বিদায় মুকুটহীন সম্রাট

প্রথম পাতার পর

বসিয়ে রেখে মার্টিনেজ চরম লজ্জার কাজ করেছেন। শুধুমাত্র দলের মহাতারকাকে খুশি রাখার মাশুল দিল পর্তুগাল।'

পর্তুগালের বর্তমান দলটি ছিল প্রতিভায় ঠাসা। প্যারিস সাঁ জাঁ-কে লিগ জেতানো নুনো মেন্ডেজ, ভিতিনহা, জোয়াও নেভেসদের মতো তরুণ রক্তের পাশাপাশি ছিলেন প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। তবু পর্তুগাল আটকে রইল সেই শেষ ষোলোর গণ্ডিতেই। সাটন প্রশ্ন তুলেছেন, 'পর্তুগালের ইতিহাসে রোনাল্ডো সেরা ফুটবলার হতে পারে, কিন্তু একজন ম্যানেজারকে তো দলের স্বার্থে কঠোর হতে হবে।' ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই অবশ্য পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন কোচ মার্টিনেজ। তবে বিদায়বেলায় তিনি রোনাল্ডোকে আড়াল করেই বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন নিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো যা করেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ও ফুটবলের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইকন।'

রোনাল্ডোর এই বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো শেষ হয়ে গেল ফুটবল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ 'গোট' (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) বিতর্ক। লিওনেল মেসি বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-এই দ্বৈরথ গত দেড় দশক ধরে ফুটবল সমর্থকদের আড়াআড়ি দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। পেলে বা দিয়েগো মারাদোনার মতো বিশ্বকাপ না থাকাটাই ছিল তাঁদের দুজনের একমাত্র শূন্যতা। ২০২২ সালে কাতারের মাটিতে লিওনেল মেসি সেই শূন্যতা পূরণ করেছেন। আর রোনাল্ডোর সামনে সেই দরজাটা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এই বিশ্বকাপে মেসির গোলসংখ্যা যেখানে সাত, সেখানে রোনাল্ডোকে থামতে হল তিন গোলেই। তাঁর প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সতীর্থ ওয়েন রুনির কথায়, 'ও একজন জিনিয়াস। ফুটবলকে রোনাল্ডো যা দিয়েছে, তা সত্যিই বিরল। কিন্তু সময় কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না। ফুটবলের জন্য আজ এক বিষণ্ণ দিন।'

কিন্তু যাঁর বিদায় নিয়ে এত চর্চা, সেই রোনাল্ডো কী বলছেন? মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন তিনি। কণ্ঠে সেই চেনা দম্ভ আর আত্মবিশ্বাস, 'আমি আমার সেরাটা দিয়েছি এবং অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেক নিয়ে মাথা উঁচু করে বিদায় নিচ্ছি। হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত আমি এখনই নেব না। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেব।' সমালোচকদের অতীত মনে করিয়ে দিয়ে তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো আসার আগে পর্তুগাল কোনও দিন কোনও ট্রফি জেতেনি। আমি দেশের হয়ে তিনটি বড় ট্রফি জিতেছি। আগামীকাল এক নতুন দিন, আর জীবন এভাবেই এগিয়ে যাবে।'

ফুটবল ইতিহাসে তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করেছেন। বিশ্বের মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার অনন্য নজির তাঁর। ২৭টি ম্যাচ, ১১টি গোল। কিন্তু নকআউটে সেই অর্থে তিনি কখনোই দলের ত্রাতা হয়ে উঠতে পারেননি। ২০০৬ সালে তাঁর প্রথম বিশ্বকাপেই পর্তুগাল সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল, এরপর আর কখনোই নয়।

তবুও ডালাসের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক পর্তুগিজ সমর্থকের কথাই হয়তো আজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি রোনাল্ডো-ভক্তের মনের কথা, 'আমাদের আজ কাঁদার দিন নয়, বরং হাসিমুখে উদযাপন করার দিন। কারণ আমরা চোখের সামনে রোনাল্ডোকে খেলতে দেখেছি।'

ফুটবলের আঙিনায় হয়তো আরও কিছুদিন তাঁর দৌড় দেখা যাবে। হয়তো সৌদি আরবে বা অন্য কোনও লিগে। এমনকি ২০২৮ সালের ইউরো কাপেও তিনি খেলতে পারেন বলে জল্পনা রয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের মহারণে সেই চিরপরিচিত ৭ নম্বর জার্সির দম্ভ আর স্পর্ধা আর কখনোই দেখা যাবে না। মুকুটহীন এক সম্রাটের এভাবেই নিঃশব্দ প্রস্থান ঘটল।

উপেক্ষার আঁধারে

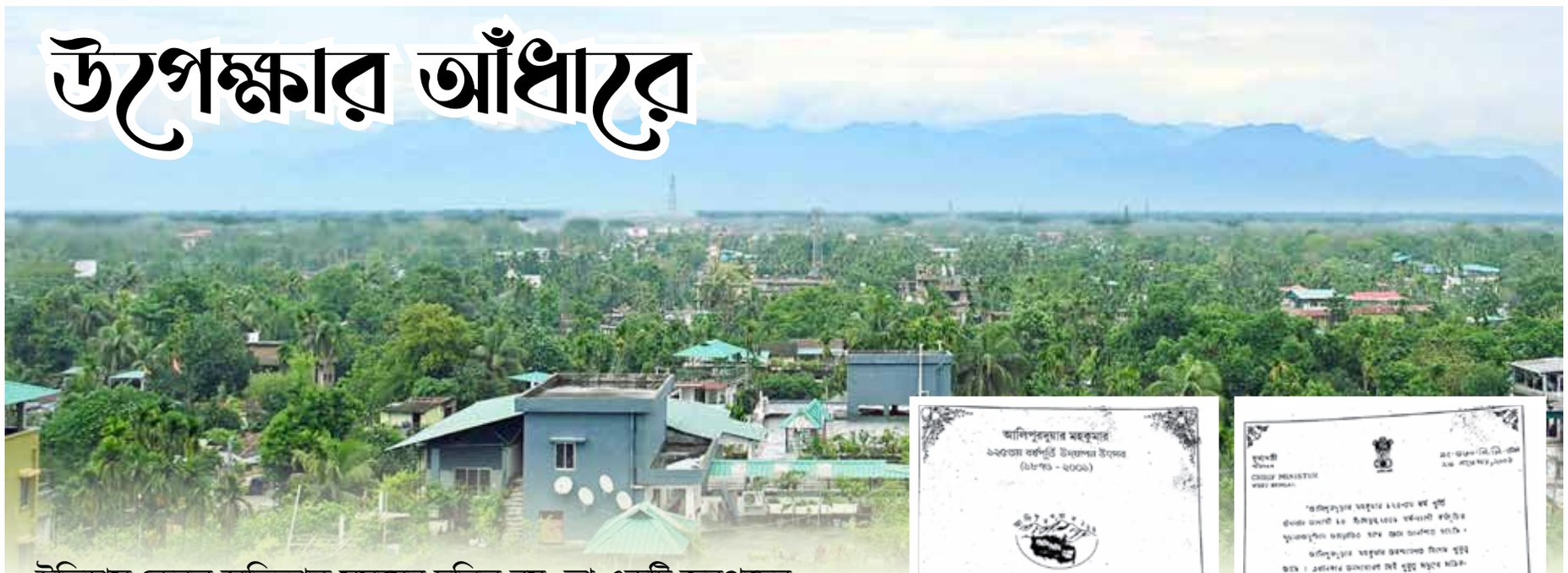

ইতিহাস কেবল অতিক্রান্ত সময়ের দলিল নয়, তা একটি জনপদের আত্মপরিচয় ও উত্তরাধিকারের ধারক। আলিপুরদুয়ার মহকুমার দেড়শো বছর পূর্তি হল মঙ্গলবার। অথচ সেই উপলক্ষ্যে কোনও আয়োজন চোখে পড়ল না। নীরবেই যেন ইতিহাসের আরেকটা পাতা পেরিয়ে গেল।

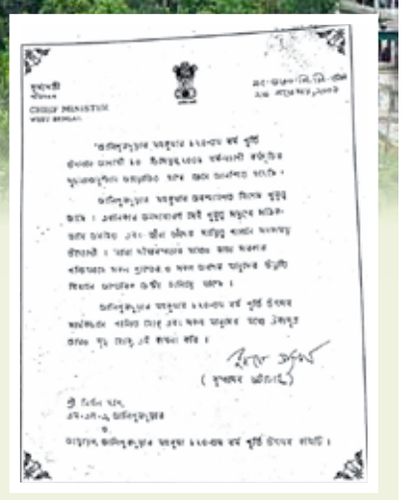

আলিপুরদুয়ার মহকুমার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা।

১৫০ বছরে পা, নেই উদযাপন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ১৮৭৬ সালের ৭ জুলাই। মহকুমা হিসেবে পথচলা শুরু করেছিল আলিপুরদুয়ার। মঙ্গলবার সেই প্রশাসনিক যাত্রার ১৫০ বছর পূর্তি হল। অথচ এই মাইলফলককে কেন্দ্র করে সরকার কিংবা বেসরকারি সংস্থার তরফে উদ্যোগ নিতে দেখা গেল না। শহরজুড়ে তাই ইতিহাসপ্রেমী এবং সচেতন নাগরিকদের একাংশের প্রশ্ন, এত গৌরবের অধ্যায় কি নীরবতাতেই হারিয়ে যাবে?

জেলা প্রশাসনের এক কর্তা 'বিষয়টি দেখা হবে' বলে যেন দায় ঝেড়ে ফেললেন।

১৮৬৫ সালে সিনচুলা চুক্তির হাত ধরে পশ্চিম ডুয়ার্স ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর থেকে যে প্রশাসনিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল, তা ছিল আলিপুরদুয়ারের আধুনিক পরিচয়ের ভিত্তি। তারপর ১৮৭৬ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। মহকুমা প্রতিষ্ঠার পর একে একে গড়ে ওঠে মহকুমা শাসকের কার্যালয়, সরকারি বাংলো, সার্কিট হাউস সহ একাধিক প্রশাসনিক পরিকাঠামো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার যোগাযোগ, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। প্রায় ১৩৮ বছর মহকুমা থাকার পর গণআন্দোলনের ফলস্বরূপ ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এর আগে ১২৫ বছর পূর্তি কিন্তু এমন নীরবে কেটে যায়নি। পুরোনো দিনের সেই স্মৃতিচারণ করলেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস। তিনি বললেন, '২০০১ সালে একবছর ধরে অনুষ্ঠান চলেছিল। আলিপুরদুয়ার জেলা গঠনের দাবিতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল।'

আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ সাহিত্যিক পরিমল দে'র গলাতেও আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। তিনি

বললেন, 'এর আগে ১২৫তম মহকুমা দিবসে বিবেকানন্দ কলেজ সংলগ্ন এলাকায় তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। মহকুমাজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। সেই দিনের সঙ্গে এদিনের নিস্তব্ধতার তুলনা করলে তা যথেষ্ট হতাশাজনক।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই দেড়শো বছরের মহিমা কি আজ তবে গৌণ? প্রবীণ সাহিত্যিক বললেন, 'এই প্রজন্মের কাছে আলিপুরদুয়ারের ইতিহাস অনেকটাই অজানা। এমনকি একসময় যে মহকুমা তার গৌরবের শিখরে ছিল, সেই তথ্যও ধূসর হয়ে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আলিপুরদুয়ারকে মহকুমা থেকে জেলায় রূপান্তরের পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের গণআন্দোলন। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারত এই সার্ধশতবর্ষ উদযাপন।' একই কথা মনে করছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাসও।

২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর কয়েক বছর ধরে জেলার জন্মদিন পালন করা হয়েছে। কিন্তু চলতি বছর সেই ধারাবাহিকতাও ব্যাহত হয়। অনেকেই মনে করছেন, প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাবেই হয়তো জেলার জন্মদিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যখন জেলার জন্মদিনের কোনও অনুষ্ঠান হল না, তখন মহকুমা শহরের ১৫০ বছর পূর্তিও যে অবহেলিত থাকবে, তা যেন অনেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ মনে করিয়ে দিলেন, ইতিহাস কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। তাই আলিপুরদুয়ারের মতো ঐতিহাসিক জনপদের প্রশাসনিক ইতিহাস যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ ও উদযাপন করা প্রয়োজন।

একদিকে যখন উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে আলিপুরদুয়ারের গুরুত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে তখন তার ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা জনমানসে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক শুভময় দত্ত বলেন, 'আলিপুরদুয়ার মহকুমার ১৫০ বছর পূর্তি একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সেই উপলক্ষ্যে ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, আলোচনা সভা, ঐতিহাসিক প্রদর্শনী সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরাও এই উদ্যোগের অংশ হতে চাই। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আলিপুরদুয়ারের গৌরবময় ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।'

পুরসভার দায়িত্ব নিলেন মহকুমা শাসক

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের হাতেই গেল আলিপুরদুয়ার পুরসভার রাশ। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা। তবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই বোর্ড ভাঙার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে নতুন করে চড়ল রাজনৈতিক পারদ। একদিকে, প্রশাসনিক দায়িত্বভার পরিবর্তনের এই আনুষ্ঠানিকতা, অন্যদিকে নিবাচিত কাউন্সিলারদের তীব্র ক্ষোভ ও আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি। শোকজ নোটিশের জবাব নিধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নেরও মুখোমুখি প্রশাসন ও নিবাচিত কাউন্সিলারদের একাংশ।

এদিন বিকেল চারটে নাগাদ পুরসভায় পৌঁছান মহকুমা শাসক। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ইউজেন মোক্তান, ফিন্যান্স অফিসার অনুপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পুরসভার আর্থিক অবস্থা, চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পানীয় জল, সাফাই, আলো সহ নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে প্রশাসক রিচার্ড লেপচা জানান, তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাগরিক পরিষেবা। 'পুরসভার কোনও পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকেই সবাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধানের দিকেও নজর থাকবে', বলেন তিনি।

গত ১৮ জুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর পুরসভায় প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। গত ৩০ জুন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়। কাউন্সিলারদের দাবি, নিয়ম মেনে ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা জবাবি চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং বোর্ড পরিচালনার সদিচ্ছা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, জবাব পাওয়ার আগেই সরকার তড়িঘড়ি বোর্ড ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে।

এবিষয়ে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ বলেন, '১ জুলাই সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে শোকজ নোটিশ আসে। নিয়ম অনুযায়ী ৭২ ঘণ্টা সময় পাওয়ার কথা ছিল। অথচ ৩ জুলাই তড়িঘড়ি বোর্ড ভেঙে দেওয়া হল। এটি যে পরিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।'

প্রশাসন অবশ্য জটিলতা তৈরির অভিযোগটিতে আমল দিতে নারাজ। এক আধিকারিক অবশ্য বলছেন, '৩০ জুন জারি হওয়া শোকজ নোটিশে তিনদিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। সেই হিসেবে ২ জুলাইয়ের মধ্যেই জবাব জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কাউন্সিলারদের পক্ষ থেকে চিঠি জমা পড়ে ৩ জুলাই। এর আগেই রাজ্য সরকারের বোর্ড ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ প্রশাসনের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল'। তাঁর দাবি, গোটা প্রক্রিয়া আইন মেনেই সম্পন্ন হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে।

> **আমরা এর জন্য আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। হাইকোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হব।**
>
> **শান্তনু দেবনাথ** কাউন্সিলার, আলিপুরদুয়ার

তবে, এই যুক্তি মানতে নারাজ কাউন্সিলাররা। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'আমরা এর জন্য আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। হাইকোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হব।'

এদিকে, প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর পুরসভার দৈনন্দিন কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতে শুরু করেছে। একদিকে প্রশাসন পরিষেবা সচল রাখার আশ্বাস দিচ্ছে, অন্যদিকে নিবাচিত কাউন্সিলারদের একাংশ আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভবিষ্যৎ কোনদিকে যায়, সেদিকে তাকিয়ে শহরবাসী।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ২

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হওয়ার কথা। তার আগেই আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় ৮৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার তরুণী এবং তাঁর মেসো। মালদা থেকে মাদক এনে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ রয়েছে তরুণীর বিরুদ্ধে। কয়েক মাস আগে মাদক সহ তরুণীকে ধরতে এসেও পুলিশ ব্যর্থ হয়েছিল। মাদক লুকিয়ে ফেলায় খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল পুলিশকর্মীদের। তারপর থেকেই কড়া নজরদারি চলছিল। মঙ্গলবার অবশেষে আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তরুণী এবং তাঁর মেসোকে। আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি মিলন বর্মন বললেন, 'ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিন ভোরে মালদার সুজাপুর থেকে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে করে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামেন বছর পঞ্চান্নর হাজিকুল শেখ। তারপর তিনি টোটোতে করে যান আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় তাঁর স্ত্রীর বোনঝি সোমা দে'র বাড়িতে। এই সোমা দে জংশন এলাকায় মাদক কারবারের অন্যতম চক্রী বলে জানা গিয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যৌথভাবে জংশন এলাকায় অভিযান চালায় আলিপুরদুয়ার থানা এবং জংশন ফাঁড়ির পুলিশ। সেখানে তাঁদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। পরে বিকেলে দুজনকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ছয়-সাত মাস আগে সোমার বাড়ি থেকে হাজিকুলের ছেলে মুবারক শেখকে মাদক কারবারের জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভিযোগ স্বীকার করেছেন হাজিকুল। পুলিশ জানিয়েছে, মালদা থেকে ব্রাউন সুগার কেনা হত। প্রতি গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম আটশো টাকা। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে সেই মাদক বিভিন্ন জায়গাতে সরবরাহ হত। ফোন করে অর্ডার করলেই পোশাকের আড়ালে মাদক সরবরাহ করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে তরুণীর পরিবারের বিরুদ্ধে। যদিও সোমা এবং তাঁর পরিবারের লোকজন সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বাস টার্মিনাস নিয়ে ক্ষোভ জয়গাঁয়

কাজ শেষ হয়নি ৬ বছরেও

সমীর দাস

জয়গাঁ, ৭ জুলাই : আন্তর্জাতিক মানের বাস টার্মিনাস, নাকি কোনও 'ভূতুড়ে বাড়ি'? দূর থেকে দেখলে চট করে চেনা দায় ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জয়গাঁর দাড়াগাঁওয়ের আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাসটিকে। তৃণমূল জমানায় ধুমধাম করে কাজ শুরু হয়েছিল। তারপর ৬ বছর কেটে গিয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি টার্মিনাসটির এখন জরাজীর্ণ দশা।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় যে কোনও সময় ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা।

- তৃণমূল জমানায় শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক মানের জয়গাঁ বাস টার্মিনাসের কাজ ৬ বছর ধরে অসম্পূর্ণ
- রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও নিম্নমানের কাজের জন্য দূর থেকে ভবনটিকে দেখায় 'ভূতুড়ে বাড়ি'র মতো
- সম্পূর্ণ কাজের অডিট রিপোর্ট বের করার নির্দেশ দিলেন কালচিনির বিধায়ক

২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে এই দোতলা বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, নীচুতলায় থাকবে বাস পার্কিংয়ের ব্যবস্থা এবং দোতলায় গড়ে উঠবে ২০টি বাণিজ্যিক স্টল ও একটি আধুনিক গেস্টহাউস। কিন্তু ৬ বছর আগে ছাদ ঢালাইয়ের পর দোতলায় একটি দোকানও তৈরি হয়নি। থমকে রয়েছে গেস্টহাউসের কাজও। বর্তমানে এই টার্মিনাস থেকে প্রতিদিন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, কলকাতা ও বিহার মিলিয়ে প্রায় ৭০টি বাস চলাচল করে। পর্যটকরাও এখানে গাড়ি রেখে ভুটান যান। অথচ জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ (জেডিএ) পরিচালিত এই টার্মিনাসে পানীয় জলের তীব্র সংকট, পরিষেবাও তলানিতে। আমিনুর মিয়াঁ বলেন, 'কেন স্টল ও গেস্টহাউস নির্মাণের কাজ থমকে থাকল তার তথ্য প্রকাশ্যে আনা উচিত।' ধূপগুড়ির সঙ্গে তুলনা টেনে তাঁর ক্ষোভ, 'প্রায় একই সময়ে ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে। সেখানে সব ঠিক থাকলেও জয়গাঁ বাস টার্মিনাসের এমন দুরবস্থা কেন?'

সম্প্রতি রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর জেডিএ-র চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। এই বিষয়ে মন্তব্য জানার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। তবে টার্মিনাসের কাজের মান নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন কালচিনির বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'জয়গাঁ শহর পুরসভায় উন্নীত করার ঘোষণা হয়েছে। যতদিন জেডিএ কার্যকর থাকবে ততদিন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক জেডিএ-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবেন। জেলা শাসককে বলেছি সম্পূর্ণ কাজের অডিট রিপোর্ট বের করতে। তিনি বাস টার্মিনাস পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।'

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, স্টল ও গেস্টহাউস চালু হলে এলাকার অর্থনীতিতে গতি আসত। জয়গাঁ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামাশংকর গুপ্তা বলেন, 'জয়গাঁ শহরে বাস টার্মিনাস হলে বাইরে থেকে আসা মানুষের সুবিধা হত। বাসচালকরাও সুবিধা পেতেন।'

ভয় নেই, আমি আছি তো।। আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

কলেজে মন্ত্রী বিশালকে সংবর্ধনা

জয়গাঁ, ৭ জুলাই : মঙ্গলবার জয়গাঁর ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যের পুলিশ প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিৎকুমার দে, অধ্যাপক বিনয়কুমার প্যাটেল সহ অন্য অধ্যাপক, কর্মী এবং পড়ুয়ারা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। নিজের ভাষণে পড়ুয়াদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করেন মন্ত্রী বিশাল।

জয়গাঁর এই কলেজটিতে কলা বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও বিভাগ নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অন্য বিভাগ চালু সহ কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি তুলে ধরা হয়। উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কলেজের সার্বিক উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী বিশাল।

ফালাকাটার রাজপথে নামবে চারটি রথ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ জুলাই : ১৬০ কেজি জিলিপিতে বরণ করা হবে জগন্নাথ দেবকে। আবার ভোর চারটেয় মঙ্গল আরতির মাধ্যমে শুরু হবে জগন্নাথের রথযাত্রা। শীতলাবাড়িতে বসবে মেলা। মহাকালবাড়িতে ইসকনের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সাতদিন ধরে চলবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। গৌড়ীয় মঠ এবং সুভাষপল্লি আখড়াতেও রথযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। ১৬ জুলাই রথযাত্রা, হাতে একেবারেই বেশি সময় নেই। তার আগে ফালাকাটায় সাজোসাজো রব।

ফালাকাটা শীতলাবাড়ি রথযাত্রা কমিটির সম্পাদক সুভাষ সাহা বলেন, 'প্রায় ৭৯ বছর ধরে আমাদের এখানে রথযাত্রা এবং মেলার আয়োজন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রথ নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি। রথ সংস্কারের কাজও চলছে।'

শীতলাবাড়িতে রথ তৈরির সঙ্গে রমণী নাগ, কালীপদ সাহা, মানিক বোস, সত্যরঞ্জন পালরা যুক্ত ছিলেন।

ফালাকাটায় শীতলাবাড়িতে চলছে রথ সংস্কার। মঙ্গলবার।

১৬০ কেজি জিলিপিতে বরণ

তাঁদের উদ্যোগেই ফালাকাটা শহরে রথযাত্রার সূচনা হয়। প্রায় ৭৯ বছর ধরে ফালাকাটার মানুষ এই রথযাত্রায় মেতে ওঠেন। উলটোরথের দিনও শীতলাবাড়িতে মেলা বসে। এই রথযাত্রা এবং মেলায় কয়েক লক্ষ মানুষ অংশ নেন।

ফালাকাটায় ইসকনের চক্রপতি দীনমণি বাসুদেব দাস জানালেন, ফালাকাটায় এবার তাঁদের রথযাত্রার তৃতীয় বর্ষ। রথের দিন ভোরবেলা থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে আটদিন ধরে মহাকালবাড়ি প্রাঙ্গণে চলবে নানা সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সোজা এবং উলটো রথে প্রায় ১৫ হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

শীতলাবাড়ির পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে রথযাত্রার আয়োজন করছে গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ। মিল রোড থেকে রথ বেরিয়ে শহরের থানা রোড ধরে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরে। এবারও একই পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। পাশাপাশি এবারও রথযাত্রায় প্রায় ১৬০ কেজি জিলিপিতে জগন্নাথ দেবকে বরণ করা হবে। জিলিপি তৈরি করবেন আশ্রমের ভক্তরাই।

ফালাকাটা পর্বত গৌড়ীয় মঠের মঠ রক্ষক মহারাজ গোবিন্দ দাস বলেন, 'এবার ১৬০ কেজি জিলিপিতে প্রভু জগন্নাথকে বরণ করব। প্রভুকে দুধ-জল এবং পুষ্প দিয়ে স্নানও করানো হয়। রথের দিন খোল, করতাল সহকারে নগরকীর্তনও করা হবে।' এছাড়া, ফালাকাটাতে এবার সুভাষপল্লি গিরিধারী আশ্রমের তরফে রথ বের করা হবে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাকালবাড়ির গোটা মাঠ চত্বর সাজিয়ে তোলা হবে। মাঠের ভেতর ভালো করে ছাউনি দেওয়া হবে। সেখানে সাতদিন ধরে হবে নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সবখানেই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। রথযাত্রার জন্য এখন তাই মুখিয়ে রয়েছেন ফালাকাটা শহরের মানুষ।

রোনাল্ডোর বিদায়ে স্তব্ধ আর্জেন্টিনাও

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৭ জুলাই : জর্জিয়া ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস সেন্টারের (জিডব্লিউসিসি) মিডিয়া সেন্টারে এমনিতেই একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা থাকে। কিন্তু ৯১ মিনিটে স্পেনের মিকেল মেরিনোর গোলটা হতেই পাঁচতলার সেই সুবিশাল ঘরে যে গা-ছমছমে নীরবতা নেমে এল, তা যেন আক্ষরিক অর্থেই এক যুগের অবসানের শোকগীতি! সেখানে উপস্থিত গুটিকয়েক ভারতীয়, মিশরীয় আর বাংলাদেশি সাংবাদিক ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ছিলেন আর্জেন্টাইন। কিন্তু ফুটবলে পরম শত্রুর পতনেও যে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা আর শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে, আটলান্টার এই বিকেলটা যেন তারই সাক্ষী থাকল।

এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত যে কয়টি শহর ঘুরেছি, তার মধ্যে আটলান্টার পরিকাঠামো সবচেয়ে আধুনিক ও সুবিধাজনক মনে হল। বিশ্বকাপের জন্য নাম বদলে 'আটলান্টা স্টেডিয়াম' হলেও, এর আসল নাম মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম চত্বর পেরোলেই সিএনএনের সদর দপ্তর এবং এখানকার মেট্রো রেল 'মার্টা'-র স্টেশন। নিউ ইয়র্কের বাইরে এখানেই দেখলাম চারটি আলাদা লাইনে বহুদূর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা ছড়িয়ে আছে। জিডব্লিউসিসি স্টেশন চত্বরের ঠিক বাইরেই বসানো কিংবদন্তি বক্সার ইভান্ডার হোলিফিল্ডের এক দুর্দান্ত মূর্তি।

তবে আটলান্টায় যা দেখলাম, তা এর আগে কোনও শহরে দেখিনি। আর্জেন্টিনা বনাম মিশর ম্যাচের আগের দিন দুপুরেই স্টেডিয়ামের বাইরে অগণিত মানুষের ভিড়। টিকিটের হাহাকার আর উন্মাদনা তুঙ্গে থাকলেও, এদিন সবার নজর ছিল ডালাসের মাঠের দিকে। পর্তুগাল বনাম স্পেনের সেই মহাদ্বৈরথ! বিশ্বকাপে কি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, নাকি চিরতরে বিদায় নেবেন? মিডিয়া সেন্টারের আর্জেন্টাইন সাংবাদিকরাও নিজেদের কাজ ভুলে টিভির পর্দায় মগ্ন ছিলেন। পর্তুগাল গোলের কাছাকাছি পৌঁছালে তাঁরা স্বভাবতই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিলেন না, কিন্তু ৯১ মিনিটে স্পেনের জয়সূচক গোলটা হতেই আচমকা পিনপতন নিস্তব্ধতা গ্রাস করল গোটা ঘরকে।

ম্যাচ শেষে টিভির পর্দায় যখন কান্নার দমক আটকে রাখা সিআর সেভেনের মুখটা ভেসে উঠল, তখন আর্জেন্টিনার সাংবাদিকদের মুখেও চওড়া হাসির বদলে দেখা গেল এক মলিন বিষণ্ণতা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর এমন বিদায় হয়তো তাঁরাও চাননি। ফুটবল মঞ্চে চিরন্তন এক আর দুইয়ের সেই মহাকাব্যিক লড়াইটাই যদি না থাকে, তবে আর কীসের রোমাঞ্চ!

মাঠে যে মানুষটা ৯০ মিনিট ধরে ছুটছিলেন, তিনি যেন তাঁর ফেলে আসা সোনালি অতীতের এক ক্লান্ত ধ্বংসাবশেষ! এমন করুণ পরিণতি কোনও সত্যিকারের ফুটবলপ্রেমীই চাইতে পারেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে রোনাল্ডোর বিদায় নিয়ে প্রশ্ন ধেয়ে এসেছিল লিওনেল স্কালোনির দিকেও। এক মুহূর্ত চুপ থেকে আর্জেন্টিনা কোচের দার্শনিক জবাব, 'এই বিশ্বকাপ প্রমাণ করে দিচ্ছে, কোনও নির্দিষ্ট দলের আর একাধিপত্য নেই। ফ্রান্স বা স্পেনের মতো দলেরও জিততে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আলাদা, আর দীর্ঘদিন ধরে খেলা অভিজ্ঞ ফুটবলারদের সেটা সবার আগে বোঝা উচিত।'

স্কালোনির কথার মাঝেই হয়তো লুকিয়ে ছিল এক নির্মম সত্য-বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকা বাস্তবকে যদি রোনাল্ডো মেনে নিতে পারতেন, তবে শেষবেলার এই বিদায়টা হয়তো এতটা করুণ আর যন্ত্রণাদায়ক হত না!

ব্যাটন বদল। ইউরোপের ফুটবলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যেন লামিনে ইয়ামালকে দিয়ে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

কোয়ার্টার ফাইনালে রেড ডেভিলরা

হোয়াইট হাউসের ফোন আমেরিকাকে বাঁচাতে পারল না

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

বেলজিয়াম-৪ (কেটেলেয়ার-২, ভ্যানাকেন, লুকাকু)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-১ (টিলম্যান)

সিয়াটেল, ৭ জুলাই : হোয়াইট হাউসের ফোন করে হয়তো ফিফার নিয়ম বাঁকানো যায়, কিন্তু ফুটবল মাঠের ফলাফল বদলানো যায় না। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর হস্তক্ষেপে ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের শাস্তি স্থগিত করে তাঁকে মাঠে নামানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ গোলের সেই লজ্জাজনক হারের পর আমেরিকার স্বপ্ন সিয়াটেলের লুমেন ফিল্ডেই মুখ থুবড়ে পড়ল। এই হারের সঙ্গেই এবারের বিশ্বকাপের তিন আয়োজক দেশই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল।

গ্যালারির উন্মাদনা আর প্রত্যাশার চাপে আমেরিকার খেলোয়াড়রা এদিন যেন নিজেদেরই ছায়া হয়ে ছিলেন। আগের ম্যাচগুলোর সেই আগ্রাসন আর তীব্রতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত বালোগানের লাল কার্ড নিয়ে তৈরি হওয়া মাঠের বাইরের বিতর্ক খেলোয়াড়দের মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে পুরো দলটাকেই বড্ড ছন্নছাড়া লাগছিল।

ম্যাচের শুরু থেকেই বেলজিয়াম তাদের দাপট দেখাতে শুরু করে। ৯ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের চমৎকার একটি ক্রসে বল পেয়ে যান নিকোলাস রাস্কিন। তাঁর বাড়ানো নীচু পাস থেকে অনায়াসে গোল করে বেলজিয়ামকে এগিয়ে দেন চার্লস ডি কেটেলেয়ার। ৩১ মিনিটে আচমকাই সমতায় ফেরে আমেরিকা। বক্সের ঠিক বাইরে ফাউলের শিকার হন সেই বিতর্কিত বালোগান। আর সেখান থেকেই মালিক টিলম্যানের দুর্দান্ত ফ্রি কিক হ্যান্স ভ্যানাকেনের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে বেলজিয়ামের জালে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু আমেরিকার এই স্বস্তি মাত্র দুই মিনিট স্থায়ী হয়। ৩৩ মিনিটে ট্রোসার্ডের আরও একটি নিখুঁত ক্রস থেকে প্রবীণ ডিফেন্ডার টিম রিমকে টপকে অসাধারণ হেডে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন কেটেলেয়ার। প্রথমার্ধে ১-২ গোলে পিছিয়ে থাকার পর বিরতিতে

জোড়া গোল করে বেলজিয়ামের জয়ের নায়ক চার্লস ডি কেটেলেয়ার।

আমেরিকার স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানকে সান্ত্বনা বেলজিয়ামের কোচ রুডি গার্সিয়ার।

জিওভানি রেইনাকে মাঠে নামান কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমেরিকা বলের দখল কিছুটা বাড়ালেও ৫৭ মিনিটে গোলকিপার ম্যাট ফ্রিসের এক ছেলেমানুষি ভুলে সব আশা শেষ হয়ে যায়। বক্সের অনেকটা বাইরে বেরিয়ে এসে বল ক্লিয়ার করতে দ্বিধা করেন ফ্রিস। সেই সুযোগে বল কেড়ে নেন কেটেলেয়ার, আর ফাঁকা গোলে অনায়াসে বল জড়িয়ে দেন ভ্যানাকেন।

পচেত্তিনোর দলের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, যিনি চোটের কারণে ৫৯ মিনিটে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। পুরো টুর্নামেন্টেই চোটের জন্য ভুগতে থাকা পুলিসিচের এই বিদায় যেন দলের হতাশারই প্রতীক। সংযোজিত সময়ে রোমেলু লুকাকু ডান দিক থেকে কাট করে ঢুকে দুরন্ত শটে বেলজিয়ামের চতুর্থ গোলটি করেন। এই গোলের সুবাদে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম বদলি খেলোয়াড় হিসেবে এক টুর্নামেন্টে তিনটি গোল করার রেকর্ডও গড়লেন লুকাকু।

এই হারের ফলে ২০০২ সালের পর আর একবারও বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বাদ পেল না আমেরিকা।

অন্যদিকে, গ্রুপ লিগের ম্যাচগুলোতে নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে না পারলেও, সঠিক সময়ে জ্বলে উঠে শেষ আটে জায়গা করে নিল বেলজিয়াম। আগামী শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসে কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের মুখোমুখি হবে শক্তিশালী স্পেন। সিয়াটেলের এই হতাশাজনক রাতে একটা কথাই প্রমাণিত হল- রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে হয়তো মাঠে খেলোয়াড় নামানো যায়, কিন্তু ফুটবলীয় শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া বিশ্বকাপ জেতা যায় না।

এই বিশ্বকাপ প্রমাণ করে দিচ্ছে, কোনও নির্দিষ্ট দলের আর একাধিপত্য নেই। ফ্রান্স বা স্পেনের মতো দলেরও জিততে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আলাদা, আর দীর্ঘদিন ধরে খেলা অভিজ্ঞ ফুটবলারদের সেটা সবার আগে বোঝা উচিত।

-লিওনেল স্কালোনি, আর্জেন্টিনা কোচ

মাঠের রেষারেষির আড়ালে আন্তোনেলা ও জর্জিনার বন্ধুত্ব

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৭ জুলাই : প্রবাদ আছে, নারীরাই নাকি নারীদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাঁরা যদি বিশ্ববন্দিত সুন্দরী হন, তবে তো কথাই নেই! কিন্তু এই মিথকে যেন এক লহমায় ভেঙে চুরমার করে দিলেন বিশ্বফুটবলের দুই 'ফার্স্ট লেডি'-আন্তোনেলা রকুজ্জো এবং জর্জিনা রডরিগেজ। মাঠের লড়াই আর ব্যক্তিগত জীবনের রসায়ন যে সম্পূর্ণ আলাদা, বিশ্বমঞ্চে তা আরও একবার প্রমাণ করলেন তাঁরা।

স্পেনের কাছে হেরে চোখের জলে বিশ্বকাপকে যখন চিরবিদায় জানাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, তখন মাঠের বাইরে তাঁর দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির পরিবারের সঙ্গে এক অদ্ভুত সৌজন্যের ছবি ফুটে উঠল। দিনকয়েক আগেই মিক্সড জোনে মেসিকে নিয়ে ধেয়ে আসা প্রশ্নে প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন সিআর সেভেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, মেসির সাফল্যে হয়তো ঈর্ষান্বিত তিনি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নাকি নিজেদের সেরাটা নিংড়ে বের করে আনার জন্যই এই রেষারেষির আগুনটা সযত্নে বুকে পুষে রাখতে হয় দুই মহাতারকাকে? একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার অদম্য জেদ না থাকলে কি আর যুগের পর যুগ বিশ্বশাসন করা যায়! তাঁরা যদি সত্যিই পরম শত্রু হতেন, তবে তাঁদের জীবনসঙ্গিনীরা কি একে অপরের দিকে এভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারতেন?

স্বামীরা যখন মাঠের সবুজ ঘাসে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে মগ্ন, তখন বিশ্বমঞ্চে এক অনবদ্য বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আন্তোনেলা আর জর্জিনা। সদ্য 'মিমোয়া' নামে একটি লাউঞ্জওয়্যার বা আরামদায়ক পোশাকের ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছেন রোনাল্ডোর বান্ধবী। সেই লিমিটেড এডিশন পোশাক উপহার হিসেবে তিনি পাঠিয়েছিলেন মেসির স্ত্রীর কাছে।

উপহার পেয়ে আপ্লুত আন্তোনেলা তা ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে লেখেন, 'অনেক ধন্যবাদ জর্জিনা। সবকিছু অসম্ভব সুন্দর। আমি তোমার এই নতুন উদ্যোগের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করি।' জর্জিনাও সেই পোস্ট নিজের দেওয়ালে শেয়ার করেন। মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় এই সৌজন্য বিনিময়, যা পরোক্ষে জর্জিনার নতুন ব্র্যান্ডের প্রচারকেও এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

আরাম আর আভিজাত্যের মিশেলে তৈরি এই পোশাক পরেই পর্তুগাল বনাম কলম্বিয়া ম্যাচে গ্যালারিতে রোনাল্ডোর হয়ে গলা ফাটাতে এসেছিলেন জর্জিনা, পোশাকে লেখা ছিল রোনাল্ডোর সেই আইকনিক সাত নম্বর। পর্তুগাল সেই ম্যাচ জিতলে এবারের বিশ্বকাপে হয়তো দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাতের রাস্তা খোলা থাকত। কিন্তু তা আর হয়নি।

কিন্তু দুই কিংবদন্তির সেই ঐতিহাসিক ও বহু আলোচিত রেষারেষির আড়ালে দুই পরিবারের মধ্যে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সম্প্রীতির এক ফল্গুধারা নীরবে বয়ে চলেছে, তার এই ঝলক যেন নতুন করে মন ছুঁয়ে গেল ফুটবলপ্রেমীদের।

অনেক ধন্যবাদ জর্জিনা। সবকিছু অসম্ভব সুন্দর। আমি তোমার এই নতুন উদ্যোগের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করি।
-আন্তোনেলার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট

স্বামীরা যখন মাঠের সবুজ ঘাসে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে মগ্ন, তখন বিশ্বমঞ্চে এক অনবদ্য বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আন্তোনেলা আর জর্জিনা। সদ্য 'মিমোয়া' নামে একটি লাউঞ্জওয়্যার বা আরামদায়ক পোশাকের ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছেন রোনাল্ডোর বান্ধবী। সেই লিমিটেড এডিশন পোশাক উপহার হিসেবে তিনি পাঠিয়েছিলেন মেসির স্ত্রীর কাছে।

রাগে ফুঁসছেন ডায়াস

স্পেনের কাছে হেরে পর্তুগালের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ হতেই মেজাজ হারালেন রুবেন ডায়াস! ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ডিফেন্ডার। কিন্তু ঠিক পাশেই স্পেনের মিকেল মেরিনো কথা বলা শুরু করায় প্রচণ্ড রেগে যান তিনি। কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সেখান থেকে বেরিয়ে যান ডায়াস। গোটা পর্তুগাল দল যখন স্পেনের কাছে হারের শোকে স্তব্ধ, তখন একমাত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোই সাহসের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে কথা বলেন। হতাশায় মোড়া বিদায়বেলায় ডায়াসের এমন আচরণ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুরোনো বন্ধুত্বের লড়াই

বিশ্বকাপের নকআউটে পর্তুগালকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের উঠেছে স্পেন। তবে এই ম্যাচের শেষে এক অভাবনীয় ঘটনার সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব! ইনজুরি টাইমে সহজ সুযোগ নষ্ট করে বার্নার্ডো সিলভা যখন হতাশায় মাটিতে বসে, তখন তাঁর সামনে গিয়ে রীতিমতো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উল্লাস করেন স্পেনের রড্রি। পুরোনো ম্যাঞ্চেস্টার সিটি সতীর্থের এমন আচরণে রেগে গিয়ে তাঁকে ধাক্কাও দেন রিয়াল মাদ্রিদের নতুন তারকা সিলভা। যদিও ম্যাচ শেষে বন্ধু সিলভার কাছে ক্ষমা চেয়ে রড্রি জানিয়েছেন, স্রেফ পুরোনো বন্ধুত্বের অধিকার থেকেই উত্তেজনার বশে তিনি ওই ভুলটি করে ফেলেছিলেন।

বর্ণবিদ্বেষের আস্ফালন প্যারাগুয়ের সেনেটরকে তুলোধোনা 'অধিনায়ক' এমবাপের

বোস্টন, ৭ জুলাই : ফুটবলের ময়দান মেধা, শিল্প ও অদম্য লড়াইয়ের এক পবিত্র ক্যানভাস। কিন্তু সেই আঙিনায় যখন বর্ণবিদ্বেষের কদর্য বিষবাষ্প এসে পড়ে, তখন খেলার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায় ঘৃণার অন্ধকারে। শনিবার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে প্যারাগুয়ের হারের পর ঠিক এমনই এক ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী থাকল বিশ্ব। ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপের বিরুদ্ধে সরাসরি বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ শানালেন প্যারাগুয়ের নেত্রী তথা সেনেটর সেলেস্তে আমারিলা।

পরাজয়ের গ্লানি হজম করতে না পেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমবাপেকে 'উপনিবেশিত ক্যামেরুনীয়' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন এই নেত্রী। তাঁর আক্রমণের ভাষা ছিল চরম রুচিহীন। এমবাপের শিকড় ও শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে তিনি লেখেন, 'মায়ের দুধের বদলে ও নারকেলের জল খেয়ে বড় হয়েছে, আর শিম্পাঞ্জিদের কাছে শিক্ষা পেয়েছে।' একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে একজন রাজনীতিবিদের এমন কদর্য মন্তব্যে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এর আগে প্যারাগুয়ের প্রাক্তন গোলকিপার হোসে লুইস চিলাভার্টও ফরাসি দলকে 'আফ্রিকার দল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন।

তবে মাঠের লড়াইয়ের মতো মাঠের বাইরের লড়াইয়েও যে তিনি হার মানতে রাজি নন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এমবাপে। জ্বলন্ত ভাষায় এই বর্ণবিদ্বেষের জবাব দিয়ে তিনি আমারিলাকে একজন 'ঘৃণ্য ও অপদার্থ' নারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এমবাপে বলেছেন, 'আপনি কোনওভাবেই প্যারাগুয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন না। আপনাদের ফুটবলাররা মাঠে ঘাম ঝরিয়ে যে সম্মানজনক লড়াই করেছে, আপনার এই নির্লজ্জ বর্ণবিদ্বেষের কারণে বিশ্ববাসী আজ তা ভুলে গিয়েছে। আপনার মতো মানুষদের এই বিশ্বে ঘৃণা ছড়ানোর অধিকার আমি কিছুতেই দেব না।'

অধিনায়কের অপমানে ফুঁসে উঠেছে ফরাসি ফুটবল সংস্থাও। তারা এই ঘটনাকে 'চরম জঘন্য ও অগ্রহণযোগ্য' আখ্যা দিয়ে ওই নেত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ও অপরাধমূলক মামলার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমবাপেকে সমর্থন জুগিয়েছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি জাস্টিন ট্রুডোও।

টুর্নামেন্টে ৭ গোল করে ইতিমধ্যেই যুগ্মভাবে সবাধিক গোলদাতা এমবাপে। এই সমস্ত নোংরা বিতর্ক সরিয়ে রেখে তাঁর নজর এখন বৃহস্পতিবার বোস্টনে মরক্কোর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের মহারণে। বর্ণবিদ্বেষের কালো থাবা হয়তো মাঝে মাঝে ফুটবলের আকাশ ঢেকে দিতে চায়, কিন্তু এমবাপের মতো অদম্য নক্ষত্ররা নিজেদের আলোতেই সেই অন্ধকার দূর করতে জানেন।

আপনি কোনওভাবেই প্যারাগুয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন না। আপনাদের ফুটবলাররা মাঠে ঘাম ঝরিয়ে যে সম্মানজনক লড়াই করেছে, আপনার এই নির্লজ্জ বর্ণবিদ্বেষের কারণে বিশ্ববাসী আজ তা ভুলে গিয়েছে।

(প্যারাগুয়ের সেনেটর সেলেস্তে আমারিলার উদ্দেশে কিলিয়ান এমবাপে)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উপহাস

ইরান-বেলজিয়ামের

রোমেলু লুকাকুর এই ছবি পোস্ট করে বেলজিয়াম ফুটবল সংস্থার তরফে লেখা হল, এটা বাতিল করে দেখাও।

সিয়াটেল, ৭ জুলাই : বিশ্বকাপ থেকে বিদায়। তারপরেও লাল কার্ড বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বমঞ্চে স্বপ্নভঙ্গের পর প্রতিপক্ষদের কটাক্ষের শিকার ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচরা।

রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন মার্কিন তারকা ফোলারিন বালোগান। ফলে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে নিবাসিত থাকার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই নির্বাসন প্রত্যাহার করে নেয় ফিফা। শোনা গিয়েছিল খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে ফোন করেছিলেন। তারপরেই সিদ্ধান্ত বদল।

ফিফার এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ফুটবল মহল। এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশন। অবশ্য ম্যাচে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনও প্রভাবই পড়েনি। ফোলারিন বালোগান ছিলেন নিষ্প্রভ। বেলজিয়ামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচদের।

ম্যাচ জিতলওে মার্কিনীদের কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বেলজিয়াম। সমাজমাধ্যমে গোল করার পর রোমেলু লুকাকুর সেলিব্রেশনের ছবি পোস্ট করে বেলজিয়াম ফুটবল সংস্থা। তার ক্যাপশনে লেখা, 'এটা বাতিল করে দেখাও।' কারও নাম না করলেও ইঙ্গিতটা যে ফিফা ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে, সেটা স্পষ্ট। এখানেই থামেনি তারা, উত্তর আমেরিকায় ফুটবলকে সকার বলার সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করে বেলজিয়াম ফুটবল সংস্থা সমাজমাধ্যমে লিখেছে, 'এটিকে সকার নয়, ফুটবল বলা হয়।'

বেলজিয়াম ফুটবলাররা ম্যাচ শেষে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন সংবাদমাধ্যমের কাছে। গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া বলেছেন, 'ম্যাচের আগে মনে হয়েছিল, বেলজিয়ামের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা মাঠেই এর জবাব দিয়েছি।' দলের অধিনায়ক ইউরি টিয়েলেম্যান্সও জানান, বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহার পুরো দলকে তাতিয়ে দিয়েছিল। বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া অবশ্য লাল কার্ড বিতর্কে বালোগানের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'এখানে বালোগানের কোনও ভুল নেই। ওকে দোষ দেওয়া যায় না।'

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিতে আসরে নেমেছে ইরান। চলতি বিশ্বকাপে তাদের বারবার মার্কিন প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছে। ফলে পুলিসিচদের হারে তারাও বেশ খুশি। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'এখন পুরো বিশ্ব ফুটবলের কাছে রাজনীতির এই পরাজয়কে উদযাপন করতে নাচছে।' পরে ইরান ফুটবল সংস্থা সমাজমাধ্যমে বেলজিয়াম-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম-ইরান ম্যাচের রেজাল্ট পোস্ট করে লিখেছে, 'এসো আমার সঙ্গে নাচো'। আপাতত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও ফুটবল মহলে এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে সমালোচনা চলছে।

বালোগানের লাল কার্ড বিতর্ক

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'এখন পুরো বিশ্ব ফুটবলের কাছে রাজনীতির এই পরাজয়কে উদযাপন করতে নাচছে।' পরে ইরান ফুটবল সংস্থা সমাজমাধ্যমে বেলজিয়াম-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম-ইরান ম্যাচের রেজাল্ট পোস্ট করে লিখেছে, 'এসো আমার সঙ্গে নাচো'।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে মাথায় হাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের।

ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে নরওয়ে শিবিরে ভাইরাসের হানা

মায়ামি, ৭ জুলাই : গত সপ্তাহে জোড়া গোল করে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়ে রূপকথা লিখেছিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। কিন্তু শনিবার মায়ামিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে সেই নরওয়ে শিবিরেই অজানা জ্বরের আতঙ্ক। জোরগেন স্ট্র্যান্ড লারসেন এবং মার্কাস পেডারসেনের মতো তারকারা ইতিমধ্যেই অসুস্থ। সাংবাদিক সম্মেলনে খোদ কোচ স্টালে সোলবাকেনকেও কাশতে দেখা যায়। টানা বিমান সফর, তাপমাত্রার হেরফের এবং এসির হাওয়াকেই এই শারীরিক অসুস্থতার কারণ হিসেবে দুষছেন তিনি। বোস্টন, নিউ জার্সি, ডালাস হয়ে মায়ামিতে পৌঁছানোর এই ক্লান্তিকর সূচিই এখন নরওয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু। অন্যদিকে, মেক্সিকোকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে টমাস টুচেলের ইংল্যান্ড। দুইদিনের বিশ্রামে তারা তরতাজা হলেও, লাল কার্ড দেখা জ্যারেল কোয়ানসাকে নিয়ে কিছুটা চিন্তায় থ্রি লায়ন্সরা। এখন দেখার, শারীরিক ক্লান্তি আর ভাইরাসের বাধা টপকে হাল্যান্ডরা শনিবার মাঠে ফের কোনও মিরাকল ঘটাতে পারেন কি না।

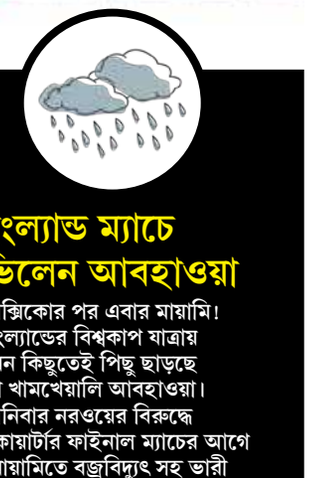

ইংল্যান্ড ম্যাচে ভিলেন আবহাওয়া

মেক্সিকোর পর এবার মায়ামি! ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ যাত্রায় যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না খামখেয়ালি আবহাওয়া। শনিবার নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে মায়ামিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মেক্সিকো ম্যাচেও বৃষ্টির কারণে খেলা এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছিল। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের আট মাইলের মধ্যে বাজ পড়লে ৩০ মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখতে হবে। একদিকে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের নরওয়ের কঠিন চ্যালেঞ্জ, তার ওপর আবহাওয়ার এই ভ্রূকুটি! থ্রি লায়ন্সদের ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকদেরও চরম ভোগান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অস্ত্রোপচারের পথে হেন্ডারসন

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জয়ের আনন্দে বিজ্ঞাপন বোর্ড টপকাতে গিয়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন জর্ডন হেন্ডারসন। এবার জানা গেল, তাঁর সেই ভাঙা কবজিতে অস্ত্রোপচার করতে হবে! স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়া এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের বিশ্বকাপ অভিযান কার্যত এখানেই শেষ বলে মনে করা হচ্ছে। কোচ টমাস টুচেল জানিয়েছেন, চোট বেশ গুরুতর। মেক্সিকো সিটি থেকে দলের সঙ্গে কানসাস সিটিতে ফেরেননি তিনি। তবে চোট সত্ত্বেও বিশ্বকাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলের সঙ্গেই আমেরিকায় থেকে যেতে চান ৩৬ বছরের এই তারকা।

ফিফার নীরবতায় সরব লা লিগা সভাপতি

ডালাস, ৭ জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহারের ঘটনায় ফিফার রহস্যময় নীরবতা নিয়ে এবার বিস্ফোরক লা লিগা সভাপতি জাভিয়ের তেবাস। রাজনৈতিক চাপে এক ফুটবলারের শাস্তি মকুব করার সিদ্ধান্তকে উয়েফা আগেই 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়েছে। এবার তেবাস এই ঘটনাকে ফিফার দীর্ঘদিনের দুর্নীতির 'হিমশৈলের চূড়া' বলে তোপ দাগলেন। তাঁর মতে, ফিফার এমন একতরফা ও খামখেয়ালি ফতোয়া বিশ্ব ফুটবল এবং সমর্থকদের কাছে খেলাটির বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট করে দিচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রেফারি রাফায়েল ক্রসকে 'সন্দেহজনক' বললেও, ফিফার এই মেরুদণ্ডহীন আত্মসমর্পণ নিয়ে সরব হয়েছেন তেবাস। তাঁর সবচেয়ে বড় আক্ষেপ, ফুটবল বিশ্বের অনেকেই এই দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আখের গোছাতে 'সুবিধাবাদী নীরবতা' পালন করছেন। এই নীরবতা ভেঙে ফিফাকে একটি স্বচ্ছ, স্বাধীন এবং দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জোর দাবি তুলেছেন লা লিগা প্রধান।

ট্রাম্পের জাদুদণ্ডে ফিফার 'ক্ষমা'

এবার আপিলের লাইনে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড

নিউ ইয়র্ক, ৭ জুলাই : সবুজ গালিচায় এখন ফিফার নিয়মের চেয়ে হোয়াইট হাউসের অলিখিত ফতোয়ার জোর বেশি। মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড বিনা আবেদনেই জাদুমন্ত্রের মতো উধাও হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ব ফুটবল বুঝে গিয়েছে- ফিফা এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতের আঙ্গাবহ পুতুল। আর ফিফার এই মেরুদণ্ডহীন আত্মসমর্পণের সুযোগ নিয়ে কার্ড বাতিলের উৎসবে মেতেছে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড।

প্যান্ডোরার বাক্সটা ফিফাই খুলেছে। খোদ আয়োজক দেশের স্ট্রাইকারের শাস্তি যদি প্রেসিডেন্টের অঙ্গুলিহেলনে রাতারাতি মকুব হয়ে যায়, তবে বাকিরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? সুযোগ বুঝেই ফিফার দ্বারস্থ হয়েছে ফ্রান্স। প্যারাগুয়ে ম্যাচে প্রতিপক্ষের জঘন্য অভিনয় এবং রেফারির ভুলে ফরাসি তারকা মাইকেল ওলিসে যে অযৌক্তিক হলুদ কার্ড দেখেছিলেন, তা বাতিলের জোর দাবি জানিয়েছে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন। পিছিয়ে নেই ইংল্যান্ডও। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ডিফেন্ডার জ্যারেল কোয়ানসার বিতর্কিত লাল কার্ডটি বাতিল করতে 'ট্রাম্প মডেল' অনুসরণ করে আপিলের পথে হাঁটতে চলেছে তারাও।

ফুটবলের নিয়মবই এখন কার্যত প্রহসন। বালোগানকে ছাড় দিয়ে ফিফা প্রমাণ করেছে, ক্ষমতা আর রাজনৈতিক আস্ফালনের কাছে ন্যায়বিচার স্রেফ কাগুজে শব্দ। ফিফার এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের পর কার্ড বাতিলের এই 'বাম্পার অফার' লুটে নিতে এখন সবাই লাইনে। ফুটবলের অভিভাবক নয়, ফিফা আজ প্রমাণ করল তারা সাম্রাজ্যবাদের এক অনুগত ভৃত্য মাত্র, যাদের কাছে খেলার স্বচ্ছতার চেয়ে ক্ষমতাবানদের সন্তুষ্ট করাই একমাত্র লক্ষ্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেকে কটাক্ষ করে তাঁর ঢংয়ে গোলের পর রোমেলু লুকাকুর এই নাচ আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

ফিরছেন জেমস

মেক্সিকো ম্যাচে জ্যারেল কোয়ানসা লাল কার্ড দেখায় ইংল্যান্ডের রাইটব্যাক পজিশন নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়েছিলেন কোচ টমাস টুচেল। তবে নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই এল স্বস্তির খবর! হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে অবশেষে পুরোদমে অনুশীলনে ফিরছেন দলের এক নম্বর রাইটব্যাক রিসি জেমস। চোটের কারণে টুর্নামেন্টের আগের তিনটি ম্যাচ মিস করেছিলেন এই চেলসি অধিনায়ক। তাঁর অনুপস্থিতিতে জেড স্পেন্স, জন স্টোনস বা ডেকলান রাইসদের দিয়ে কাজ চালালেও, নরওয়ের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জেমসের ফেরাটা ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য এক বিরাট বড় বুস্ট হতে চলেছে!

রেফারির পাশে ফিফা

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ফোলারিন বালোগানকে লাল কার্ড দেখানো নিয়ে এবার বিতর্কে জড়ালেন খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প! মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, ব্রাজিলিয়ান রেফারি রাফায়েল ক্রুজের অতীত রেকর্ড নাকি রীতিমতো 'সন্দেহজনক'। ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় ওঠে। তবে ফিফা কড়া ভাষায় রেফারির পাশেই দাঁড়িয়েছে। ফিফা বস জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো এবং রেফারি কমিটির প্রধান পিয়েরলুইগি কলিনা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্রুজ তাদের অন্যতম সেরা এবং বিশ্বস্ত রেফারি। ট্রাম্পের তোপের মুখে পড়লেও, ফিফার হস্তক্ষেপে বালোগানের নির্বাসন অবশ্য তুলে নেওয়া হয়েছে এবং বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে নকআউটের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি মাঠেও নেমেছেন।

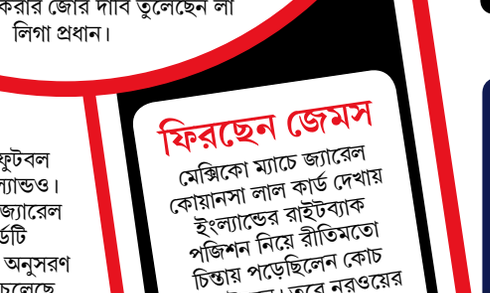

বেকহ্যামের সঙ্গে হাতাহাতি থেকে

১০০ ম্যাচের মাইলফলকে স্কালোনি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৭ জুলাই : তিন মহাদেশ মিলিয়ে গত কয়েক বছরে লিওনেল স্কালোনির কতগুলি সাংবাদিক বৈঠকে বসেছি, তার ঠিক ইয়ত্তা নেই। কোথাও এই মানুষটার হাবভাবের বিন্দুমাত্র বদল দেখিনি। সেই একইরকম শান্ত, নিরাভরণ এবং প্রচারের তীব্র আলো থেকে শতহস্ত দূরে থাকা এক মাটির মানুষ।

অথচ আট বছরের দীর্ঘ সফর, চার-চারটি আন্তর্জাতিক শিরোপা এবং জাতীয় দলের ডাগআউটে ১০০ ম্যাচের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা এই স্কালোনিই একসময় ছিলেন বারুদের মতো। ২০০৩ সালে ডিপোর্টিভো লা করুনার হয়ে খেলতে নেমে রিয়াল মাদ্রিদের মহাতারকা ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে তাঁর সেই বুক চিতিয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটা আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সেই লড়াকু ফুটবলারটিই আজ লিওনেল মেসিকে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

স্কালোনি কখনোই ফুটবলের গ্ল্যামার বা তারকাসুলভ অহংকারে বিশ্বাস করেননি। তাঁর কাছে ফুটবল মানেই ছিল মাটি কামড়ে পড়ে থাকার লড়াই। 'রিভোলিউশন স্কালোনি' বইয়ের লেখক আলেহান্দ্রো ওয়ালের মতে, সাধারণের মাঝ থেকেই উঠে আসা এক অসাধারণ নেতা তিনি। আর্জেন্টিনার মতো দল, যারা সবসময় একজন 'স্পেশাল ওয়ান'-এর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরত, তাদের তিনি চিরতরে জয় করেছেন তাঁর নিখাদ সরলতা আর বিনয় দিয়ে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এই মানবিক দিকটার সাক্ষী আমি নিজেই বহুবার হয়েছি। একদিকে যেমন পরম মমতায় তিনি মেসিকে যাবতীয় বিতর্কের আঘাত থেকে আগলে রাখেন, অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আশ্চর্যরকমের সাবলীল। প্রবীণ সাংবাদিক এনরিকে মাকায়া মার্কেজকে তাঁর ১৮তম বিশ্বকাপে সম্মান জানানো হোক, কিংবা ভরা সাংবাদিক সম্মেলনে পুরোনো বন্ধু জার্মান ডেনিসকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠা- 'এই ছেলেটা আমাকে ওর বাড়িতে খেতে দিত' -সব মিলিয়ে স্কালোনি সত্যিই এক বিরল প্রজাতির চরিত্র।

১০০তম ম্যাচে দাঁড়িয়েও বিশ্বজয়ী স্কালোনি আজও যেন সেই ছিপছিপে রাইটব্যাক। বাইরে থেকে সাদামাটা মনে হলেও, ড্রেসিংরুমে তিনিই শেষ কথা। কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া জয়ের পর তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ফুটবলে শুধুই পরিশীলিত কৌশল বা ট্যাকটিকাল চমক সব নয়। আসল চাবিকাঠি হল লড়াকু চরিত্র আর হার না মানা জেদ।

স্কালোনির এই দর্শন আমাদের পাড়ার মাঠের সেই ধুলোমাখা অদম্য ফুটবলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর এই লড়াকু মানসিকতারই নিখুঁত প্রতিফলন দেখা যায় লিয়ান্দ্রো পারেডেসের মতো ছেলেদের খেলায়, যিনি বল দখলের লড়াইয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েও পরপর তিনবার ট্যাকল করতে পিছপা হন না। আট বছরের সফর আর ১০০টি ম্যাচের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে 'মায়েস্ত্রো' স্কালোনির আসল শিক্ষাদর্শন এটাই- কখনো হাল ছেড়ো না।

মিশর ম্যাচের জন্য স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

প্যালেস্তাইনের পাশে মিশর কোচ

প্যালেস্তাইনের পতাকা উড়িয়ে ফিফার রোষানলে পড়তে পারেন জেনেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় মিশরের কোচ হোসাম হাসান! আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'প্যালেস্তাইনের মানুষের কষ্ট দেখেও যারা চুপ থাকে, তারা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে।' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর গায়ে প্যালেস্তাইনের পতাকা জড়িয়ে সেলিব্রেট করেছিলেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক বার্তা নয়, বরং একজন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক প্রতিক্রিয়া। গাজার মানুষের অধিকার নিয়ে গোটা বিশ্বকে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, যা নিয়ে বিশ্বকাপের আঙিনায় এখন জোর চর্চা।

ফ্রি কিকে ইতিহাস টিলম্যানের

বিশ্বকাপের মঞ্চে ফ্রি কিকে ইতিহাস গড়লেন আমেরিকার মালিক টিলম্যান! বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৩১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর নেওয়া দুরন্ত ফ্রি কিক মানবপ্রাচীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে থিবো কুর্তোয়াকে বোকা বানিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। এর আগে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধেও ফ্রি কিক থেকে গোল করেছিলেন তিনি। আর এই জোড়া গোলের সুবাদেই তিনি ছুঁয়ে ফেললেন ১৯৮২ সালের ফরাসি তারকা বার্নার্ড গেঙ্গিনির রেকর্ড! ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের এক আসরে দুটি ডাইরেক্ট ফ্রি কিক গোলের নজির শুধু এই দুজনেরই রইল। টিলম্যানের এই গোলের সুবাদেই চলতি বিশ্বকাপে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক গোলের সংখ্যা দাঁড়াল সাতে।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ **ভূষণ চন্দ্র রায় ও দীপিকা রায়** :- তোমাদের ভালোবাসা আর হাসি খুশি জীবন সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণা। এভাবেই সারাজীবন একসাথে ভালো থেকো। শুভ ৩৪তম বিবাহবার্ষিকী মা ও বাবা। **কন্যা অপর্ণা রায়, জামাতা জুয়েল কুমার সিংহ, খড়িবাড়ি।**

বিরাটের অনুরোধেও 'না' এবিডি-র

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : তোমার মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। এখনই ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ভেবো না।

বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন বন্ধু। বিরাট কোহলির সেই অনুরোধেও 'না' বলেছিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। সর্বভারতীয় এক দৈনিকের পডকাস্টের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে আজ অতীতের সেই ঘটনা নতুনভাবে তুলে ধরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবিডি।

ক্রিকেট দুনিয়ায় কোহলি ও ডিভিলিয়ার্সের বন্ধুত্বের কথা সবারই জানা। দুজনের সম্পর্কটা অনেকটাই পারিবারিকও। এহেন সম্পর্কের শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। যা আজও সমানভাবে বর্তমান। ২০১৮ সালে দেশের মাঠে কোহলির টিম ইন্ডিয়ার পর অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সময় প্রোটিয়াদের অধিনায়ক ছিলেন ডিভিলিয়ার্স। দেশের মাটিতে জোড়া সিরিজ জয়ের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবিডি। সেই সময়ও কোহলি তাঁকে অবসর না নিতে অনুরোধ করেছিলেন। পরে ২০২১ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবিডি। তখনও বিরাট তাঁকে সিদ্ধান্ত বদলানোর অনুরোধ করেছিলেন। প্রিয় বন্ধুকে 'না' বলেছিলেন। এবিডি-র কথায়, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট থেকেও যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তার আগে কোহলি চেষ্টা করেছিল আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে। অনুরোধ করেছিল আমি যেন অবসর না নিই।'

বন্ধুকে 'না' বলতে হয়তো খুব ভালো লেগেছিল এবিডি-র, এমন নয়। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তিনি তখন নিয়ে ফেলেছিলেন। যা পরে আর বদলাননি।

ডুরান্ড ট্রফি উন্মোচন

কলকাতা, ৭ জুলাই : বুধবার নয়াদিল্লিতে ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের চিফ ডিফেন্স অফ স্টাফ জেনারেল এনএস রাজা সুব্রহ্মণি, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে, ফুটবলার লালরিনজুয়ালা ছাংতে, অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধি ও দেশের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ২৫ জুলাই থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

মিশরের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

স্নায়ুর চাপ সামলে পুনর্জন্ম চ্যাম্পিয়নদের

আটলান্টা, ৭ জুলাই : আর্জেন্টিনার ম্যাচ দেখা মানেই যেন হৃদযন্ত্রের এক কঠিন পরীক্ষা! গ্যালারিতে বসে থাকা ফুটবল ভক্তদের হয়তো বারবার নিজেদের পালস রেট মাপতে হয়। চার বছর আগে কাতারেও ঠিক এমনটাই হয়েছিল। আর আটলান্টায় মিশরের বিরুদ্ধে যেন সেই চেনা রুদ্ধশ্বাস স্নায়ুচাপের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। গত ১৬ বছরে বড় কোনও টুর্নামেন্টে এই প্রথমবার প্রথমার্ধেই পিছিয়ে পড়েছিল লিওনেল স্কালোনির দল। ১৫ মিনিটে ইয়াসের ইব্রাহিমের গোলের পর ৬৭ মিনিটে মোস্তাফা জিকোর গোলে যখন ব্যবধান ২-০ হল, তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ঘণ্টা হয়তো বেজেই গেল।

এই অপ্রত্যাশিত আখ্যানের নেপথ্যে ছিলেন মিশরের গোলকিপার মোস্তাফা শোবেইর। কায়রোর আল আহলি ক্লাবের এই ২৬ বছরের গোলকিপার প্রথমার্ধেই লিওনেল মেসির পেনাল্টি এবং হুলিয়ান আলভারেজের মাটিঘেঁষা জোরালো শট রুখে দিয়ে বুঝিয়ে দেন, কেন তাঁকে আফ্রিকার পরবর্তী সেরা তারকা ভাবা হচ্ছে। ১৯৯০ বিশ্বকাপে খেলা মিশরের গোলকিপার আহমেদ শোবেইরের সুযোগ্য পুত্র তিনি। এদিন তাঁর এমন পরাক্রম দেখার পর ইউরোপের প্রথমসারির ক্লাবগুলি নিশ্চিতভাবেই নড়েচড়ে বসবে।

মিশর দলের ট্যাকটিক্সও ছিল দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। দ্বিতীয়ার্ধে ছয় ডিফেন্ডার নিয়ে জমাট রক্ষণভাগ সাজিয়ে আর্জেন্টিনাকে উইংয়ে খেলতে বাধ্য করে তারা। হাইসেম হাসান ও মহম্মদ সালাহর গতিকে কাজে লাগিয়ে ভয়ংকর সব প্রতি আক্রমণ শানায় ফারাওরা। এর মাঝেই আসে এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় ভিএআর বিতর্ক। জিকোর একটি গোলের বিল্ড আপে, নিজেদের অর্ধে বহু দূরে লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে সামান্য ফাউল করেছিলেন মারওয়ান আতিয়া। ভিএআরের হস্তক্ষেপে সেই গোলটি বাতিল হওয়াটা ছিল আক্ষরিক অর্থেই দুর্ভাগ্যজনক এবং প্রযুক্তির চরম অপব্যবহার। তবে হাল ছাড়েনি মিশর, ৬৭ মিনিটে জিকোর ওই দ্বিতীয় গোলটি প্রমাণ করে দেয় তাদের হার-না-মানা জেদ।

অন্যদিকে, মেসির পেনাল্টি মিস নিয়ে তখন বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে কম্পিউটারের 'কন্ট্রোল-অল্ট-ডিলিট' বোতাম টিপে মুহূর্তের মধ্যে সব মুছে দিল!

ম্যাচের শেষ লগ্নটা ছিল আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য। ৭৯ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর জোরালো হেড থেকে আশা ফেরে আর্জেন্টিনার। আর ঠিক ৪ মিনিট ১৮ সেকেন্ড পর ক্রসবার ছুঁয়ে আসা মেসির সেই অবিস্মরণীয় সমতাসূচক গোল। গ্যালারিতে তখন বাঁধভাঙা উল্লাস। এরপর লিয়ান্দ্রো পারেডেসের একটি মরিয়া ট্যাকল মিশরের নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেয়। আর ৯২ মিনিটে লওটারো মার্টিনেজের নিখুঁত ক্রস থেকে, ঠিক চেলসির হয়ে করা গোলের ঢঙেই এনজো ফার্নান্ডেজের সেই জয়সূচক হেড।

ব্যবধান কমিয়ে আর্জেন্টিনার প্রত্যাবর্তনের শুরুটা করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন গঞ্জালো মন্টিয়েল।

চুলচেরা বিশ্লেষণ। বিশ্বকাপে আটটি পেনাল্টির মধ্যে চারটিতেই ব্যর্থ তিনি। এক আসরে দুইটি পেনাল্টি মিসের বিরল নজিরও এখন তাঁর নামের পাশে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পেনাল্টি আসলে টেকনিকাল নয়, সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক একটি ব্যাপার। মেসির ধীর গতির রানআপ এখন প্রতিপক্ষ সহজেই ধরে ফেলছে। কিন্তু পেনাল্টি মিসের এই হতাশা আর বিদায়ের শোকগাথা যখন লেখা হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই অধিনায়কের বাঁ পা যেন

লিওনেল স্কালোনি ঠিকই বলেছিলেন, এই দলের মানসিক দৃঢ়তাই তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। খাদের কিনারা থেকে ঠিক এভাবেই বারবার ফিরে আসে আর্জেন্টিনা। এমন এক রুদ্ধশ্বাস স্নায়ুযুদ্ধের পর পুরো দেশের এখন সত্যিই একটু গা-এলিয়ে বিশ্রাম প্রয়োজন!

শ্রেয়সদের সমর্থনে গ্যালারিতে ধোনি

সল্ট ঝড়ের পর ব্যাটিং বিপর্যয় ভারতের

ইংল্যান্ড-২০১/৭ ভারত- ৬৮/৮ (৯.২ ওভার পর্যন্ত)

নটিংহাম, ৭ জুলাই : ইংল্যান্ড বনাম ভারত। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। সিরিজ-জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডের জন্য জিততে হবে পরিস্থিতি। যদিও দলগত পারফরমেন্স ছাড়িয়ে গতকাল জিম্বাবোয়ে সিরিজের দল ঘোষণার পর থেকে আলোচনায় সঞ্জু স্যামসন।

গত ম্যাচে বৈভব সূর্যবংশীকে জায়গা দিতে তাঁর ওপর কোপ পড়েছিল। সবকিছু ছাপিয়ে জিম্বাবোয়ে সফর থেকে একেবারে ছাঁটাই। বিশ্রাম নাকি গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের টি২০ ভাবনা থেকেই 'আউট' বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক? প্রশ্নটা ঘিরেই উথালপাতাল ভারতীয় ক্রিকেটমহল। আজিঙ্কা রাহানে সহ অনেকেই যে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন।

বৈভবের উত্থান মাথায় রেখেও সঞ্জুর প্রতি অবিচার হয়েছে বলে দাবি প্রাক্তনদের। বিতর্কে ঘি ঢেলে ট্রেন্ট ব্রিজ ওভালে এদিনের দ্বৈরথেও ফের বাদ গত টি২০ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় সঞ্জু! অভিষেক শর্মার সঙ্গে বৈভবের ওপেনিং জুটিতেই গম্ভীরদের যে আস্থায় সঞ্জুর কেরিয়ারকে ফের প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল বলাই চলে।

ভারতীয় দলে এদিন একটাই পরিবর্তন রবি বিষ্ণোইয়ের বদলে প্রিন্স যাদব। দ্বিতীয় ম্যাচে ২৯ রানের ওভারে দলকে ডোবানোর খেসারত। তবে বিষ্ণোইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রেয়সের যুক্তি, প্রতিটি বোলারের সঙ্গে এরকম হয়ে থাকে। এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়াই মূল কথা। শিক্ষা নেওয়ার পালা অধিনায়ক কেরিয়ারের প্রথম চার ম্যাচে জয়ের মুখ না দেখা শ্রেয়সেরও।

ভাগ্যের যে চাকা ঘোরাতে এদিন টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত। ট্রেন্ট ব্রিজ ওভালের পিচ রিপোর্টে ব্যাটিং সহায়ক আচরণের পূর্বাভাস। রান তাড়ায় যা কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস শ্রেয়সের। তবে শুরুটা নবাগত পেসার প্রিন্স যাদবের সৌজন্যে। প্রথম ৫ ওভারে উইকেটহীন থাকার পর প্রিন্সের হাত ধরে জোড়া ধাক্কা। নিজের প্রথম বলেই ক্রমশ বিপজ্জনক দেখানো জস বাটলারকে (২১ বলে ৩৬) তুলে নেন।

প্রথম বলটাই নিখুঁত ইয়র্কার। ব্যাট নামাতে পারেননি বাটলার। পায়ে লেগে লেগস্টাম্প ভেঙে যায়। কয়েক ওভার বাদে প্রিন্সের ঝোলায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকও। এবার ক্রিজ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায়ের সুফল। ব্রুকের (১৬) হাওয়ায় শট মিড উইকেট থেকে অনেকটা দৌড়ে তালুবন্দি করেন অভিষেক। প্রিন্সের জোড়া ধাক্কায় ব্রেক ইংল্যান্ড ইনিংসে (১০ ওভারে ৯২/২)।

প্রিন্সের ঝলমলে প্রথম স্পেলের মাঝেই ট্রেন্ট ব্রিজ ওভালের প্রতিটি ক্যামেরার মুখ হঠাৎ ভিভিআইপি গ্যালারিতে। হাজির স্বয়ং ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। জন্মদিনে শ্রেয়স আইয়ারের দলকে সমর্থন জোগাতে একেবারে মাঠে হাজির 'ক্যাপ্টেন কুল'। চোখে কালো রোদচশমা, গায়ে কালো শার্ট, ট্রেন্ট ব্রিজের যুদ্ধে বাড়তি রং যোগ করেন।

বাইশ গজের লড়াইয়ে তখন ক্রিজে জমে যাওয়া ফিল সল্টের সঙ্গী গত ম্যাচের নায়ক জ্যাকব বেথেল। সল্ট বিশেষ করে প্রাক্তন আইপিএল সতীর্থ (কলকাতা নাইট রাইডার্স) বরুণ চক্রবর্তীর স্পেল বিগড়ে দেওয়ার মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন। তবে রাশ আলগা হতে দেননি হর্ষিত রানা। দ্বাদশ ওভারে পরপর দুই বলে বেথেলের (১৩) সঙ্গে টম ব্যান্টনকেও (০) ডাগআউটের রাস্তা দেখিয়ে দেন।

নিটফল, ১১১/২ থেকে ইংল্যান্ড ১১১/৪। পালটা লড়াই সল্টের ব্যাটে। ৩৬ বলে অর্ধশতরানে দলের ইনিংস টানছিলেন প্রিন্স-হর্ষিতদের দাপটের মাঝেও। শুরুটা মেডেন ওভার দিয়ে করলেও যার সামনে অর্শদীপ সিংও (৩৬/০) খেই হারাচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত সল্টের (৪৪ বলে ৭০) আগ্রাসী ইনিংসে ব্রেক লাগান অক্ষর প্যাটেল। আগের বলটা ছক্কা মেরেছিলেন। দ্বিতীয় বলেও যার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে উইকেট খোয়ান ইংরেজ ওপেনার। শেষদিকে অলরাউন্ডার স্যাম কুরানের (২৪ বলে অপরাজিত ৪১) ঝোড়ো ইনিংস ইংল্যান্ডকে ২০১/৭ স্কোরে পৌঁছে দেয়।

রানতাড়ায় নেমে বৈভব সূর্যবংশী (৫ বলে ১৩) প্রথম ওভারেই জোফ্রা আর্চারের বলে ছক্কা হাঁকালেও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। এর পরই ব্যাটিং বিপর্যয় শুরু হয়ে যায় ভারতের। ফিরে গিয়েছেন অভিষেক শর্মা (১০), ঈশান কিষান (১৩) ও শ্রেয়স আইয়ার (৫)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৯.২ ওভারে ভারত দাঁড়িয়ে ৬৮/৮ স্কোরে। ক্রিজে হর্ষিত (৮)।

জোড়া উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস হর্ষিত রানা (উপরে) ও প্রিন্স যাদবের। নটিংহামে মঙ্গলবার।

প্রয়াত আফগান ক্রিকেটার শাপুর

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : অসুস্থ ছিলেন। ভুগছিলেন দীর্ঘসময় ধরে। নয়াদিল্লির এক হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন লম্বা সময়। শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন আফগানিস্তানের প্রাক্তন জোরে বোলার শাপুর জাদরান। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ ৩৮ বছরের আফগান পেসারের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জাদরানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রিকেটমহলে। রক্তের বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই আফগান জোরে বোলার। পুরো শরীর ভরে গিয়েছিল সংক্রমণে। আফগান ক্রিকেটের প্রথম প্রজন্মের সদস্য জাদরান ২০২৫ সালে পাকাপাকিভাবে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের হয়ে ৪৪টি একদিনের ম্যাচ ও ৩৬টি টি২০ খেলেছেন জাদরান।

সেমিফাইনালে সিনার, কোকো

লন্ডন, ৭ জুলাই : উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠলেন বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার। স্ট্রেট সেটে তিনি ৭-৫, ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে জান-লেনার্ড স্ট্রুফকে হারিয়েছেন। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ হবেন নোভাক জকোভিচ বনাম ফেলিক্স আউজের-আলিয়াসিম ম্যাচের বিজয়ী। মহিলাদের সিঙ্গলসে কোকো গফ ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩ গেমে জেসিকা পেগুলাকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করলেন।

সন্ধান চাই

নাম - ছায়া রানি সাহা
গায়ের রং - উচ্চ শ্যামবর্ণ
উচ্চতা - 5'-5"
ঠিকানা - আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
৬/৭/২৬ তারিখ থেকে ৬০ বছর বয়সি এই মহিলা বাড়ি থেকে বের হবার পর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দিতে পারলে উপকৃত হবো। ফোন নম্বর- 9749032050, 9749677777

'ফেক নিউজের' কবলে সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পরও আমি নেতৃত্ব হারালাম। কারণ, অজানা। শুধু নেতৃত্ব হারানোই নয়, টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াড থেকেও বাদ পড়ে গেলাম। কারণ, অজানা।

সকাল থেকে সমাজমাধ্যমে সূর্যকুমার যাদবের মন্তব্য ঝড় তুলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্কাই কেন এমন মন্তব্য করলেন, তা নিয়ে রীতিমতো তদন্তও শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিকেলের দিকে স্পষ্ট হল, পুরোটাই 'ফেক নিউজ'। সূর্যকুমার এমন কোনও মন্তব্য করেননি। বরং তিনি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। বিরক্তও হয়েছেন এমন আশ্চর্য ঘটনায়। স্কাই এখনও জানেন না কেন এমন ঘটনা ঘটল।

কারণ যাই হোক না কেন, স্কাই বিকেলের দিকে সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন নিজের অবস্থান। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার তরফেও স্কাইয়ের মন্তব্য নিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। যেখানে সূর্যকুমার স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'সকাল থেকেই সমাজমাধ্যমে আমার বিকৃত মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে। আমি স্পষ্ট বলছি, এমন কোনও মন্তব্য করিনি আমি। অনুগ্রহ করে সমাজমাধ্যমে চলতি আমার বিকৃত মন্তব্যে বিশ্বাস করবেন না। ওই মন্তব্যের মধ্যে কোনও সত্যতা নেই।' প্রশ্ন হল, কীভাবে স্কাইয়ের না করা মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেল? কীভাবে তিনি 'ফেক নিউজের' কবলে পড়লেন? জবাব আপাতত অজানা। কিন্তু অযথা এমন বিতর্কে স্কাইয়ের পাশে বিরক্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে পুরো বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

দাপটে জয় জয়গাঁ ইউনাইটেডের

মাদারিহাট, ৭ জুলাই : মাদারিহাট সোনালি অতীতের শংকরী সরকার ও নৃপেন্দ্র সাহা ট্রফি লিগ কাম নকআউট ভেটেরান্স ফুটবলে মঙ্গলবার জয়গাঁ ইউনাইটেড ভেটেরান্স ৩-০ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। উগেন লামা, বিক্রম শর্মা ও ম্যাচের সেরা ইজিকেল বাসনেট গোল করেন। বুধবার খেলবে গ্রিনল্যান্ড ডুয়ার্স ভেটেরান্স ও বীরপাড়া ভেটেরান্স।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অজিত বিশ্বাস। ছবি : অনীক চৌধুরী

ঘুঘুডাঙ্গাকে হারাল জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার জেএফএ ৩-০ গোলে ঘুঘুডাঙ্গাকে হারিয়েছে। গোল করেন রজত ওরাওঁ, প্রেম শা ও ম্যাচের সেরা অজিত বিশ্বাস।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ সরকার - কে 26.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89G 70310 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই বয়সে কোটিপতি হওয়াটা আমার জন্য একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এত বিশাল অঙ্কের পুরস্কার জিতলে, তা যে কারও জন্যই একটি প্রশংসনীয় ঘটনা হবে। আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অভিযোগ তুলে সুব্রত-মান্তুর প্রশ্নের মুখে কস্তুরী-মৃন্ময়রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসের বিভাজন আরও স্পষ্ট হল। শিলিগুড়ি বৃহত্তর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থায় মান্তু ঘোষ-সুব্রত রায়ের ভূমিকা নিয়ে মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একের পর এক প্রশ্নে বিদ্ধ করেছিলেন কস্তুরী চক্রবর্তী-মৃন্ময় চৌধুরী-বিমল গুরুং-প্রশান্ত সেনরা। পালটা জবাবে মান্তু-সুব্রত অভিযোগের তির ঘুরিয়ে দিয়েছেন কস্তুরীদের দিকেই।

বিমল জানতে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি করার পরও কীভাবে বৃহত্তর জেলা টেবিল টেনিসের সভাপতি পদে মান্তু থেকে গিয়েছেন? একটি কমার্শিয়াল অ্যাকাডেমির অধিকারী হয়েও মান্তুর এই পদে থেকে যাওয়া কি স্বার্থের সংঘাত নয়? প্রশান্ত প্রশ্ন তুলেছেন, শিলিগুড়িতে ২০-২৫টি টেবিল টেনিসের ক্লাব রয়েছে। তারপরও কীভাবে একটি পাড়া ও তিনটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই সংস্থার সব পদ পেয়ে যাচ্ছেন? তাঁদের সমর্থন করে কস্তুরীও একাধিক অভিযোগ তুলেছেন। জানতে চেয়েছেন, কেন বৃহত্তর জেলা টেবিল টেনিসের বার্ষিক সাধারণ সভা, ভোটার তালিকা, অডিট রিপোর্ট তাঁরা পান না?

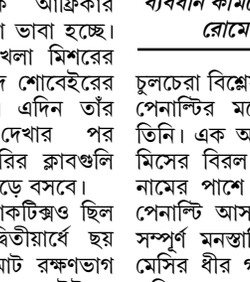

সুব্রত বলেছেন, 'খুবই বোকা বোকা অভিযোগ। সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী অ্যাকাডেমি আমাদের সদস্যপদ পায় না। ক্লাবগুলি পেয়ে থাকে। বার্ষিক সভার তারিখ, অডিট রিপোর্ট জানানো হয়ে থাকে সদস্য ক্লাবগুলিকে। সেই মতো তারা প্রতিনিধিও পাঠিয়ে থাকে। যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁরা কেউই আমাদের সদস্য ক্লাবের প্রতিনিধি নন।'

আর মান্তুর তাঁর সভাপতি পদে থাকা নিয়ে উত্তর, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নয়, অধীনস্ত সংস্থার চাকুরে। যার গাইডলাইন আলাদা। পদে থাকার কথা আমাদের দপ্তরে জানাতে হয়। সেটা আমি জানিয়েছি।' আরও একটি জিনিস তিনি পরিষ্কার করেছেন, 'আমাদের অ্যাকাডেমি কমার্শিয়াল নয়। এখান থেকে যা আয় হয়, তা অ্যাকাডেমির কোচ-কর্মীদের বেতনেই খরচ হয়। বরং অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আমার টাকা থেকেই ব্যাট কিনে দিই। দুঃস্থ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিনা পয়সায়। অ্যাকাডেমি থাকলেই পদ নেওয়া যাবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। পিটি ঊষা, গগন নারাং, শরৎ কমলদের অ্যাকাডেমি থাকার পরও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক সংস্থার পদগ্রহণে সমস্যা হয়নি। আরও একটা কথা বলতে চাই, বৃহত্তর জেলা টেবিল টেনিসে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের বাড়ি হায়দারপাড়া, সুভাষপল্লিতে।'

মৃন্ময়ের অভিযোগ, 'শিলিগুড়ির ১৭ সেরা টেবিল টেনিস প্রতিভা এই বছর বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে চলে গিয়েছে। এদের শহরে রাখতে বৃহত্তর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা কেন উদ্যোগী হল না?' জবাবে মৃন্ময়ের দ্বিচারিতার কথাই তুলে ধরেছেন সুব্রত। বলেছেন, 'বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি রাজ্য সরকারের অ্যাকাডেমি। যেখানে শিক্ষার্থীরা স্টাইপেন্ড, খেলার খরচ, কিটস পেয়ে থাকে। ওখানে সুযোগ পেলে তো শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রাই উপকৃত হবে। আমরা কি ওদের উত্থানে বাধা হয়ে দাঁড়াব? আর ওই অ্যাকাডেমিতে যাতে ওদের খেলোয়াড়রা যোগ দিতে পারে সেজন্য এনওসি-র আবেদন মৃন্ময়, অমিত দামের অ্যাকাডেমি থেকেই করা হয়েছিল।'

কস্তুরীর অভিযোগ, 'আমার এক ছাত্র সৌমিক দেব গত বছর আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং ডব্লিউটিটি প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে খেলতে চেয়েও পায়নি। সুব্রতদা-র কাছে সাহায্যের আবেদন করেও কোনও ফল হয়নি। অথচ সেইসময়ে অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে সৌমিকের জাতীয় র‍্যাংকিং ছিল ৮।' পালটা জবাবে সুব্রত দেখিয়েছেন গাফিলতি ছিল কস্তুরী ও তাঁর স্বামী সৌম্যজিৎ কার্জিরই। তিনি বলেছেন, 'কস্তুরীর স্বামী সৌম্যজিৎ আমার কাছে এসেছিল সৌমিকের সঙ্গে নিকিতা সরকারের খেলার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন নিয়ে। কিন্তু ওটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল টেবিল টেনিস ফেডারেশনের (আইটিটিএফ) টুর্নামেন্ট। সেখানে খেলার জন্য প্রয়োজনীয় আইটিটিএফ-এর আইডি সেইসময়ে দুইজনেরই ছিল না। ওঁরা এসেছিল আমার কাছে শেষদিনে। তারপরও আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও কারণে নিকিতারটা হলেও সৌমিকের আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অথচ এই আইডি ২-৩ মাস আগেই করে নেওয়ার জন্য কস্তুরীর ছাত্রছাত্রীদের বলা উচিত ছিল। সেটা না করে ওঁরা এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন?'